উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,৬৫৪.৬০ (+৮৮৮.৬৮)
নিফটি : ২৪,২৫০.২০ (+২৬৪.৮৫)

মৃত্যুর পর কয়লায় কলঙ্কমুক্ত মনমোহন ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩২°	২৫°	৩২°	২৫°	৩৩°	২৬°	৩২°	২৬°

অসমে বন্যায় মৃত বেড়ে ৭৫ ৭

বর্ষাভ্রমণ ৮

শিলিগুড়ি ১৩ শ্রাবণ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 30 July 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 73

মায়ের পাহারায়। বুধবার বিশ্ব বাঘ দিবসে পাটনা চিড়িয়াখানায়। -পিটিআই

জিএলপি-দের চাকরি দেবে রাজ্য

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর দাবি বিমলের

স্বরূপ বিশ্বাস ও রণজিৎ ঘোষ

কলকাতা ও শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : বিমল গুরুংয়ের গোর্খাল্যান্ড পার্সোনেলদের (জিএলপি) এবার পাহাড়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ করবে রাজ্য সরকার। বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরে এমনই দাবি করেছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং। তিনি বলেছেন, 'জিএলপি-দের গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (জিটিএ) গ্রিন ভলান্টিয়ার এবং রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল পদে নিয়োগের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন।' এদিনের বৈঠকে পাহাড়ে ১৫ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি ব্যবহারের নির্দেশিকা শিথিল করা, জিটিএতে দ্রুত প্রশাসক নিয়োগ করে উন্নয়নের কাজ শুরু করা, সিঙ্কোনা প্রকল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দাবিও জানিয়েছেন বিমল। এরই সঙ্গে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের রাস্তা খুঁজতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের

প্রক্রিয়া শুরুর জন্যও বিমলরা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আবেদন করেছেন। জিটিএতে শীঘ্রই কোনও প্রবীণ আইএএসকে প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন।

২০০৭ সালের অক্টোবরে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা তৈরি করে পাহাড়জুড়ে তীব্র আন্দোলন শুরু করেছিলেন বিমল গুরুংরা। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন চালাতে গিয়ে ২০০৯ সালে পাহাড়ে জিএলপি নিয়োগ করেন বিমল। 'গোর্খাল্যান্ড পুলিশ' হিসাবে দলগত সিদ্ধান্ত নিয়ে মোর্চা পাহাড়ের তরুণ-তরুণীদের নিয়োগ করেছিল। বলা হয়েছিল, গোর্খাল্যান্ড রাজ্য তৈরি হলে এই জিএলপিরাই পুলিশের চাকরিতে অগ্রাধিকার পাবেন। কর্মসংস্থানহীন পাহাড়ের তরুণ-তরুণীরা ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে ঝাঁকে ঝাঁকে বিমলের জিএলপিতে যোগ দিয়েছিলেন। বিমলের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রথমে জিএলপির সংখ্যাটা ছিল সাড়ে চার হাজার। কর্নেল রমেশ আলের নেতৃত্বে প্রাক্তন সেনাকর্মীর একটি দল প্রায় দেড় বছর ধরে জিএলপিদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। বিমলের আমলে যথেষ্ট দাপটের সঙ্গে এই জিএলপি মোর্চার

এরপর দশের পাতায়

কালো টাকার নেপালযাত্রা

মেচির হোটেলে তৃণমূল নেতাদের গুপ্তধন

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

তৃণমূল ক্ষমতা থেকে সরে যেতেই তাদের আমলে গ্রাম পঞ্চায়েত, পুরসভা, জেলা পরিষদ থেকে নানা সরকারি দপ্তরের একের পর এক দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। কোটি কোটি টাকা লোপাটের অভিযোগ লিখিতভাবে জমা হয়েছে প্রশাসন ও পুলিশের কাছে। কলকাতা সহ জেলায় জেলায় তৃণমূল নেতাদের আঙুল ফুলে কলা গাছ হওয়ার আসল তথ্য বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু দুর্নীতির কালো টাকা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে এখনও তার সবটার হদিস মেলেনি। সেই টাকার হদিস করতে গিয়েই তদন্তকারীদের হাতে এসেছে চাঞ্চল্যকর নানা তথ্য।

কেন্দ্র ও রাজ্যের একাধিক তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের খবর, তাদের রাডার এড়িয়ে বঙ্গের প্রাক্তন শাসকদলের বহু নেতা ও তাঁদের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের বেআইনি টাকা জমা হচ্ছে পড়শি দেশ নেপালে। মেচি নদী পেরিয়ে শিলিগুড়ির অদূরে নেপালের কাঁকরভিটার এক প্রভাবশালী হোটেল ব্যবসায়ীর সিন্দুকই এখন হয়ে উঠেছে তৃণমূল নেতাদের দুর্নীতির সবচেয়ে বড় ও নিরাপদ 'সেফগার্ড'। আয়ের সঙ্গে সংগতিহীন বেনামী সম্পত্তি এবং কাটমানির ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া বিপুল কালো টাকা সাদা করার বা নিরাপদে গচ্ছিত রাখার এক আন্তর্জাতিক ব্লু-প্রিন্ট অনুসারে অত্যন্ত গোপনে টাকা সরিয়ে ফেলা হয়েছে নেপালে। খবর অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গের অন্তত কুড়িজন একসময়ের দাপুটে তৃণমূল নেতা ও শাসকদল ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীর কোটি কোটি টাকা নেপালের ওই ব্যবসায়ীর কাছে গচ্ছিত রয়েছে। না, এখানেই শেষ নয়, তালিকায় নাম রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা এবং কয়েকজন প্রাক্তন মন্ত্রীরও, যাঁদের অবৈধ সম্পদের একটা বড় অংশ একই রুটে নেপালে চলে গিয়েছে।

গোটা বিষয়টি পরিচালিত হচ্ছে একটি অত্যন্ত সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক হাওয়ালাচক্রের মাধ্যমে। কাঁকরভিটার ওই হোটেল ব্যবসায়ী মূলত ফিন্যান্সিয়াল এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন। তাঁর সঙ্গে এপারের নেতাদের চুক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং পুরোপুরি পেশাদার। বেআইনি উপায়ে কামানো এই কোটি কোটি টাকা তিনি নিজের জিম্মায় রাখছেন এবং যখনই এপারে নেতাদের টাকার প্রয়োজন হচ্ছে, *এরপর দশের পাতায়*

হাওয়ালা সিন্ডিকেট

- মেচি নদী পেরিয়ে নেপালের কাঁকরভিটার এক হোটেল ব্যবসায়ীর সিন্দুকে জমা হচ্ছে বঙ্গের নেতাদের বিপুল কালো টাকা
- শিলিগুড়ি, বীরপাড়া, চ্যাংরাবান্ধা এবং তুফানগঞ্জে হাওয়ালাচক্রের গোপন ঘাঁটি
- উত্তরবঙ্গের অন্তত কুড়ি জন নেতার পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের কয়েকজন প্রাক্তন মন্ত্রী ও ব্যবসায়ীদের টাকা পৌঁছেছে নেপালের নিরাপদ ভল্টে
- উত্তরবঙ্গের বালি পাচারের মোটা টাকাও সরাসরি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে নেপালে

কীভাবে কারবার?

- ব্যাংক ব্যবস্থার বাইরে কোড ওয়ার্ডের মাধ্যমে চলে এই ব্ল্যাক মানি কারবার
- রহস্যময়ী তিন নারী জড়িত এই কারবারে
- গোয়েন্দাদের প্রাথমিক অনুমান, নেপাল কেবল ট্রানজিট পয়েন্ট; সেখান থেকে অবৈধ অর্থ পাচার করা হচ্ছে অন্যান্য আন্তর্জাতিক ব্যাংকেও

ককরোচ জনতা পার্টির পাশে কৃষকরা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : নজর এবার ছাত্র-কৃষক ঐক্যে। তারুণ্যের পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের আন্দোলন এগিয়ে নিতে আগ্রহী অন্নদাতারাও। সেই লক্ষ্যে আলোচনা অনেক দূর এগিয়েও গিয়েছে। মূলত ককরোচ জনতা পার্টি ও ভারতীয় কিষান ইউনিয়ন (বিকেইউ) এই প্রক্রিয়ার মূল উদ্যোক্তা। কৃষক সংগঠনটির সর্বভারতীয় নেতা রাকেশ টিকায়েতের সঙ্গে মঙ্গলবার দেখা ও কথা হয়েছে ককরোচ জনতা পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের।

১০ অগাস্ট দেশজুড়ে বিক্ষোভ

সবদিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপে ফেলার জন্য এই উদ্যোগ। শুধু পড়ুয়া নয়, তরুণ সমাজ ও কৃষকদের নিয়ে একটি বৃহত্তর মঞ্চ তৈরির চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে। এধরনের কৌশল মূলত বামপন্থীদের। কিন্তু নিট আন্দোলনের সাফল্যের পর দেশের নানা বিষয় নিয়ে এগোতে চাইছে ককরোচ জনতা পার্টি। সেই আন্দোলনকে জোরালো করার জন্য বৃহত্তর মঞ্চ গঠনের ভাবনা। যন্তরমন্তরে অবস্থান শেষ হলেও দেশজুড়ে ধরপাকড় ও এফআইআর ইত্যাদি এখন ককরোচ জনতা পার্টির মাথাব্যথার কারণ।

কোনও পদক্ষেপ করা হবে না বলে কেন্দ্র আশ্বাস দিলেও এখনও

এরপর দশের পাতায়

'স্বপ্নের ফ্লাইওভারে' বেড়েছে ভোগান্তি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : বুধবার দুপুর। বর্ধমান রোডের নতুন ফ্লাইওভার দিয়ে দ্রুত নেমে এল একটি গাড়ি। চালকের আশা ছিল, যানজট এড়িয়ে এবার কয়েক মিনিটেই এয়ারভিউ মোড় পেরিয়ে হিলকার্ট রোডে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু সে গুড়ে বালি। ফ্লাইওভার থেকে নামতেই সেই গাড়ি আটকে গেল মোড়ের মুখে। একদিকে টার্ন নেওয়া গাড়ি, অন্যদিকে ফ্লাইওভার থেকে নামা অন্যান্য গাড়ি, তার সঙ্গে রেল পুলিশ সুপারের অফিসে ঢোকা-বেরোনো গাড়ির চাপ- সব মিলিয়ে সে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। যানজট কমবে কী? বহু প্রতীক্ষিত বর্ধমান রোডের উড়ালপুল চালু হওয়ার পরই সামনে এসেছে নতুন নতুন সমস্যার ছবি। যানজট কমার বদলে অনেক ক্ষেত্রেই তা আরও বেড়েছে, বলছেন শহরবাসী।

সমস্যার মূল কারণ হিসেবে উঠে আসছে পরিকল্পনার ত্রুটি। বর্ধমান রোড থেকে হিলকার্ট রোডে যেতে এয়ারভিউ মোড়ের টার্নিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক সেই টার্নিংয়ের সামনেই রয়েছে ফ্লাইওভারের ওঠানামার অংশ। ফলে বর্ধমান রোড ধরে আসা গাড়ি যখন ডানদিকে ঘুরছে, তখন ফ্লাইওভার থেকে নামা গাড়িগুলিকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আবার ফ্লাইওভার থেকে নামা গাড়ির জন্য বর্ধমান রোডের যানচলাচলও আটকে যাচ্ছে। এই অপেক্ষাই মুহূর্তের মধ্যে দীর্ঘ যানজটে পরিণত হচ্ছে।

সমস্যা আরও বাড়াচ্ছে শিলিগুড়ি রেল পুলিশ সুপারের অফিস। ওই অফিসে গাড়ি ঢোকা বা বেরোনোর সময় নিরাপত্তার কারণে ফ্লাইওভারের ওপর ও নীচের রাস্তার যানবাহন থামিয়ে দিতে হচ্ছে। তাতেই যানজট আরও তীব্র হচ্ছে।

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে

এরপর দশের পাতায়

ইসকন দেবে নিরামিষ, ডিম খাওয়াবে রাজ্য

মিড-ডে মিল বিতর্কে আপাতত ইতি। সমালোচনার মুখে পড়ে পড়ুয়াদের পাতে ডিম বহাল রাখল রাজ্য সরকার।

স্বরূপ বিশ্বাস ও অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ জুলাই : ডিম ছুড়ে হেনস্তা বন্ধ হোক বা না হোক, মিড-ডে মিলে ডিম বিতর্কে আপাতত ইতি। মিড-ডে মিলের দায়িত্ব ইসকনের ঘাড়ে থাকলেও ডিম বন্ধ হবে না স্কুল পড়ুয়াদের পাতে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী বুধবার জানিয়েছেন, আলাদাভাবে ডিমের মেনু সরবরাহ করবে রাজ্য সরকার। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, '১ অগাস্ট থেকে পাইলট প্রোজেক্ট হিসাবে কলকাতার বড় অংশে ইসকন মিড-ডে মিল দেওয়া শুরু করবে।'

তারপরই তিনি বলেন, 'ইসকন সাত্ত্বিক ও শুদ্ধ প্রোটিনযুক্ত খাবার দেবে। তার বাইরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আমরা ডিম দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।' মিড-ডে মিলে ডিম দেওয়া হবে ১ অগাস্ট থেকেই। বিজেপি বাংলায় ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সরকারের পক্ষ থেকে ইসকনকে স্কুলে স্কুলে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীই। তাতে আলোচনা শুরু হয় যে, ইসকন তো নিরামিষ ছাড়া

ছবি : এআই

অন্য কিছু রান্না করে না। সেক্ষেত্রে পড়ুয়াদের পাতে আর ডিম পড়বে না।

ডিমের উপযোগিতা ও ডিমের প্রতি ছোট ছেলেমেয়েদের আসক্তি ইত্যাদি চর্চায় চলে আসে। বাঙালির খাদ্যাভ্যাস বদলে দেওয়ার অভিযোগও ওঠে। স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন নিরামিষ মেনুর পক্ষে সওয়াল করেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন, নিরামিষ খেলে পুষ্টি হয় না কে বলল! ফলে সবাই ধরে নিয়েছিলেন, স্কুলে ছেলেমেয়েদের পাত থেকে ডিম উধাও হওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র। *এরপর দশের পাতায়*

আমার উত্তরবঙ্গ

বারোঘরিয়া বটতলি স্বর্ণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা পুজো। -সংবাদচিত্র

পা ধুয়ে পায়েস খাইয়ে স্কুলে মা পুজো

ধূপগুড়ি, ২৯ জুলাই : গত চার বছরের মতো এবছরও স্কুলের রীতি মেনে মায়ের পা ধুয়ে পায়েস খাইয়ে মা পুজো করল প্রাথমিকের পড়ুয়ারা। বুধবার ধূপগুড়ির বারোঘরিয়া বটতলি স্বর্ণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা পুজোর আয়োজন করেছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। যেখানে দেড়শোরও বেশি পড়ুয়া তাদের মাকে শ্রদ্ধাভরে পুজো করে।

এবছর বারোঘরিয়া বটতলি স্বর্ণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা পুজোর পঞ্চম বর্ষ। অন্যান্যবার আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবসে মা পুজো করে থাকে ওই স্কুল। কিন্তু চলতি বছর ওই সময়কালে বিধানসভা নির্বাচন থাকায় মা পুজোর অনুষ্ঠান গুরুপূর্ণিমার দিনে করার সিদ্ধান্ত নেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। সেই অনুযায়ী বুধবার সাড়ম্বরে বারোঘরিয়া বটতলি স্বর্ণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা পুজো অনুষ্ঠিত হয়। মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগাতে ছোট থেকেই অভ্যাস গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে এমন উদ্যোগ নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন মহল এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এমন আয়োজন নিয়ে আপ্লুত অভিভাবকরাও। এক ছাত্রের মা বাবলি রায় অধিকারী বলেন, স্কুলের এই উদ্যোগ যথেষ্ট ভালো। ছোট থেকেই এমন শিক্ষার দরকার। তাতে ভবিষ্যতে সমস্যা হয় না। একই বক্তব্য এক ছাত্রীর মা শম্পা বর্মনেরও। তাঁর সংযোজন, 'ওরা যেভাবে পা ধুইয়ে, প্রণাম করে পায়েস খাইয়ে মা পুজো করল, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।'

স্কুলে এদিন বিশেষ অতিথি হিসেবে চন্দননগর থেকে পিয়ালি বসাক স্কুলে উপস্থিত হয়েছিলেন। ২০২২ সালে পিয়ালি অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্ট জয় করেছিলেন। তিনি মা পুজোর কথা শোনার পর বিশেষ আগ্রহ নিয়ে ধূপগুড়িতে এসেছেন বলে জানালেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক জয় বসাক বলেন, শিষ্টাচার, সম্মানবোধ এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি শেখাতেই মায়েদের স্কুলে ডেকে মা পুজো করা হয়। এতে বাচ্চারাও মা এবং অন্য অভিভাবকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে স্কুলের ২০৬ জন পড়ুয়ার মধ্যে ১৬১ জন এবং তাদের অভিভাবকরা উপস্থিত হয়েছিলেন।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Memo No. 638/NBDC&H dt. 28.07.2026. e-Tender are invited by the Principal, North Bengal Dental College & Hospital, Sushrutanagar, Dt- Darjeeling, Pin -734012 from the reputed contractors / agencies for outsourcing of unarmed Security Guard services (Unskilled) 2nd Call . Necessary information is also available from the office of the undersigned from 28.07.2026. Details can be downloaded from www.wbtenders.gov.in, www.wbhealth.gov.in, www.nbdch.ac.in Sd/- Principal. ICA-T13696(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Memo No. 636/NBDC&H dt. 28.07.2026 e-Tenderare invited by the Principal, North Bengal Dental College & Hospital, Sushrutanagar, Dt- Darjeeling, Pin -734012 from Reputed Food Suppliers for "Providing of Canteen Service at North Bengal Dental College & Hospital" Necessary information is also available from the office of the undersigned from 28.07.2026 Details can be downloaded from www.wbtenders.gov.in, www.wbhealth.gov.in, www.nbdch.ac.in Sd/- Principal. ICA-T13697(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
The Superintendents of District and Special Correctional Homes in West Bengal for and on behalf of the Governor of WB, invite e-tender for supply of dietary articles for the period from 01.10.2026 to 31.03.2027. Tender Inviting Notice No. will be specific for each Correctional Home. Date of documents download starts: 30.07.2026 onwards. Last date of submission of tender: on or before 20.08.2026. Full particulars may be had from the website www.wbtenders.gov.in "The ADG & IG of Correctional Services, West Bengal reserves the rights to cancel any or all the tenders without showing any reason." Sd/- Superintendent District/ Special Correctional Home, W.B. ICA-T13667(4)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PHED TENDER NOTICE
The Executive Engineer, Northern Mechanical Division, P.H.E. Dte., Siliguri on behalf of the Governor of West Bengal invited e-Tender "WBPHED/EE/ NMD/NIeT No. 07 of 2026-2027" having Tender ID: 2026_PHED_1034666_1 TO 2026_PHED_1034666_14 for "Operation and Guarding of Pumping machinery of DIFFERENT W/S SCHEME in the district of DARJEELING & JALPAIGURI under Northern Mechanical Division, P.H.E. Dte." The Tender Document collection and submission from 31.07.2026, 10.00 AM to 17.08.2026, 5.00 PM. For details visit on "https://wbtenders.gov.in" The tender is also visible at departmental website: www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, NMD, PHE Dte. ICA-T13712(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
N.I.e.T. No. 04 of EE/MLMD of 2026-27, Malda Mechanical Division, PHE Dte. Tender Id: 2026_PHED_1033191_1 to 2026_PHED_1033191_5, Executive Engineer, MLMD invites e Tender in WBF 2911 for Carrying of empty baby cylinder, replacement of suction piping arrangement and different spares at Sankarotolaghat and supply and delivery of different raw materials for Dariapur Bottling Plant in the district of Malda under MLMD, PHE Dte. Last date of Submission 10.08.2026 upto 04:30 P.M. For details visit at: www.wbtenders.gov.in. Sd/- Executive Engineer, Malda Mechanical Division, PHE Dte. ICA-T13715(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE PRINCIPAL
NORTH BENGAL DENTAL COLLEGE & HOSPITAL
SUSHRUTANAGAR, DARJEELING
e-TENDER NOTICE
Memo No. 642/NBDC&H dt. 28.07.2026
e-Tender invited by the Principal, North Bengal Dental College & Hospital, Sushrutanagar, Dist.-Darjeeling, Pin-734012 from bonafide Medical/Dental Goods Suppliers for "Supply of Consumable Dental Materials (2nd Call) at North Bengal Dental College & Hospital." Necessary information is also available from the office of the undersigned from 28.07.2026 Details can be downloaded from www.wbtenders.gov.in, www.wbhealth.gov.in, www.nbdch.ac.in Sd/- Principal. ICA-T13699(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
e-N.I.T No.- WBIW/SE/CE(N)/NIT-04(e)/2026-27
(2nd Call to e-NIT No. WBIW/SE/CE(N)/NIT-02(e)/2026-27, Sl. No. 02)
The Superintending Engineer attached to Chief Engineer (North), I & W. Dte. Green Park, Malda, on behalf of Hon'ble Governor of West Bengal, invites online tender from eligible bonafide contractors having requisite credential and turnover for 01 (one) no. Protection work with Serial No., Tender ID, Amount put to Tender, Block, District and Name of Division as stated below : 01. 2026_IWD_1034483_1, Rs. 1,92,19,345.00, Ratua-I, Malda, Malda Irrigation Division. Start date and time of submission of Technical & Financial bid (online) – 30.07.2026 at 10:00 Hrs. Last date and time of submission of Technical & Financial bid (online) –20.08.2026 upto 11:00 Hrs. The tender forms and other details can be obtained from the website www.wbiwd.gov.in /www.iwd.wb.gov.in & URL https://wbtenders.gov.in Sd/- Superintending Engineer Attached to Chief Engineer (North), I & W. Dte. Green Park, Malda. ICA-T13678(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD.e-NIQ
Online tender e-NIQ- 06 of 26-27 [ID:2026_WRDD_1034919_1 to 2], Tender Reference number- WRDD/EEAM/MLD-I/ eNIQ-06/2026-27 has been invited by the Executive Engineer(A-M), Malda-I(A-M) Division, at Madhabnagar, Mokdumpur, Malda-732103 from Bonafide agency for "Supply and delivery of i)150mm dia PVC flexible hose pipe, UPVC FTP, UPVC bend, UPVC reducer for smooth running of different state owned Major RLI Scheme under Malda-I (A-M) Sub-Division , ii)PVC coupler, 150mm dia. flexible hose pipe, solvent cement etc. materials for smooth running of different Govt. owned and operated Major RLI Scheme under Gazole (A-M) Sub-Division within Malda-I (A-M) Division under Non-Plan maintenance." Estimated amount1) Rs.3,98,891.00 for SL 01 and Rs.4,44,630.00 for SL 02 of eNIQ-06, Last date & time of Bid Submission is 10.08.2026 upto 14.00 Hrs. Other details may also be seen from the office notice board/website (https://wbtenders.gov.in). Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Executive Engineer(A-M),Malda-I(A-M) Division, Madhabnagar, Malda ICA-T13704(2)/2026

রাজা ভাতখাওয়া রেলওয়ে স্টেশনে স্থাপিত রেল কামরায় কোচ রেস্তোরাঁ পরিচালনা
আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনস্থ রাজা ভাতখাওয়া রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় স্থাপিত রেল কামরায় চুক্তির সংলগ্ন বিশেষ শর্তাবলী অনুসারে কোচ রেস্তোরাঁ পরিচালনার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং: সিএপিপিএনএফআর-আরসিআরআরভিকে২৬। একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্স ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট) : ১০-০৮-২০২৬ তারিখ ১২:০০ টায়।**

ক্রম নং	লট নম্বর/ক্যাটাগরি	দিন
এএ/১	এমএসএস-এপিডিজে-আরভিকে-আরসিআর-২৬-২৬-১ (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-রেল কোচ রেস্টুরেন্ট)	১৮২৬

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় : ১০-০৮-২০২৬ তারিখে ১২:৩০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলি বন্ধ হওয়ার ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** আগ্রহী অংশগ্রহণকারী/নিলামকারীদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিসিএম/আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. আইএমএফ-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৬০৪এ তারিখঃ ২৭-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **কাজের নামঃ** ০৩ (তিন) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙ্গাইগাঁওস্থিত সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে অবস্থার উপরে ভিত্তি করে সামগ্রীসমূহের রিফিলিং, হাইড্রলিক পরীক্ষণ, প্রতিস্থাপন সহিত অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। **টেন্ডার রাশিঃ** ১৯,৪৫,২০৭.৭৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩৮,৯০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৮-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিডব্লিউএম, ক্যারিয়েজ এণ্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"এবারটিতে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে
অকশন ক্যাটালগ
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিতমতো ই-অকশন আহ্বান করছেন : **অকশন ক্যাটালগ নং :** এসডিএএইচ-পার্সেল-৬৬। **অকশন কর্তৃপক্ষ:** সিনিয়র ডিসিএম/এসডিএএইচ। **অকশন শুরু (সকল লট) :** ১৩.০৮.২০২৬, দুপুর ১২টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময় :** ১৩.০৮.২০২৬, দুপুর ২.২০ মিনিট। **অটো এক্সটেনশন জোন :** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশনের সীমা :** ১২০ সেকেন্ড। **প্রাথমিক কুলিং অফ সময়সীমা :** ৩০ মিনিট। **ক্রমানুযায়ী লট বন্ধের ব্যবধান :** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশন :** ১০ বার। **বিবরণ :** এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস। **সিকোয়েন্স নং, লট নং/ক্যাটাগরি, ট্রিপ/দিন, বন্ধের তারিখ/সময় নিম্নরূপ :** এএ/১, ১৩১৩৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএমএইচ-২৬-২ (পার্সেল - এসএলআর), ১৫৭, ১৩.০৮.২০২৬/দুপুর ১২.৩০। এএ/২, ১৩১৪৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-আরডিপি-২৬-২ (পার্সেল - এসএলআর), ৪৬৯, ১৩.০৮.২০২৬/দুপুর ১২.৪০। এএ/৩, ১২৩৬৩-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এইচডিবি-২৬-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৪৬৯, ১৩.০৮.২০২৬/দুপুর ১২.৫০। এএ/৪, ১২৩১৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএসআর-২৬-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৩১৪, ১৩.০৮.২০২৬/দুপুর ১টা। এএ/৫, ২২২০১-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-পুরী-২৬-২ (পার্সেল - এসএলআর), ৪৭০, ১৩.০৮.২০২৬/দুপুর ১.১০। এএ/৬, ১৩১৫৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এমএফপি-২৬-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১৫৭, ১৩.০৮.২০২৬/দুপুর ১.২০। এএ/৭, ১৩১৪১-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এনওকিউ-২৬-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৯৬, ১৩.০৮.২০২৬/দুপুর ১.৩০। এএ/৮, ২২৫৮৭-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিএনআরএস-২৬-২ (পার্সেল - এসএলআর), ৪৭০, ১৩.০৮.২০২৬/দুপুর ১.৪০। এএ/৯, ১২৩৫৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএসআর-২৬-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৩১৩, ১৩.০৮.২০২৬/দুপুর ১.৫০। এএ/১০, ১২২৫৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিকেএন-২৬-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৬২৭, ১৩.০৮.২০২৬/দুপুর ২টা। এএ/১১, ১৩১৫৯-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জেবিএন-২৬-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৪৭০, ১৩.০৮.২০২৬/দুপুর ২.১০। এএ/১২, ১২৩১৯-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জিডব্লুএল-২৬-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১৫৭, ১৩.০৮.২০২৬/দুপুর ২.২০। **রেট ইউনিট :** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি প্রতিটির জন্য। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%):** প্রতিটির জন্য ০.২। **ইএমডি :** ১০টি ট্রিপের বিড মূল্য (ন্যূনতম ৫ লাখ) প্রতিটির জন্য। **প্রয়োজনীয় টার্নওভার :** শূন্য প্রতিটির জন্য। **লটের অবস্থা :** আরপি অনিষ্পাদিত প্রতিটির জন্য। (SDAH-153/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in -এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রঙ্গিয়া মণ্ডলে ওয়েলডিং পোর্শানের যোগান
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৩৪-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেন্ডার সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এই কাজের বিপরীতে ওয়েল্ডিং পোর্শানের যোগানঃ ১) নিউ বঙ্গাইগাঁও জংশন-আগিয়াঠুরী (লুপ লাইন) - টিআরআর(এস)-১৩.১০৯ টিকেএম ২) নিউ বঙ্গাইগাঁও জংশন-আগিয়াঠুরী - টিটিআর (টিডব্লিউএস + সিএমএসসি) - ২৩ সেট (১২ তে ১) ৩) এডিইএন/বরপেটা রোডের অধিক্ষেত্রের অধীনে ০৬ সেট মেইন লাইন টার্নআউটের টিটিআর (টিডব্লিউএস) -(১২ তে ১ = ০৬ টি) ৪) নিউ বঙ্গাইগাঁও জংশন-রঙ্গিয়া জংশন-আগিয়াঠুরী - টিটিআর (টিডব্লিউএস + ডব্লিউসিএমএসসি) - ২০ সেট (১২ তে ১) ৫) নিউ বঙ্গাইগাঁও জংশন-রঙ্গিয়া জংশন-আগিয়াঠুরী (এসএল) - টিএসআর (পি)-২২.০০ টিকেএম ৬) য়ার্ডের উন্নয়ন - পাটিলাদহ, বিজনী এবং চাপ্পাকাটা। ৭) য়ার্ডের উন্নয়ন - চাংসারি, বাইহাটা, কেন্দুকোনা, রঙ্গিয়া, ঘগ্রাপার এবং নলবাড়ি। ৮) য়ার্ডের উন্নতকরণ - কৈঠালকুছি, টিহু, পাঠশালা, সরুপেটা, বরপেটা রোড এবং সরভোগ। **টেন্ডার রাশিঃ** ৯৩,৯৭,৬২১.৮৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৯৮,০০০/-টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৭-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
টোকাঃ টেন্ডারের যেকোনো শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের জন্যে জমা করার পূর্বে অনুগ্রহ করে মূল টেন্ডার নোটিসে উল্লেখ করা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের নেট/ সংবাদপত্র/সংশোধনী পরীক্ষা করুন।
ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"এবারটিতে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2026_WBPWD_5017503_1. Bid Submission end Date: 17.08.2026 (upto 14:00 Hrs.). For details please follow the website: www.tenders.wb.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division ICA-T13717(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
Assistant Engineer, Gangarampur Sub-Division, P.W.Dte. is inviting Notice e-Tender no. WBPWD/ AE/ GMPSD/NIeT-05/2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5017512_1. Last date of Bid submission on 10.08.2026. up to 12.00 PM. Intending bidders are requested to visit the website : https://wbtender.gov.in and this office notice board. Sd/-Assistant Engineer (P.W.Dte.), Gangarampur Sub – Division, Dakshin Dinajpur. ICA-T13731(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum against e-Quotation
e-Quotaion no. WBPWD/EE/DDD/NIeQ-03/2026-27 has been extended. Last Date of Bid Submission 03-08-2026 upto 14:00 Hrs. All details along with Corrigenda can be seen/obtained from the websites https://tenders.wb.gov.in and office notice board. Tender ID: 2026_WBPWD_5016637_1. Sd/- Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Division, P.W.Dte. ICA-T13756(1)/2026

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে পে এন্ড ইউজ শৌচাগারের জন্য ই-নিলাম
আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের কোচবিহার, গোসাইগাঁও, নিউ ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, নিউ কোচবিহার, ধুবড়ী এবং কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনে পে এন্ড ইউজ শৌচাগারের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-এপি-পিএনইউ-০২-২০২৬। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট) : ১৩-০৮-২০২৬ তারিখ ১১:৩০ টায়; একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্স ফি; **দিন:** ১০৯৬।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এপিডিজে-সিওবি-টিওআই-১২-২২-১ (পে এন্ড ইউজ - টয়লেটস)	কোচবিহার স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মের পে এন্ড ইউজ শৌচাগার।
এএ/২	পিএনইউ-এপিডিজে-জিওজিএইচ-টিওআই-৮-২২-১ (পে এন্ড ইউজ - টয়লেটস)	গোসাইগাঁও হাট স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মের পে এন্ড ইউজ শৌচাগার।
এএ/৩	পিএনইউ-এপিডিজে-এনএমএক্স-টিওআই-৪৮-২২-১ (পে এন্ড ইউজ - টয়লেটস)	নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মের পে এন্ড ইউজ শৌচাগার।
এএ/৪	পিএনইউ-এপিডিজে-ডিকিউজি-টিওআই-৬-২৫-১ (পে এন্ড ইউজ - টয়লেটস)	ধূপগুড়ি স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মের পে এন্ড ইউজ শৌচাগার।
এএ/৫	পিএনইউ-এপিডিজে-এনসিবি-টিওআই-৫০-২৫-১ (পে এন্ড ইউজ - টয়লেটস)	নিউ কোচবিহার স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মে বিএসএফ আরটিও অফিসের কাছে ওয়েটিং রুমের (মহিলা ও পুরুষ) ভেতরের পে এন্ড ইউজ শৌচাগার।
এএ/৬	পিএনইউ-এপিডিজে-ডিবিবি-টিওআই-১৮-২৬-১ (পে এন্ড ইউজ - টয়লেটস)	ধুবড়ী স্টেশনের পে এন্ড ইউজ শৌচাগার।
এএ/৭	পিএনইউ-এপিডিজে-কেএএমজি-টিওআই-৯-২২-১ (পে এন্ড ইউজ - টয়লেটস)	কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মের পে এন্ড ইউজ শৌচাগার।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় : ১৩-০৮-২০২৬ তারিখে ১৩:০০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলো বন্ধের সময়ের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** আগ্রহী অংশগ্রহণকারী/দরদাতাদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এর 'ই-অকশন মডিউল' দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
The Superintendents of Subsidiary Correctional Homes in West Bengal for and on behalf of the Governor of WB, invite e-tender for supply of dietary articles for the period from 01.10.2026 to 31.03.2027. Tender Inviting Notice No. will be specific for each Correctional Home. Date of documents download starts : 30.07.2026 onwards. Last date of submission of tender : on or before 20.08.2026. Full particulars may be had from the website www.wbtenders.gov.in "The ADG & IG of Correctional Services, West Bengal reserves the rights to cancel any or all the tenders without showing any reason." Sd/- Superintendent of Subsidiary Correctional Home, W.B. ICA-T13666(4)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Gazole Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate, invites online e-NIQ for the work of "Conducting of Topographical survey, traffic census for a continuous period of 7 days (7 x 24 hrs) with axle load survey and FWD Test, in connection with the Strengthening work of (i) Mirzapur-Banshihari road (SH-10) from ch. 0.00km to 8.00km & from 14.60 km to 22.09 km. " of e-NIQ No.- 01/2026-27/AE/ GHSD/ PW(R)D Tender ID: 2026_SH_5017544_1. Last date & Time of Dropping of Bid Doc. 05.08.2026 up to 2:00 PM, Time of Opening of the Bid Doc. 07.08.2026 at 02:30 PM (online). Details of e-N.I.Q and Bid documents may be downloaded from www.pwdwb.in Sd/- AE, GHSD, PWRD,. ICA-T13753(1)/2026

Tender Notice
E-NIT No-01 (e)/CHL-II/B/ BEUP/2026-2027, Dated-24/07 /2026, Online for e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Website **www. wbtender.gov.in** Details may be seen in the office during hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda in all working days & in website **www.wbtender.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-II Development Block, Malatipur, Malda

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD QUOTATION NOTICE
EE,PWD,APD Division invites online e-tender & e-quotation for the work of "Supplying, fitting, and fixing of heavy-duty ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Speed Breakers (Modular Type) from Rajabhatkhawa check post to Sanatalabari under Alipurduar Division, PWD, in the District of Alipurduar" e-NIEQ no. 25 of 2026-27 of EE/PWD/APDD (2nd Call) ID:- 2026_WBPWD_5017476_1. Bid submission start date (online) 01.08.2026 from 02.00 P.M. Bid submission closing date (online) 08.08.2026 from 02.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website and Office Notice Board. Details of e-NIQ along with Tender documents may be downloaded from http://wbtender.gov.in Sd/- EE, PWD, Alipurduar Division. ICA-T13726(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD.e-NIT & e-NIQ
Online tender e-NIT- 03 and e-NIQ- 05 of 26-27[ID:2026_WRDD_1034716_1 to 2 and ID:2026_WRDD_1034764_1 to 3],Tender Reference number- WRDD/EEAM/MLD-I/eNIT-03/2026-27and WRDD/EEAM/MLD-I/eNIQ-05/2026-27 has been invited by the Executive Engineer(A-M), Malda-I(A-M) Division, at Madhabnagar, Mokdumpur, Malda- 732103 from Bonafide agency for" 1) Repairing of Twin Hull Type Steel Barge at PurbabilAhora-II and Kismat Sultanpur-II Govt. owned and operated Major RLI Scheme at Gazole Block under Gazole (A-M) Sub-Division. 2) Supply and delivery of i) 20 HP 3-phase electromagnetic Star-Delta motor pump Controller for smooth running of state owned and operated electrified Major RLI Schemes under Malda-I (A-M) Sub-Division, ii) deep groove bearing, CI Tail piece, Hose clamp, Anchor, Nut and blot etc. materials for smooth running of different state owned and operated major RLI Scheme under Gazole (A-M) Sub-Division, iii) switch fuse unit for smooth running of different state owned and operated electrified major RLI Schemes under Malda-I (A-M) Sub-Division within Malda-I (A-M) Division under Non-Plan maintenance." Estimated amount 1) Rs.3,81,767.00 for SL. 01 & Rs.4,13,658.00 for Sl. 02 of eNIT-02, 2) Rs.2,47,000.00for SL 01, Rs.2,44,855.00 for SL 02 and Rs.2,82,750.00 for SL 03 of e-NIQ- 05 Last date & time of Bid Submission is 07.08.2026 upto 16.00 Hrs. Other details may also be seen from the office notice board/website (https://wbtenders.gov.in). Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Executive Engineer(A-M), Malda-I(A-M) Division, Madhabnagar, Malda ICA-T13673(3)/2026

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE
N.I.T. Memo No. 051/VB-G RAM G, Sl No-01 to 05, Dated-28.07.2026, invited by the B.D.O Kaliachak-III Dev Block from Bonafide bidder. Last date of application on 04.08.2026 upto 6:00 pm. Details are available in the office notice board.
Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak-III Dev. Block

অ্যাফিডেভিট

আমি Md Ekramul Hoque, পিতা Md Ilias Ali, গ্রাম- রাজাপুর, মালদা। আমার মাধ্যমিকের নথিতে পিতার নাম ভুলবশত 'Id Ilias Ali' লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রকৃত নাম 'Md Ilias Ali,' 'Id Ilias Ali' ও 'Md Ilias Ali' একই ব্যক্তি মর্মে 09.04. 2026 তারিখে চাঁচল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হলফনামা (Affidavit) সম্পাদন করিলাম। (C/123064)

•

I, Selima Ajad, DOB-01-01.1985 W/o Sariful Islam rank PNR GS-183045L residing at Vill+ P.O.-Barnes, P.S.- Maynaguri, Dist- Jalpaiguri have corrected my DOB-21.07.1982 to 01.01.1985 before Hon 1st class Magistrate of Jalpaiguri vide affidavit No. 41AA 786328 dated 04.07.2026. (B/S)

•

I, Naveen Sharma, Son of Late Purushottam Sharma, residing at M.G. Road, Jaigaon, District Alipurduar, do hereby declare that due to a mistake my name has been mentioned as 'Navin Kumar' and 'Navin Kumar Sharma' in various documents. My correct and actual name is Naveen Sharma. I shall be known by the name 'Naveen Sharma' for all future purposes by affidavit form the E.M. Court, Alipurduar on 28/7/2026. (C/123074)

•

আমি Sambhu Ray, S/o- Late Matindra Nath Ray, গ্রাম+পোস্ট- সুখধানেরকুঠি, থানা- পুন্ডিবাড়ি জেলা- কোচবিহার, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে (DL No. WB64/42670) আমার নাম (Sambhu Roy) এবং আমার বাবার নাম (Matindra Nath Roy) ভুল থাকায় গত 27-07-2026 তারিখে কোচবিহার সদর নোটারি পাবলিক অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Sambhu Roy থেকে Sambhu Ray এবং বাবার নাম Matindra Nath Roy থেকে Matindra Nath Ray করা হইল। যাহা উভয় ব্যক্তি এক ও অভিন্ন। (C/123075)

অ্যাফিডেভিট

আমি Manik Mandal, S/o- Nandan Mandal আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার (No-B- 2020, 19-900030-001467) Dt- 28/01/2020 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 10/07/26 এ প্রথম শ্রেণী J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার মেয়ের নাম Monalisha Mandal থেকে Monalisha Mandal করা হলো যা উভয় একই ব্যক্তি। (C/123072

•

আমি Mampi Sarma Sarkar, স্বামী Anil Kumar Sarma, Pandapara, Bowbazar, Jalpaiguri, Word no 13, P.S- Kotwali, District- Jalpaiguri. আমার ছেলে Angshuman Sarma-র Birth Certificate-এ (Registration No 837 Dated- 30/03/2013) স্বামীর নাম ভুল থাকার জন্য জলপাইগুড়ি 1st class Magistrate কোর্টে 15/06/2026 তারিখে Affidavit করে Anil Kr. Sarma থেকে Anil Kumar Sarma করা হল। Anil Kr. Sarma ও Anil Kumar Sarma একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হল। (C/123079)

•

আমি Bidyut Mallick, পিতা: Dhananjay Mallick, গ্রাম + পোঃ + থানা ঃ কুমারগ্রামদুয়ার, জেলা ঃ আলিপুরদুয়ার। আমার সঠিক surname/ পদবী Mallick, যা আমার আধার ও জন্ম শংসাপত্রে উল্লেখ আছে। কিন্তু আমার মাধ্যমিকের এডমিট, মার্কশিট, রেজিস্ট্রেশন ও মাধ্যমিক পাস সার্টিফিকেটে ভুলবশত আমার পদবী Mallik উল্লেখ থাকায় 22.07.2026 তারিখে আলিপুরদুয়ার EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার পদবী সংশোধন করে Mallik থেকে Mallick করা হল। Bidyut Mallick ও Bidyut Mallik একই ব্যক্তি। (C/ 122088)

•

আমি Mampi Sarma Sarkar, স্বামী Anil Kumar Sarma, Pandapara, Bowbazar, Jalpaiguri, Word no 13, P.S- Kotwali, District- Jalpaiguri. আমার ছেলে Angshuman Sarma-র Birth Certificate-এ (Registration No 837 Dated- 30/03/2013) আমার নাম ভুল থাকার জন্য জলপাইগুড়ি 1st class Magistrate কোর্টে 15/06/2026 তারিখে Affidavit করে Mampi Sarma থেকে Mampi Sarma Sarkar করা হল। Mampi Sarma ও Mampi Sarma Sarkar একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। (C/123079)

কিডনি চাই

O+ কিডনি অত্যন্ত জরুরি। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি ইচ্ছুক হলে যথাযথ তথ্যাদি ও অভিভাবক সহ সত্বর যোগাযোগ করুন। কোচবিহার। M : 7384088014 / 9832451061. (C/122621)

বিক্রয়

শিলিগুড়ি দক্ষিণ শান্তিনগর ০১ কাঠা জমির উপর বাড়ি বিক্রয়। 25 Lakh, দালাল নিষ্প্রয়োজন। M : 8670299781. (C/123067)

ক্রয়

নিউ টাউন কলকাতায় HIDCO alloted প্লট কিনতে চাই। কল করুন 9433247652. (K)

LL.B ভর্তি

Uttarayan College of Law, Madhupur, Coochbehar এ LL.B কোর্সে সীমিত আসন ফাঁকা আছে। যোগ্যতা-B.A / B.Com / B.Sc. যোগাযোগ- 9593678888. (C/A)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB73 2014 0229313 আমার নাম Mina Debi Limbu হয়ে আছে। গত 20/07/2026 Notary (Govt. of India) Siliguri অ্যাফিডেভিট দ্বারা Meena Devi Limbu হইলাম। (C/123078)

•

I, Selima Ajad, DOB-01-01.1985 W/o Sariful Islam rank PNR GS-183045L residing at Vill+ P.O.- Barnes, P.S. Maynaguri, Dist Jalpaiguri that 'Salima Azad' and 'Selima Ajad' both name refer to the same person before Hon 1st class Magistrate of Jalpaiguri vide affidavit No. 41AA 762918 Dated 06.04.2026. (B/S)

•

I, Koushalya Debi Swami, W/o Om Prakash Swami, R/o P.O. & P.S. Jaigaon, Dt. Alipurduar. My actual name is Koushalya Debi Swami, as recorded in my Aadhaar & Pan Card. That in my Voter Card, my name has been recorded as Kashilya Devi Swami. Before the E.M. at Alipurduar Affidavit No. 18721/26 dt. 28/07/26, it is hereby declared that Koushalya Debi Swami and Kashilya Devi Swami are one and same identical person. (C/123073)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৬২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২১৯৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২০০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ কিশমিশ, দুপুর ১২.৪৫ খেলাঘর, বিকেল ৪.১৫ দেবী, সন্ধে ৭.৪৫ দুরন্ত প্রেম, রাত ১০.৪৫ ওয়ান্টার

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ খোকাবাবু, দুপুর ১.৩০ বিধিলিপি, বিকেল ৪.৩০ কর্তব্য, রাত ৮.০০ মহান, ১১.০০ সবুজ সাথী

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ আমার শপথ, বেলা ১১.৩০ অঞ্জলি, দুপুর ২.০০ সুখ দুঃখের সংসার, বিকেল ৫.০০ শত্রু মিত্র, রাত ৮.০০ লোফার, ১১.০০ কলঙ্কিনী বধূ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঘর সংসার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম প্রতিজ্ঞা

স্টার গোল্ড : দুপুর ১.৪৫ হম কিসিসে কম নেহি, রাত ৮.০৫ অর্জুন, ১০.৪৫ ওএমজি-ওহ মাই গড

জি সিনেমা : বেলা ১১.০০ উরি-দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, দুপুর ২.০০ লয়লা মজনু, বিকেল ৫.০০ আর্টিকেল ফিফটিন, রাত ৮.০০ স্কন্দ, ১১.০০ উড়তা পঞ্জাব

কুশল পাল এবং সোহিনী সাহার গান শুনুন গুডমর্নিং আকাশ অনুষ্ঠানে সকাল ৭.০০ আকাশ আট

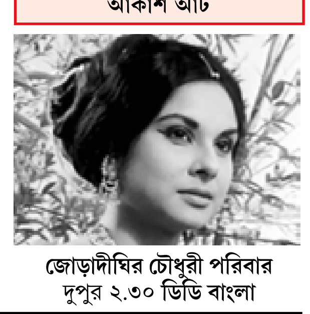

জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

খেলাঘর দুপুর ১২.৪৫ জলসা মুভিজ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের স্বপ্ন পূরণ হবে। কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুরা আপনার বুদ্ধিমত্তার কাছে পরাজিত হবে। বৃষ : নিকট কোনও আত্মীয়ের কারণে বাড়ির পরিবেশ অশান্ত হতে পারে। আজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেলে রাখা কাজ শেষ করে ফেলুন। মিথুন : অলসতার কারণে বহুজাতিক কোম্পানির চাকরির সুযোগ হারাতে হতে পারে। প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্তদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। কর্কট : উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবিটিক রোগীরা একটু সাবধানে থাকবেন। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। সিংহ : শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা আশানুরূপ সাফল্য পাবেন। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পারিবারিক ঝামেলার অবসান। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কন্যা : পারিবারিক ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবেন না। বাড়ি নির্মাণে ঋণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। তুলা : জটিল পরিস্থিতিতে বুদ্ধির কৌশলে কোনও কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। বৃশ্চিক : বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্নপূরণের দিন আজ। কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কেটে যাবে। ধনু : অজানা, অচেনা কোনও ব্যক্তির সঙ্গে টাকাপয়সার লেনদেন করবেন না। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের সূত্রে চাকরি পেতে পারেন। মকর : স্ত্রীর বুদ্ধির কৌশলে ব্যবসায় বাজিমাত করতে সক্ষম হবেন। সম্পত্তি কেনাবেচা নিয়ে আইনি সাফল্য নিতে হতে পারে। কুম্ভ : পারিবারিক কোনও সমস্যার কারণে বাড়ি পরিবর্তন করতে হতে পারে। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। মীন : সামান্য ভুলে বহুজাতিক কোম্পানির চাকরির সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। ব্যবসায় আয়-ব্যয়ের হিসেব নিয়ে বাবার সঙ্গে মতবিরোধ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৩ শ্রাবণ ১৪৩৩, ভাঃ ৮ শ্রাবণ, ৩০ জুলাই ২০২৬, ১৩ শাওন, সংবৎ ১ শ্রাবণ বদি, ১৫ শফর। সূঃ উঃ ৫।৯, অঃ ৬।১৮। বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ রাত্রি ৮।৫০। শ্রবণানক্ষত্র সন্ধ্যা ৬।১০। আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ১।২৫। বালবকরণ দিবা ৮।১৬ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৮।৫০ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, সন্ধ্যা ৬।১০ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে-দোষ নাই, রাত্রি ৮।৫০ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ৮।৫০ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৩।১ গতে ৬।১৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৪ গতে ১।৫ মধ্যে। যাত্রা -মধ্যম পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৩।১ গতে যাত্রা নাই, সন্ধ্যা ৬।১৮ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম পূর্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৮।৫০ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- গর্ভাধান, দিবা ৩।১ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবাহ- রাত্রি ৮।৫৩ গতে ১১।৪৪ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ১।৫ গতে ২।৩ মধ্যে মীন মেষ ও বৃষলগ্নে পুনঃ শেষরাত্রি ৪।১৬ গতে ৫।১০ মধ্যে কর্কটলগ্নে সুতহিবুকযোগে যজুর্বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।০ মধ্যে ১০।২৩ গতে ১২।৫৫ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪৭ গতে ৩।৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রেগুলেটেড মার্কেট হোক কিংবা অন্য বাজার- শহরের সর্বত্রই চোখে পড়ে থার্মোকলের জঞ্জাল। এতে অবরুদ্ধ হচ্ছে নালা, ছড়াচ্ছে দূষণ। সমস্যা থেকে বাঁচতে থার্মোকল প্রসেসিং ইউনিটের পরিকল্পনা ছিল গত পুর বোর্ডের। আপাতত সেখানে প্রশাসক। এদিকে, বিশবাঁও জলে প্রকল্প। আদৌ কি তা বাস্তবের মুখ দেখবে?

কবে থার্মোকল প্রসেসিং ইউনিট?

ফাইলবন্দি উত্তর

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : থার্মোকল শিলিগুড়ি শহরের অন্যতম একটি সমস্যা। তৃণমূল জমানায় চূড়ান্ত হয়েছিল, থার্মোকল পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে থার্মোকল প্রসেসিং ইউনিট গড়ে তোলা হবে। তৎকালীন মেয়র গৌতম দেব উদ্যোগ নিলেও বর্তমান সময়ে তা নিয়ে আর কোনও পদক্ষেপ নজরে আসছে না। পুর কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করছে, প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শীঘ্রই ডিপিআর তৈরি করা হবে। আদৌ কি থার্মোকল প্রসেসিং ইউনিট বাস্তবের রূপ পাবে? নাকি তা লাল ফিতের ফাঁসে আটকে থেকে যাবে? পুর কমিশনার বীরবিক্রম রাই বলছেন, 'বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।'

পুরনিগম সূত্রে খবর, রেগুলেটেড মার্কেটে যেখানে-সেখানে পড়ে থাকতে যায় থার্মোকল। একই ছবি শহরের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা মাছ বাজারগুলিতেও। থার্মোকলের একাংশ গিয়ে পড়ছে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে। আবার একটা বড় অংশ পড়ে থাকছে নদীনালায়। এতে দূষণ তো ছড়াচ্ছেই, বর্ষায় নালা অবরুদ্ধ হয়ে নিকাশি ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ার মুখে। পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে প্রায় এক বছর আগে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুর বোর্ড থার্মোকল প্রসেসিং ইউনিট গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রাথমিকভাবে জমি চিহ্নিত করা হয়েছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কয়েক দফায় বসেছিল বৈঠক। পুরনিগমের তরফে এক প্রতিনিধিদল কলকাতায় গিয়েছিল থার্মোকল প্রসেসিং ইউনিট গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক ধারণা রপ্ত করতে। সেখান থেকে ফিরে প্রতিনিধিদল পুরনিগমের তৎকালীন মেয়রের গৌতম দেবের উপস্থিতিতে পদ্ধতি ও পরিকাঠামোগত বিষয়গুলি তুলে ধরে। তবে এতকিছু হলেও তৃণমূল জমানায় এনিয়ে রাজ্যের কাছে কোনও ডিপিআর (ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট) পাঠানো হয়নি। অন্যদিকে, প্রশাসক পরিচালিত পুর বোর্ড এক মাস পার করলেও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোনও পদক্ষেপ করতে পারেনি। যদিও বিজেপি নেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'ওই সময় শুধু প্রেজেন্টেশনই হত, বাস্তবায়ন হত না। তবে এবার ওই প্রকল্পের বাস্তবায়ন হবে।'

> **ওরা তো ভাঙা নিয়ে ব্যস্ত। আগে ভাঙুক, তারপর গড়ার কাজ করুক। আগে তো ঠিক করতে হবে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমরা নির্দিষ্ট প্রকল্পের কাজ অনেকটাই এগিয়ে দিয়ে এসেছিলাম।**
> **গৌতম দেব** প্রাক্তন মেয়র

কী পরিকল্পনা? শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবহৃত থার্মোকল সংগ্রহ করে প্রসেসিং ইউনিটে নিয়ে ট্রিটেড স্টাইরোফোম তৈরি করা সম্ভব। যা গৃহসজ্জার উপকরণ তৈরিতে কাজে লাগানো যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ট্রিটেড স্টাইরোফোম বিক্রি করে পুরনিগম নিজস্ব তহবিল আরও মজবুত করে তুলতে পারত। যদিও সবটাই অবশ্য এখন বিশবাঁও জলে। প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'ওরা তো ভাঙা নিয়ে ব্যস্ত। আগে ভাঙুক, তারপর গড়ার কাজ করুক। আগে তো ঠিক করতে হবে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমরা নির্দিষ্ট প্রকল্পের কাজ অনেকটাই এগিয়ে দিয়ে এসেছিলাম।' অন্যদিকে, দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সুবীন ভৌমিক বলেন, 'কাকস্য পরিবেদনা। আমরা শুরু থেকেই বলে আসছিলাম শিলিগুড়িতে পরিকল্পনামাফিক কোনও উন্নয়ন হচ্ছে না। এক মাস পার হলেও প্রশাসক পরিচালিত বোর্ড এনিয়ে কোনও উদ্যোগ নিতে পারেনি। এটা উদাসীনতার চূড়ান্ত উদাহরণ।' সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দিলীপ সিং বলছেন, 'দূষণ রোধে এনিয়ে শুরুতেই পদক্ষেপ করা প্রয়োজন ছিল। তবে অভিজ্ঞতা ও সদিচ্ছার অভাবই শুধু নজরে আসছে।'

নিকাশিনালায় পড়ে থার্মোকল। শিলিগুড়িতে।

মাছের আড়তের পাশে জঞ্জাল

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে থার্মোকলের বাক্সের ভাঙা অংশ। এমনকি থার্মোকলের অংশবিশেষ জমে রয়েছে নিকাশিনালায়। ছবিটি রেগুলেটেড মার্কেটের মাছের আড়তের। এই আড়তের পেছনে তাকালে চোখে পড়ে চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে থার্মোকলের বাক্স। মাছের আড়তের দু'পাশে থাকা বড় নিকাশিনালাগুলি এই থার্মোকলের জন্য প্রায় বুজে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বৃষ্টি হলে এলাকায় জল জমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানান আড়তদাররা। এছাড়া থার্মোকলের বাক্সের ভাঙা অংশে বৃষ্টির জল জমে ডেঙ্গির মতো মশাবাহিত রোগ ছড়ানোর আশঙ্কাও রয়েছে। এমন পরিবেশের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করছেন মাছের আড়তদাররা।

আড়তদারদের একাংশের অভিযোগ, রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির তরফে থার্মোকলগুলি পরিষ্কার করার বিষয়ে কোনও উদ্যোগ না নেওয়ায় এই পরিস্থিতি হয়েছে। ফিশ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সম্পাদক বাপি চৌধুরীর কথায়, 'পুরনিগম এখন কোনওমতে চলছে। এর মধ্যে রেগুলেটেড মার্কেট কমিটিতে নতুন সেক্রেটারি এসেছেন। বর্তমানে রেগুলেটেড মার্কেট কমিটিতে সেরকম কর্মীও নেই। ফলে এসব বিষয়ে নজরদারিতে যে ঘাটতি রয়েছে, তা স্পষ্ট।'

যদিও অনেকের মতে, রেগুলেটেড মার্কেটের মাছের আড়তের একপাশে করা থার্মোকল প্রক্রিয়াকরণের মেশিন এভাবে চারদিকে থার্মোকলের স্তূপ জমে থাকার একটা কারণ। রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মেশিন বেশ কিছুদিন ধরে খারাপ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মার্কেট কমিটির এক কর্তার কথায়, 'ইতিমধ্যে আমরা ওই মেশিন মেরামত করার জন্য পুরনিগমে চিঠি দিয়েছি। আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি ওই মেশিন ঠিক করে দেওয়া হবে। তাহলে থার্মোকল জমে থাকার সমস্যা অনেকটা কমবে।'

নিকাশিনালার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন মাছের আড়তে কাজ করা এক কর্মী। প্রশ্ন করতেই একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে হরেন সিং বললেন, 'থার্মোকলের বাক্সগুলি ফেলার আর কোনও জায়গা নেই। তাই যে যেখানে পারে ফেলে দেয়। এর জন্য আড়তের চারপাশের এই পরিস্থিতি হয়েছে।'

অন্যদিকে, এমন পরিস্থিতি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিদিন আড়তে আসা ক্রেতারা। নন্দ দাস নামের এক ক্রেতার কথায়, 'অধিকাংশ ভাঙা থার্মোকলের বাক্সের মধ্যে জল জমে রয়েছে। তাই মাঝে মাঝে ভয় হয়, এই জমা জল থেকে এলাকায় রোগভোগ ছড়িয়ে যেতে পারে। আশা রাখব প্রশাসন এদিকে নজর দেবে এবং পদক্ষেপ করবে।'

'পদত্যাগ না করলে ছালবাকলা তুলব'

সৈকতকে বেনজির আক্রমণ বাপির

সৌরভ দেব ও অনীক চৌধুরী

- জলপাইগুড়ি পুরসভায় বিজেপির বেলাগাম বিক্ষোভ, তোপের মুখে চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়
- 'অসভ্যতা করলে ছালবাকলা তুলে নেব', বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপির হুংকার
- দুর্নীতির অভিযোগ উড়িয়ে সময়ে উত্তর দেওয়ার পালটা চ্যালেঞ্জ কোণঠাসা চেয়ারম্যানের

জলপাইগুড়ি, ২৯ জুলাই : চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে বুধবার জলপাইগুড়ি পুরসভায় বিজেপি বিক্ষোভ দেখাল। চেয়ারম্যান সহ তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীকে বলতে শোনা যায়, 'পদত্যাগ করে পুরসভা ছেড়ে চলে যান, নইলে ছালবাকলা তুলে দেওয়া হবে।' বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচিতে এদিন কার্যত সরগরম হয়ে ওঠে পুরসভা চত্বর। বিজেপির পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি থাকলেও এদিন পুরসভায় দেখা যায়নি সৈকতকে। ছিলেন না ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ মাহাতো সহ তৃণমূলের কোনও কাউন্সিলার। এমনকি পুরসভার অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাপস দত্ত এবং কার্যনির্বাহী আধিকারিক দেবদুলাল পাত্রও এদিন পুরসভায় ছিলেন না।

বাপি বলেন, '২০২২ সালের পুর নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে। এই পুরসভায় ছাপ্পা ভোটের বোর্ড চলছে।' সৈকতকে কার্যত নিশানা করে বাপিকে বলতে শোনা যায়, 'পরিবারের সদস্যরা আপনার জন্য অপমানিত হোক আমরা সেটা চাই না। আপনার স্ত্রীকে কেউ চোর চেয়ারম্যানের স্ত্রী বলবেন সেটা কারও শুনতে ভালো লাগবে না। তাই আপনি এবং আপনার দলের কাউন্সিলারদের বলছি সময় থাকতে চেয়ার এবং পদ ছেড়ে মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে বাড়ি চলে যান। বিজেপি ভদ্রভাবে বলছে বলে ভাববেন না, এটা আমাদের দুর্বলতা। অসভ্যতা করলে এবার ছালবাকলা তুলে নেব।' বিক্ষোভ কর্মসূচির পর কর্মীদের একাংশ অফিসের ভিতরে ঢুকে সৈকতের চেম্বারের দরজায় ধাক্কাধাক্কি করেন বলে অভিযোগ। পাশাপাশি কর্মীদের কড়া বার্তা দিয়ে বিজেপি নেতাদের বলতে শোনা যায়, কোনও মানুষ যদি আমাদের পার্টি অফিসে গিয়ে অভিযোগ করে পুর পরিষেবা নিয়ে তাহলে কিন্তু বিষয়টি ভালো হবে না। বিজেপির পদত্যাগের দাবি নিয়ে সৈকত অবশ্য পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, 'আমি বাইরে ছিলাম। ওঁরা দাবি করতেই পারেন। সময় কথা বলবে। কোনও দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারবে না। এক টাকাও কোথাও দুর্নীতি হয়নি।'

একদিকে বিজেপি চেয়ারম্যানের পদত্যাগ দাবি করে এদিন বিক্ষোভ দেখাল। অন্যদিকে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে একজোট হচ্ছেন মমতাপন্থী তৃণমূলের একাংশ কাউন্সিলার। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে কার্যত ঘরে বাইরে চাপের মুখে সৈকত।

এদিন বিজেপির মণ্ডল-১ এবং ২'এর উদ্যোগে চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবিতে পুরসভা অভিযান হয়। শহরের সমাজপাড়া মোড় থেকে বিজেপির কার্যকর্তারা সৈকতের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে মিছিল করে পুরসভায় যান। পুরসভার গেটে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের আটকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বিজেপি কর্মীরা পুলিশের দেওয়া গার্ডরেল সরিয়ে পুরসভার চত্বরে ঢুকে পড়েন। এরপর প্রায় দুই ঘণ্টা পুর ভবনের বাইরে বিক্ষোভ চলে। বিজেপির মণ্ডল-১'এর সভাপতি মনোজ শা সৈকতকে দুর্নীতিবাজ এবং ছাপ্পা ভোটের চেয়ারম্যান সম্বোধন করে বলেন, 'আপনার জন্য আজ জলপাইগুড়ি শহরের প্রবীণ নাগরিকরা বার্ধক্য ভাতা থেকে বঞ্চিত। গরিব মানুষদের পরিবর্তে আপনি নিজের পছন্দের ধনী ব্যক্তিদের আবাস যোজনার ঘর দিয়েছেন। আপনি চেয়ার ছেড়ে দিয়ে চলে যান নইলে টেনে নামিয়ে দেব।'

ফ্ল্যাট সিল

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : পনেরো বছর ধরে কর না দেওয়ার অভিযোগে এক ব্যবসায়ীর তিনটি ফ্ল্যাট সিল করল ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট। সূত্রের খবর, সেবক রোড সংলগ্ন প্রধানপাড়ায় একটি জমিতে নিজের কোম্পানি খুলেছিলেন সতীশ গোয়েল নামে ওই ব্যবসায়ী। পরবর্তীতে ব্যবসায়ী কর দেওয়া বন্ধ করে দেন। যা নিয়ে এর আগে বিভিন্ন সময় ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের তরফে তাঁকে নোটিশ করা হয়েছিল। কয়েক বছর আগে জমিটি এক প্রোমোটারকে বিক্রি করে দেন ওই ব্যবসায়ী। এরপর সেখানে প্রোমোটার আবাসন তৈরির পর তিনটি ফ্ল্যাট সতীশের নামে করে দেওয়া হয়। ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের ট্যাক্স রিকভারি উইং সূত্রের খবর, বুধবার দুপুরে তিনটি ফ্ল্যাট সিল করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করের টাকা না দেওয়া হলে তিনটি ফ্ল্যাটই বাজেয়াপ্ত করা হবে।

দুষ্কর্ম ঠেকাতে পুলিশের পোস্টার

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : উত্তরায়ণে একের পর এক চুরির ঘটনায় ধরা পড়া দুই মূল অভিযুক্ত জামিনে মুক্তি পেয়েছে। যদি তারা আবার কোনও কুকীর্তি করে, সেই আশঙ্কায় স্থানীয়দের সচেতন করতে এবার নতুন কৌশল নিল মাটিগাড়া থানা। সরাসরি এলাকাবাসীকেই অপরাধ প্রতিরোধে শামিল করতে চাইছে পুলিশ। সেই লক্ষ্যেই ওই দুই অভিযুক্তের ছবি, পরিচয় এবং সতর্কবার্তা সহ পোস্টার তৈরি করে উত্তরায়ণের বাসিন্দাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া শুরু হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও প্রচার চলছে। পুলিশের দাবি, অপরাধ ঘটার পরে নয়, অপরাধের আগেই বাসিন্দাদের সতর্ক করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

মাটিগাড়া থানার তৈরি পোস্টারে লেখা রয়েছে, 'আপনার এলাকায় আইনবিরুদ্ধ কাজ হতে পারে। যার মধ্যে চুরি রয়েছে। আপনাদের সচেতনতা ও সহযোগিতায় আমাদের অপরাধ হওয়ার আগেই ব্যবস্থা নিতে সহযোগিতা করবে।' পাশাপাশি ৮৯২৭০-০৬৩৬৮ নম্বরও দেওয়া হয়েছে, যাতে সন্দেহজনক কিছু নজরে এলে বাসিন্দারা দ্রুত থানাকে জানাতে পারেন।

পুলিশ সূত্রের খবর, এই উদ্যোগ শুধু উত্তরায়ণে সীমাবদ্ধ থাকবে না। মাটিগাড়া থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় অপরাধের ধরন অনুযায়ী একই ধরনের সচেতনতামূলক প্রচার চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। পুরোনো মামলার বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, অনেক অপরাধী নির্দিষ্ট এলাকা বেছে বারবার একই ধরনের অপরাধ ঘটায়। সেই অপরাধীদের চিহ্নিত করে এই কৌশল নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগ কতটা ফলপ্রসূ হতে পারে? পুলিশের একাংশের মতে, অপরাধ দমনে শুধু পুলিশের নজরদারি যথেষ্ট নয়। স্থানীয় মানুষ যদি সন্দেহজনক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে দ্রুত খবর দেন, তাহলে অনেক অপরাধ আগেই রোখা সম্ভব। একই সঙ্গে অভিযুক্তদেরও এলাকায় অবাধে ঘোরাফেরা করার ক্ষেত্রে একটি মানসিক চাপ তৈরি হবে।

আইনজীবী সোমরাজ পাল বলেন, 'এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমেই ক্রাইম অ্যান্ড ক্রিমিন্যাল ট্র্যাকিং নেটওয়ার্ক সিস্টেম (সিসিটিএনএস) গড়ে তোলা যাবে। রাজস্থান সহ কয়েকটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এ ধরনের তথ্যভাণ্ডার রয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা।' তবে জামিনে মুক্ত ব্যক্তির ছবি প্রকাশ করে প্রচার চালানো নিয়ে আইনি প্রশ্নও উঠেছে। আইনজীবীরা বলছেন, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও মানহানির মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। যাতে কোনও ব্যক্তি তুচ্ছ, যাচাইবিহীন বা বিদ্বেষপ্রসূত অভিযোগের ভিত্তিতে অন্যায়ভাবে কলঙ্কিত না হন। পোস্টারে শুধু অভিযুক্তদের ছবি নয়, বাসিন্দাদের জন্য একাধিক সতর্কতামূলক নির্দেশিকাও দেওয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সিসিটিভি বসানো এবং অপরিচিত কাউকে যাচাই না করে বাড়িতে প্রবেশ করতে না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ।

> **এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমেই ক্রাইম অ্যান্ড ক্রিমিন্যাল ট্র্যাকিং নেটওয়ার্ক সিস্টেম (সিসিটিএনএস) গড়ে তোলা যাবে।**
> **সোমরাজ পাল** আইনজীবী

হাতির দাঁত পাচারে ৫ বছরের কারাদণ্ড

বাগডোগরা, ২৯ জুলাই : হাতির দাঁত পাচারে দোষী সাব্যস্তকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দিল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। দোষীর নাম কমল আগরওয়াল। তিনি শিলিগুড়ির খালপাড়ার বাসিন্দা। সেই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা জরিমানাও করেছে আদালত। তবে গাড়িচালক গণেশ বাসফোরকে বেকসুর খালাস করা হয়েছে। তিনি নেপালের বাসিন্দা। কার্সিয়াং বন বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, 'এই রায় একটা দৃষ্টান্ত। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী সাজা পেলে দেহাংশ পাচারের আগে দ্বিতীয়বার ভাববে দুষ্কৃতীরা।'

বন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর ২০ ডিসেম্বর ঘোষপুকুর রেঞ্জের কর্মীদের একটি দল বাগডোগরার বিহার মোড় সংলগ্ন এশিয়ান হাইওয়ে-২ থেকে একটি নেপাল নম্বরের বিলাসবহুল গাড়ি আটক করেছিল। তল্লাশিতে গাড়ি থেকে একটি হাতির দাঁত উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থল থেকে খালপাড়ার বাসিন্দা কমল আগরওয়াল এবং নেপালের বাসিন্দা গণেশ বাসফোরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ধৃতরা হাতির দাঁত পরিবহণের কোনও নথি দেখাতে পারেননি। বন্যপ্রাণ দেহাংশ পাচার আইনে দাঁতটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। বন দপ্তরের ওই দলে রেঞ্জ অফিসার সম্বর্ত্য সাধু, বন সহায়ক শরণ তামাং এবং বনশ্রমিক মনজুর আলম ছিলেন।

কার্সিয়াং বন বিভাগের এক আধিকারিক জানান, তদন্ত চলাকালীন দুই অভিযুক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে সম্মত হন। কার্সিয়াংয়ের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় আইন মেনে জবানবন্দি নথিবদ্ধ করেন।

পরে জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পরীক্ষায় উদ্ধার হওয়া বস্তুটি তফশিল-১ ভুক্ত হাতির দাঁত বলে নিশ্চিত করা হয়। তদন্ত শেষ করে বন বিভাগ ৪৫ দিনের মধ্যে প্রসিকিউশন অফেন্স রিপোর্ট আদালতে জমা দেয়।

পরে অভিযুক্তরা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত এবং হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করলেও বন বিভাগের বিরোধিতায় তা খারিজ হয়। শেষে আদালত মূল অভিযুক্ত কমল আগরওয়ালকে দোষী সাব্যস্ত করে মঙ্গলবার। বুধবার হয় সাজা ঘোষণা। অন্যদিকে, গণেশ বাসফোরকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়েছে।

পচাগলা দেহ

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ জুলাই : টাওয়াজোত এলাকায় ৮ নম্বর রেলগেটের কাছে এক তরুণের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হল বুধবার। মৃত অমল বর্মন কোচবিহারের উছলপুখুরির বাসিন্দা। পরিবারের সদস্যরা দেহটি শনাক্ত করেছেন।

টুকরো খবর

বৃদ্ধের দেহ

নকশালবাড়ি, ২৯ জুলাই : লক্ষ লক্ষ টাকার দেনার চাপে বিহার ছেড়ে এক পরিবার শিলিগুড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই পরিবারেরই এক বৃদ্ধের দেহ বুধবার নকশালবাড়ির সাতভাইয়া এলাকার একটি হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার করল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম প্রদীপকুমার শর্মা (৬৮)। তিনি বিহারের কাটিহার জেলার বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, দীর্ঘদিনের আর্থিক চাপ ও মানসিক অবসাদের জেরেই এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে পুলিশ।

অপসারণ সভা

ইসলামপুর, ২৯ জুলাই : ইসলামপুর ব্লকের আগডিমটিখন্তি গ্রাম পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক পালাবদল হতে চলেছে। প্রধান জাকির হুসেনের বিরুদ্ধে সদস্যরা সম্প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন। বুধবার কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে প্রধান অপসারণের সভা সম্পন্ন হয়েছে। পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ২৮ জন পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে ১৯ জন সদস্য অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে মত দিয়েছেন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই প্রধান পদ থেকে দ্রুত অপসারণ করা হবে জাকিরকে। বিডিও পিনাকী দেবনাথ বলেন, 'অনাস্থা প্রস্তাবের ভিত্তিতে এদিন অপসারণ সভা হয়েছে। অপসারণ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হবে।'

বাড়িতে চুরি

ইসলামপুর, ২৯ জুলাই : ইসলামপুর শহরের দুর্গানগর এলাকায় চুরির অভিযোগ উঠেছে। বাড়ির মালিক যশোদা কর্মকার জানিয়েছেন, কয়েকদিনের জন্য তাঁরা সপরিবারে দিল্লি গিয়েছিলেন। বাড়ির দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন স্থানীয় একজনকে। কিন্তু এদিন বাড়িতে এসে দেখেন, আলমারি লন্ডভন্ড, আসবাবপত্র ছড়িয়েছিটিয়ে। দুষ্কৃতীরা ভেন্টিলেটর ভেঙে ঘরে ঢুকে গয়না, জমির নথিপত্র চুরি করেছে বলে অভিযোগ। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

সিবিআই হানা

নকশালবাড়ি, ২৯ জুলাই : নকশালবাড়িতে সিবিআই হানা। অভিযুক্তকে খুঁজে না পেয়ে বাড়ি সিল করলেন সিবিআই আধিকারিকরা। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে জাবরা মোড়ের নিরপানি বস্তি এলাকায়। এদিন সকালে নকশালবাড়ি থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সিবিআইয়ের ৫ সদস্যের দলটি দুই ঘণ্টা ধরে অভিযান চালায়। শেষে অভিযুক্তের বাড়ি সিল করে আধিকারিকরা চলে যান। যদিও বিষয়টি নিয়ে কেউ প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে চাইছেন না। দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার ইয়েলওয়াদ শ্রীকান্ত জগন্নাথ রাও বলেন, 'সিবিআই এ বিষয়ে আমাদের কিছুই জানায়নি। তারা তাদের মতো তদন্ত করছে।'

রহস্যমৃত্যু

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : দাগাপুরের অর্ধসমাপ্ত বিল্ডিংয়ের কাছে এক তরুণের দেহ উদ্ধার হল। মৃত তরুণের নাম রামু ওরাওঁ। তিনি ঢাকনিকাটা এলাকার বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, ওই তরুণ বুধবার সাইকেলে চেপে ঘটনাস্থলে এসেছিলেন। এরপর অর্ধসমাপ্ত ওই বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলা থেকে সংলগ্ন অ্যামিউজমেন্ট পার্কের দিকে তাকিয়ে একাধিকবার চিৎকার করেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায় ওই তরুণ মাটিতে পড়ে রয়েছেন। কেউ ওই তরুণকে ধাক্কা দিয়েছিল? নাকি নিজেই ঝাঁপ দিয়েছেন, তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। যদিও প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ওই তরুণ তৃতীয় তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তদন্ত করছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

পরিবেশে বাঘের গুরুত্ব বুঝল পড়ুয়ারা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : বিশ্ব বাঘ দিবসে প্ল্যাকার্ড হাতে সচেতনতার বার্তা দিল পড়ুয়ারা। তাদের মুখে ছিল বাঘের আদলে মেকআপ, গায়ে ডোরাকাটা পোশাক। বুধবার আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস উপলক্ষ্যে বেঙ্গল সাফারিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এমন ছবিই দেখা গেল। কেন বাঘ সংরক্ষণ প্রয়োজন? পরিবেশ রক্ষায় বাঘের গুরুত্ব কী? তা পড়ুয়াদের বোঝান সাফারির ডিরেক্টর ই বিজয় কুমার। এদিন সাফারির ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টারে অনুষ্ঠানটি হয়। শহরের বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে। বেঙ্গল সাফারির পাশাপাশি দার্জিলিংয়ে পদ্মজা নাইডু জুলজিক্যাল পার্কেও দিনটি পালন করা হয়েছে।

বেঙ্গল সাফারির অন্যতম আকর্ষণ টাইগার সাফারি। দেশ, বিদেশের পর্যটকদের পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের এখানে শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে আসা হয়। এদিন ডিরেক্টর বলেন, 'পড়ুয়াদের বাঘ ও বন রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে দিনটি উদযাপন করা হয়েছে। তাদের জন্য ছিল ক্লে মডেল তৈরি, ফেস পেইন্টিং, পোস্টার তৈরি সহ আরও বেশ কিছু প্রতিযোগিতা।' প্রথমবার এধরনের অনুষ্ঠানে এসেছিল একাদশ শ্রেণির ছাত্রী সায়ন্তনী দত্ত। তার কথায়, 'পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে বাঘ সংরক্ষণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ, জানলাম।'

বাঘের সাজে। বুধবার বেঙ্গল সাফারিতে। ছবি : সূত্রধর

> **প্রথমবার সাফারি করে বাঘ, হরিণ, ময়ূর দেখেছি। বহুতলের জন্য গাছ কাটায় পরিবেশের যে ক্ষতি হচ্ছে, সে ব্যাপারেও জানলাম।**
> **অর্চিস্মিতা দত্ত** নবম শ্রেণি

বেঙ্গল সাফারি কর্তৃপক্ষের তরফে এদিন ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টারের অডিটোরিয়াম বাঘ থিমে সাজানো হয়েছিল। পড়ুয়ারা যাতে বাঘ সাফারির আনন্দ নিতে পারে সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। নবম শ্রেণির ছাত্রী অর্চিস্মিতা দত্ত বলল, 'এত সুন্দর পরিবেশে সময় কাটাতে পেরে ভালো লাগছে। প্রথমবার সাফারি করে বাঘ, হরিণ, ময়ূর দেখেছি। বহুতলের জন্য গাছ কাটায় পরিবেশের যে ক্ষতি হচ্ছে, সে ব্যাপারেও জানলাম।' বাঘ সংরক্ষণের উপর গান গায় নবম শ্রেণির ছাত্র অভি রায়। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। এদিন একতিয়াশাল তিলেশ্বরী অধিকারী হাইস্কুল এবং তিনটে বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের পড়ুয়ারা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল। অন্যদিকে, চারাগাছ রোপণের মধ্য দিয়ে দার্জিলিং চিড়িয়াখানাতেও দিনটি পালন করা হয়েছে। বাঘ সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিয়ে অনুষ্ঠান হয়।

মহকুমার ১৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ইতিমধ্যেই ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এ মাসেই বাকি ৪টি পঞ্চায়েতেও কাজ শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে। তবে বেশিরভাগ পঞ্চায়েতে বিজেপি নেতাদের 'শাসন' শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ।

ভিবি-জি রাম জি নিয়ে বৈঠকে জেলা প্রশাসন

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : শিলিগুড়ি মহকুমার ১৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। চলতি মাস শেষ হওয়ার আগেই বাকি থাকা চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতেও প্রকল্পের কাজ শুরু করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে জেলা প্রশাসন। এনিয়ে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে এক বৈঠকের পর দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর বলেন, 'চলতি সপ্তাহের মধ্যেই পুরোদস্তুর কাজ শুরু হয়ে যাবে। সমতলের পাশাপাশি পাহাড়েও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে এই কাজ শুরু হয়েছে। জিটিএ'র তত্ত্বাবধানে সেই কাজ চলছে। ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকায় পাঁচ শতাধিক কর্মদিবস তৈরি সম্ভব হয়েছে।'

রাজ্যের নির্দেশের পরই ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ এলাকাগুলিতে ১২৫ দিনের কাজ সুনিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন কোমর বেঁধে আসরে নেমেছিল। ফলস্বরূপ ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ইতিমধ্যে কাজ শুরু সম্ভব হয়েছে। চলতি সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগেই মাটিগাড়া-১, আঠারোখাই, গোঁসাইপুর, বিধাননগর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও কাজ শুরু হবে। প্রশাসনিক কর্তারা জানাচ্ছেন, জল সংরক্ষণ, মাছ চাষের জন্য পুকুর খনন, জমা জলের সমস্যা সমাধানে নিকাশিনালা তৈরি সহ একাধিক ক্ষেত্রে কাজ করা হচ্ছে। এরইমধ্যে এদিন মহকুমা পরিষদের সভাঘরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পঞ্চায়েতের প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, আধিকারিকদের নিয়ে সমন্বয় বৈঠক হয়। জেলা শাসকও সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

তৃণমূল জমানায় ১০০ দিনের কাজে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। তবে বর্তমান রাজ্য সরকার অবশ্য শুরু থেকেই দুর্নীতি দমনে কড়া পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে। ইতিমধ্যে জব কার্ড হোল্ডারদের ই-কেওয়াইসি ভেরিফিকেশনের কাজ শেষের পথে। সেইসঙ্গে জব কার্ড ভেরিফিকেশনের কাজও অনেকটা এগিয়েছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রকল্পের কাজকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অভিযোগ উঠতে না পারে সেক্ষেত্রে শুরু থেকেই প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রেই জিও ফেন্সিং করা হচ্ছে। অন্যদিকে, কার্ড হোল্ডারদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। জানা গিয়েছে, নির্দিষ্ট অ্যাপের মাধ্যমে সুপারভাইজাররা কর্মরত প্রত্যেক কর্মীর উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন। ফেস ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে দিনে দু'বার উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে।

পঞ্চায়েতগুলিতে পদ্মের 'ছায়াশাসন'

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে কার্যত বিজেপির 'ছায়াশাসন' শুরু হয়েছে। অভিযোগ, বিরোধী দলের প্রধানদের এড়িয়ে পঞ্চায়েতের প্রকল্প রূপায়ণ ও দৈনন্দিন কাজে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন বিজেপির নেতা ও সদস্যরা। এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের জেরে গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বুধবার জেলা প্রশাসন কড়া বার্তা দিয়ে জানিয়েছে, যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানরা নিষ্ক্রিয় বা অনুপস্থিত, সেখানে ১২৫ দিনের কাজের তদারকি ও ফাইল অনুমোদনের বিষয়টি দেখবেন পঞ্চায়েত আধিকারিকরা।

সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভায় পঞ্চায়েত সংশোধনী বিল পাশ হয়েছে। সেই বিলে প্রধানদের আর্থিক ক্ষমতা খর্ব করার পাশপাশি একাধিক বিষয়ে আধিকারিকদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক মহলের মতে, আইনিভাবে ক্ষমতা কমানোর আগেই উত্তরের বিভিন্ন পঞ্চায়েতে ক্ষমতার অঘোষিত রাশ বিজেপি নেতাদের হাতে চলে গিয়েছিল। বুধবার মহকুমা পরিষদের সভাঘরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের নিয়ে যে ১২৫ দিনের কাজের কর্মশালা ও সমন্বয় বৈঠক হয়। সেখানেও অনেক প্রধান অনুপস্থিত ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে আধিকারিকরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রাজনৈতিক দড়ি টানাটানিতে গ্রামীণ মানুষের কাজ ও পাওনা আটকে রাখা যাবে না।

মহকুমার মাটিগাড়া-১, মাটিগাড়া-২ এবং পাথরঘাটার মতো পঞ্চায়েতগুলিতে বিজেপির প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি।

> বিজেপির দাপুটে সদস্যদের এড়িয়ে কাজ করানো যাচ্ছে না। বাধা পাওয়ার আশঙ্কা থাকছে।
>
> **খড়িবাড়ি ব্লকের এক পঞ্চায়েত আধিকারিক**

অভিযোগ, সেখানে প্রধান থাকা সত্ত্বেও ঘুরপথে ক্ষমতার রাশ নিচ্ছেন বিজেপি নেতারা। পাথরঘাটা পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ শাহিদ বলেন, 'সকলকে নিয়েই কাজ করতে হচ্ছে।'

অন্যদিকে, বিধাননগর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ঝর্ণা সরকারের আক্ষেপ, 'বিজেপি সদস্যরাই পঞ্চায়েতে এসে নির্দেশ দেন। তাঁদের দাবি মেনেই কাজ হচ্ছে।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পঞ্চায়েত প্রধানের দাবি, রাজ্যে এখন বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে, ফলে এই তদারকি স্বাভাবিক।

ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি এবং নকশালবাড়ির একাধিক পঞ্চায়েতেও একই ছবি। অভিযোগ, আধিকারিকরা প্রধানদের নিষ্ক্রিয় করে বিজেপির দাপুটে নেতাদের নির্দেশে কাজের অনুমোদন করাচ্ছেন। খাতায়-কলমে অন্য দলের প্রধান থাকলেও পদে পদে বাধা পাওয়ার আশঙ্কায় আধিকারিকরা কার্যত এই ছায়াশাসন মেনে নিচ্ছেন।

সম্প্রতি গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের প্রধান ও উপপ্রধান পদত্যাগ করেছেন। সেখানে নতুন বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া না হওয়ায় বিজেপি নেতারাই ঘুরপথে কাজ চালাচ্ছেন বলে খবর। এমনকি সম্প্রতি রানিডাঙ্গায় একটি শ্মশানঘাটের শিলান্যাসও হয়েছে স্থানীয় বিজেপির মণ্ডল সভাপতি ও নেতাদের হাত দিয়ে।

খড়িবাড়ি ব্লকের এক পঞ্চায়েত আধিকারিকের কথায়, 'বিজেপির দাপুটে সদস্যদের এড়িয়ে কাজ করানো যাচ্ছে না। বাধা পাওয়ার আশঙ্কা থাকছে।' অন্যদিকে, এই আধিপত্যের কথা স্বীকার করে নিয়ে এক বিজেপি সদস্যের যুক্তি, 'নাগরিক পরিষেবা তো আর বন্ধ থাকতে পারে না। তাই আধিকারিকরা আমাদের কাছেই পরামর্শ নিচ্ছেন।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অতন্দ্রপ্রহরী।। উত্তর খয়েরবাড়ী বনাঞ্চলে ছবিটি তুলেছেন রাজু রায়।

২৮ শিক্ষিকাই জনগণনার দায়িত্বে

ফাঁকা স্কুলে পড়াবে কে?

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : আগামী ১ অগাস্ট থেকে শুরু হতে চলা জনগণনার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে শক্তিগড় বালিকা বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষিকাকে। এর জেরে স্কুলে পঠনপাঠন শিকেয় ওঠার পাশাপাশি তালা ঝোলার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পুরনিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সহ মোট ২৮ জন শিক্ষিকাকেই একসঙ্গে এই কাজে তলব করায় দৈনন্দিন পঠনপাঠন কীভাবে চলবে, তা নিয়ে চরম উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

সাধারণত এ ধরনের সরকারি কাজে প্রতিটি স্কুল থেকে শিক্ষকদের একাংশকে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু শক্তিগড় বালিকা বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সমস্ত শিক্ষিকাকে দায়িত্ব দেওয়ার ঘটনাটি ব্যতিক্রমী। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুষমা পালের দাবি, বিষয়টি জলপাইগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক (ডিআই) এবং রাজগঞ্জের বিডিও-কে ফোন এবং ই-মেল করে জানানো হলেও এখনও কোনও সমাধানসূত্র মেলেনি।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে ডিআই সুজিত সরকার বলছেন, 'বিডিও অফিসে আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নামের তালিকা দিয়েছি ঠিকই, তবে সব শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে নিতে বলিনি।

- শক্তিগড় বালিকা বিদ্যালয়ের ২৮ জন শিক্ষিকাকেই জনগণনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে
- এই পরিস্থিতিতে স্কুলের পঠনপাঠন সহ অন্য কাজ কীভাবে চলবে তা নিয়ে সংশয়
- বিষয়টি জানিয়ে ডিআই ও বিডিওকে চিঠি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষিকা
- যদিও ডিআই পালটা দাবি করেছেন তাঁর কাছে এখনও কোনও অভিযোগ আসেনি

কিছু শিক্ষককে বাদ না দিলে স্কুল চলবে কী করে? তবে সংশ্লিষ্ট স্কুল আমাদের এখনও কিছু জানায়নি। বিষয়টি জানালে জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলে সুরাহা বের করার চেষ্টা করব।'

অন্যদিকে, রাজগঞ্জের বিডিও শুভঙ্কর দাস জানিয়েছেন, জেলা শিক্ষা দপ্তরের পরামর্শের ভিত্তিতেই এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। স্কুলের তরফে কোনও লিখিত আবেদন এলে তা বিবেচনা করে দেখা হবে।

বর্তমানে শক্তিগড় বালিকা বিদ্যালয়ে ১২০০ জন পড়ুয়া রয়েছে। তাছাড়া এখন স্কুলে নবম ও একাদশ শ্রেণির রেজিস্ট্রেশনের পাশাপাশি সেপ্টেম্বর মাসে হতে চলা উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের ফর্ম পূরণের কাজ চলছে। পাশাপাশি অন্য কাজও হচ্ছে। ফলে একসঙ্গে সব শিক্ষিকাকে জনগণনার কাজের দায়িত্ব দিলে কীভাবে সবটা সামলানো যাবে তা নিয়ে চিন্তা বাড়ছে।

প্রধান শিক্ষিকা বলছেন, 'কন্যাশ্রী ও শিক্ষাশ্রী প্রকল্প সম্পূর্ণ ওটিপি নির্ভর। আমার মোবাইলে মেসেজ আসে। আমি জনগণনার কাজ করলে এই সমস্ত কাজ কে করবেন? সবাই চলে গেলে দু'মাস তালা ঝুলবে। আমার কাজের ট্রেনিং শুরু হচ্ছে। তার মাঝখানে স্কুলে সিমেস্টারের পরীক্ষা শুরু হবে। ফলে স্কুলের কী হবে তা এখন জেলা প্রশাসনের হাতে।'

দলবেঁধে।। বুধবার ইসলামপুরের শিবনগর কলোনিতে রাজু দাসের তোলা ছবি।

দেহ রাখতেও 'তোলাবাজি'

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : মর্গে মৃতদেহ রাখতেও 'তোলাবাজি'। দুর্ঘটনায় মৃত এক ব্যক্তির দেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে রাখতে টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার রাতে মৃতদেহটি মর্গে রাখার জন্য সেখানকার এক কর্মী দু'হাজার টাকা দাবি করেন বলে অভিযোগ।

যদিও মৃত ব্যক্তির পরিবার টাকা না দিয়ে দেহ নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারি দিলে মৃতদেহ মর্গে রেখে দেন বলে খবর। তবে এমন গুরুতর অভিযোগের বিষয়টি মেডিকেল সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোরের কানে পৌঁছোতেই তিনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সুপার বলছেন, 'কোনও সরকারি কর্মী যদি এই ঘটনায় যুক্ত থাকেন, তাঁর বিরুদ্ধে নিশ্চিতভাবে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। ভালো করে খোঁজ নিচ্ছি। এতদিন এই মেডিকেলে যা হয়েছে তা আর হবে না।'

আগেও বিভিন্ন সময় মেডিকেলের মর্গে দেহ রাখা কিংবা ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহে সেলাই করার জন্য টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ফের একই অভিযোগ সামনে আসতেই নতুন করে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির তালমাহাটের ধাপাচিলা গ্রামের বাসিন্দা বীরেন রায় (৫০) ফাটাপুকুর সংলগ্ন এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় মারা যান। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ওইদিন বিকালে মেডিকেলে আনা হয়। কিন্তু ময়নাতদন্ত করার সময় পেরিয়ে যাওয়ায়, দেহটি মর্গে রাখার জন্য নিয়ে যায় মৃতের পরিবারের সদস্যরা। সেখানেই এক কর্মী দু'হাজার টাকা দাবি করেন বলে অভিযোগ।

মৃতের প্রতিবেশী ফুলেশ্বর রায় বলেন, 'বিকাল পাঁচটার সময় যখন দেহটি মর্গে রাখতে গিয়েছিলাম তখন দু'হাজার টাকা চাওয়া হয়। কিন্তু মৃতের পরিবার এতটাই গরিব যে সেই টাকা দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সরকারি জায়গায় কেন আমরা টাকা দেব? টাকা না দিয়ে দেহ নিয়ে যখন আমরা পুলিশ ফাঁড়িতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিই, তখন ওই কর্মী মর্গে দেহ ঢোকায়।'

এদিকে, বুধবার বীরেনের দেহের ময়নাতদন্ত করা হয়। সে সময় মর্গের সামনে ছিলেন বীরেনের ছেলে বিকাশ রায়। বিকাশের

> মেডিকেলে অভিযোগ উঠতেই পদক্ষেপের আশ্বাস

কথায়, 'সামান্য রাজমিস্ত্রির কাজ করে সংসার চালাই। কী করে টাকা দেব। যখন আমরা টাকা দিতে অস্বীকার করি তখন ওই কর্মী মর্গের ঘরের তালা মেরে চলে যায়। তবে পুলিশে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিতেই তিনি ফিরে আসেন।'

এদিন মর্গের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন মেডিকেলে কর্মরত এক নার্সিং স্টাফ। ওই কর্মীর এক প্রতিবেশীর দেহও ময়নাতদন্তের জন্য আনা হয়েছিল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেই নার্সিং স্টাফের কথায়, 'এখানে দেহ রাখার জন্য ও ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহতে সেলাই করার জন্য কর্মীদের একাংশ টাকা চায়। মৃতের আত্মীয়স্বজন মানসিক অবসাদে থাকায় অনেক সময় টাকা দিয়ে দেন। এই জিনিস বন্ধ হওয়া দরকার।'

পরিদর্শন

চোপড়া, ২৯ জুলাই : সারের কালোবাজারি ও অনিয়ম রুখতে কেন্দ্রীয় অডিট সংস্থার তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে চোপড়া সহ ইসলামপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় পরিদর্শন শুরু করেছে। মহকুমা কৃষি অধিকর্তা মেহেফুজ আহমেদ জানান, মঙ্গলবার চোপড়া ব্লকের ৪টি সার ডিলারের পয়েন্টে এবং বুধবার গোয়ালপোখর ও ইসলামপুরে মোট ৩টি ডিলার পয়েন্টে পরিদর্শন করা হয়।

কর্মশালা

চোপড়া, ২৯ জুলাই : দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে চোপড়ায় সপ্তাহব্যাপী রাজবংশী লোকনৃত্য কর্মশালা শেষ হল বুধবার। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বংশীবদন বর্মন, নাটাবাড়ির বিধায়ক গিরিজাশংকর রায় সহ সংগঠনের অন্য সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সেখানে পঞ্চানন বর্মার আদর্শ ও অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়। তাঁর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়।

২০ দফা

চোপড়া, ২৯ জুলাই : বুধবার চোপড়া বিডিও অফিসে ২০ দফা দাবিতে স্মারকলিপি জমা দিল সারা ভারত কৃষকসভা ও সিটু। এদিন বিকালে সদর চোপড়ায় একটি মিছিল করে বিডিও অফিসে পৌঁছায়। একটি প্রতিনিধিদল জয়েন্ট বিডিওর হাতে দাবিপত্র তুলে দেয়।

রদবদল

ইসলামপুর, ২৯ জুলাই : ইসলামপুর পুলিশ জেলায় নীচুতলার পুলিশকর্মীদের রদবদল হল। বুধবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে ৩৩ জন পুলিশকর্মীকে বদলি করা হয়। তার মধ্যে ১৫ জন এএসআই, ২ জন পিএসআই, ১১ জন এসআই ও ৫ জন পুলিশ কনস্টেবল।

স্মারকলিপি

চোপড়া, ২৯ জুলাই : প্রধান ও উপপ্রধান দিনের পর দিন অনুপস্থিতি। তাই তাঁদের পদত্যাগ সহ একাধিক দাবিতে সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে স্মারকলিপি দিল বিজেপি। বুধবার পঞ্চায়েত কর্মীদের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশের দ্বারস্থ বিধায়ক

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় দখলদারি এবং নেশার বাড়বাড়ন্ত রুখতে কড়া পুলিশি পদক্ষেপের দাবি উঠেছে। এই সমস্যাগুলির সমাধানে এবং এলাকায় পুলিশের নজরদারি আরও জোরালো করার আবেদন নিয়ে বুধবার ভক্তিনগর থানার আইসি-র সঙ্গে দেখা করলেন স্থানীয় বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়।

ওই এলাকায় ফুটপাথ, নিকাশিনালা এমনকি জমি দখলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের জমানায় এই দখলদারির ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটলেও, সরকার বদলের পর থেকেই এনিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। এর আগে বাণেশ্বর মোড় এলাকায় গিয়ে আশিঘর ট্রাফিক গার্ডের পুলিশকে নিকাশিনালা দখলমুক্ত করার কথা বলেছিলেন বিধায়ক। দখলদারির পাশাপাশি এলাকায় নেশার আসর এবং নেশাসক্তদের উপদ্রব বর্তমানে বড় আকার ধারণ করেছে। অভিযোগ, নেশার সামগ্রী কেনার টাকা জোগাড় করতে এলাকায় চুরির ঘটনাও ঘটছে।

শিখা জানান, দখলদারি ও নেশার উপদ্রব বন্ধ করতে এলাকাগুলিতে আরও নজরদারি চালানোর আবেদন জানানো হয়েছে।

চোখ পরীক্ষা

খড়িবাড়ি, ২৯ জুলাই : নকশালবাড়ি লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে এবং শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়ন্স চক্ষু হাসপাতাল ও খড়িবাড়ি থানার সহযোগিতায় বুধবার খড়িবাড়ি থানায় একটি চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ছিলেন ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু, নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌম্যদীপ রায়, নকশালবাড়ি লায়ন্স ক্লাবের সম্পাদক নরেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ। শিবিরে ৫০ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয়।

প্রতিবাদ

বাগডোগরা, ২৯ জুলাই : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামে কুরুচিকর মন্তব্য করা, কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতিতে জুতোর মালা পরানো এবং সিপিএম, এসএফআই, ডিওয়াইএফআইয়ের পতাকা পোড়ানোর মতো বিভিন্ন কাজের বিরুদ্ধে সরব হল সিপিএম। বুধবার দলের মাটিগাড়া এরিয়া কমিটির উদ্যোগে আঠারোখাই এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল করা হয়।

বালি পাচার রুখলেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা

খড়িবাড়ি, ২৯ জুলাই : পুলিশ কিংবা ভূমি দপ্তর নয়, বালি পাচার রুখতে ময়দানে বিজেপি নেতা-কর্মীরা। মঙ্গলবার রাতে বিজেপির নেতা-কর্মীরা খড়িবাড়ি বাজারে একটি বালিবোঝাই ট্রাক আটকে বিক্ষোভ শুরু করেন। চালকের কাছে বালি নিয়ে যাওয়ার বৈধ নথিও চাওয়া হয়। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে যান ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু ও খড়িবাড়ির বিএলএলআরও প্রতিমা সুব্বা। খড়িবাড়ি থানার পুলিশ পৌঁছে চালককে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়।

বিএলএলআরও বলেন, 'কাগজপত্রে গরমিল রয়েছে। ভূমি দপ্তরের অ্যাপে রাজস্বের চালানের কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। বালি পাচারের অভিযোগে আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।' এই ঘটনার পর মঙ্গলবার রাত প্রায় পৌনে ১২টা নাগাদ খড়িবাড়ি থানায় বিধায়ক, থানার ওসি এবং বিএলএলআরও-র উপস্থিতিতে জরুরি বৈঠক হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, বালি পাচারের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া হবে। এমনকি খড়িবাড়ি ব্লকের সমস্ত বৈধ ও অবৈধ নদীঘাট এবং বালি মজুত রাখার জায়গায় যৌথভাবে পরিদর্শন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয় বৈঠকে।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বুধবার দুপুরে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব, বিধায়ক, পুলিশ ও ভূমি দপ্তরের কর্মীরা বালিঘাট ও বালি মজুতকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সূত্রের খবর, খড়িবাড়ি ব্লকের তিনটি বৈধ বালিঘাট ও বালি মজুত রাখার জায়গায় গিয়ে তাঁরা দেখেন, ডুমুরিয়া নদীর বৈধ ঘাটের বালি মজুতকেন্দ্রে প্রচুর বালি রয়েছে। এছাড়া বেশকিছু অবৈধ মজুতকেন্দ্রের হদিস পাওয়া গিয়েছে বলে খবর। প্রতিনিধিদলের সদস্য তথা বিজেপির জেলা সদস্য কল্যাণ প্রসাদের অভিযোগ, 'গত ১৮ জুলাই থেকে গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশ অনুযায়ী নদী থেকে বালি উত্তোলন বন্ধ। তারপরেও ডুমুরিয়া ঘাটে বালি তোলা হচ্ছে। প্রতিদিন রাতে ডাম্পার ও ট্রাকে করে বালি বিহারে পাচার হচ্ছে। পরদিন সকালে আবার মজুতকেন্দ্র ভর্তি হয়ে যাচ্ছে।'

বিধায়ক দুর্গার হুঁশিয়ারি, 'খড়িবাড়ি ও তার আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় যেভাবে অবৈধ মাইনিং, বালি পাচার এবং মজুত করা হচ্ছে, তা আমরা কোনওভাবেই বরদাস্ত করব না। মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যে কোনও ধরনের বেআইনি কাজ চলতে দেওয়া হবে না। তৃণমূলের আমলে তৈরি হওয়া এই অবৈধ কারবারের সঙ্গে যুক্ত কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।' বিধায়ক জানান, ভূমি দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দ্রুত বৈধ নদীঘাটের সীমানা নির্ধারণ করে বোর্ড লাগাতে হবে। এছাড়া মজুতকেন্দ্রের বালি-পাথরের পরিমাণ নির্ণয় করে চালান প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে। এদিকে, খড়িবাড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে পুলিশ পৃথকভাবে একটি অবৈধ বোল্ডারবোঝাই ডাম্পার আটক করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। চালককেও গ্রেপ্তার করা হয়। এদিন দুটি ঘটনায় ধৃত দুই চালককে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেন।

মাদক সহ ধৃত

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ জুলাই : ফাঁসিদেওয়ার ঘোষপুকুর মোড় সংলগ্ন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বাগডোগরাগামী একটি চার চাকা গাড়ি থেকে বুধবার ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। গ্রেপ্তার করা হয়েছে গাড়ির চালককে। ধৃত মহম্মদ নুর মালদার জামালপুরের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

কর্মসূচি

বাগডোগরা, ২৯ জুলাই : বাগডোগরা বিহার মোড়ের ট্রাফিক পার্ক এবং শিলিগুড়ি জংশন এলাকায় স্থানীয় এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে বুধবার আন্তর্জাতিক মানব পাচার বিরোধী দিবস পালন করা হয়। এদিন পথনাটকের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে সচেতন করা হয়।

বাঘ ফিরলেই ফিরবে বক্সার ভারসাম্য

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুলাই : জঙ্গলের রাজাকে ছাড়া বনের রাজ্য যে চালকহীন, তা ফের পরিষ্কার করে দিলেন বনকর্তারা। বক্সার জঙ্গলে বাঘ ফিরলেই লোকালয়ে কমবে লেপার্ড ও বাইসনের উপদ্রব, বজায় থাকবে সার্বিক বাস্তুতন্ত্র। 'গ্লোবাল টাইগার ডে' উপলক্ষ্যে রাজাভাতখাওয়া প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত এক সচেতনতা শিবিরে এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন বক্সা টাইগার রিজার্ভের (বিটিআর) ফিল্ড ডিরেক্টর কুমার বিমল সহ বিশিষ্ট পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা।

উপস্থিত বক্তাদের মতে, জঙ্গলে বাঘের উপস্থিতি কেবল একটি প্রাণীর উপস্থিতি নয়, বরং তা গোটা জঙ্গলের ভারসাম্য রক্ষার প্রধান চাবিকাঠি। আলিপুরদুয়ার ও সংলগ্ন ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় বিগত কয়েক বছরে চিতাবাঘ বা লেপার্ডের হামলা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। পাশাপাশি শীতকাল এলেই লোকালয়ে বাইসনের তাণ্ডব এবং বনগুলিতে হরিণের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনা ঘটছে।

এই ব্যাপারে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ফিল্ড ডিরেক্টর কুমার বিমল বলেন, 'বাঘ না থাকার জন্যই বিভিন্ন জায়গায় লেপার্ডের হামলা বাড়ছে। বাইসন শীতকালে বেশি লোকালয়ে আসছে। এছাড়াও হরিণের সংখ্যাও বাড়ছে, যা বাঘ এলে নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। বাঘ ফিরলে জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্র আবার সঠিক ছন্দে ফিরবে।'

বন দপ্তর ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় উঠে এসেছে বনের খাদ্যশৃঙ্খলের এক বাস্তব চিত্র। তাঁদের মতে, বাঘ এমন একটি প্রাণী যার অস্তিত্বের ছায়ায় পুরো জঙ্গল সুরক্ষিত থাকে। প্রতিটি বাঘের একটি নির্দিষ্ট সীমানা বা 'টেরিটরি' থাকে। বাঘের ভয়ে লেপার্ড ও বাইসনের মতো প্রাণীরা সেই সীমানার বাইরে বা নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বিটিআরে বাঘ না থাকায় লেপার্ডরা এখন নিজেদের মতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এবং তাদের বংশবৃদ্ধি হয়ে সংলগ্ন লোকালয়ে হামলাও বাড়ছে। বন দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী, বর্তমানে কেবল বক্সার জঙ্গলেই

প্রায় ১০০টি লেপার্ড রয়েছে এবং সমগ্র উত্তরবঙ্গজুড়ে এই সংখ্যাটা প্রায় ৫০০ ছুঁইছুঁই। পাশাপাশি, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের মতো সংলগ্ন বনাঞ্চলগুলিতে সম্বর হরিণের সংখ্যাও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত পরিবেশ সংগঠন ন্যাফের আহ্বায়ক অনিমেষ বসু বলেন, 'বনের বাস্তুতন্ত্রকে যদি একটি পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে তার শীর্ষে অবস্থান করে বাঘ। মাথা ঠিক না থাকলে যেমন শরীর চলে না, তেমনই শীর্ষ শিকারি না থাকলে জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্র ভেঙে পড়ে। বক্সায় যে প্রাণীবৈচিত্র্য রয়েছে তা রাজ্যের অন্য কোথাও নেই, এখন শুধু অপেক্ষা রাজার ফেরার।'

আগামী ২ অক্টোবর বক্সার জঙ্গলে আনুষ্ঠানিকভাবে বাঘ ছাড়ার কথা রয়েছে। সেই লক্ষ্যেই এবার বিটিআর-এ বড় আকারে উদযাপিত হল আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবস। সকালে জেলা প্রশাসনিক ভবন 'ডুয়ার্সকন্যা' থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। দুপুরে রাজাভাতখাওয়ায় আয়োজিত আলোচনা সভায় স্থানীয় পাঁচটি স্কুলের ৮১ জন পড়ুয়াকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। অডিও ভিজুয়াল প্রোজেক্টর ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বাঘের গুরুত্ব বোঝানো হয় তাদের। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কেবল উদযাপনেই সীমাবদ্ধ না থেকে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের অন্তর্গত ৭২টি গ্রামে বিশেষ সচেতনতা অভিযান চালানো হবে, যেখানে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরাও সক্রিয়ভাবে অংশ নেবেন।

ব্ল্যাকমেলে ধৃত

ব্যক্তিগত ছবি ফাঁসের হুমকি দিয়ে মহিলা সহকর্মীকে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ। অভিযুক্ত হাবড়া থানার সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করে পুলিশ। ৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

উপাচার্য নিয়োগ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিযুক্ত হলেন অধ্যাপক সন্দীপকুমার চক্রবর্তী। পালাবদলের পর সোনালি চক্রবর্তী ইস্তফা দেওয়ায় দীর্ঘদিন পদটি শূন্য ছিল।

অসিতের বই

সম্প্রতি জেলে থাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে 'কারাগারের অন্তরালে ২০ দিন' নামক বই লিখলেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে আরও বই লেখার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন তিনি।

অধিগ্রহণ

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি অধিগ্রহণ করল রাজ্য সরকার। ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে হুগলির জিরাটের পৈতৃক বাড়ি কিনে নেওয়া হল। সেখানে মিউজিয়াম তৈরি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

উদ্ধার ২০ কোটি টাকা

কেষ্ট-ঘনিষ্ঠ টুলুর আত্মীয়ের বাড়ি থেকে মিলল সোনাও

আশিস মণ্ডল

সিউড়ি, ২৯ জুলাই : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের আত্মীয়ের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা এবং সোনার বিস্কুট উদ্ধার করল মহম্মদবাজার থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে মহম্মদবাজার থানার ডেউচা গ্রামে টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মিনার মণ্ডলের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নীলেশ শ্রীকান্ত গায়কোয়াড়। এদিন বিকাল পর্যন্ত ১৫ কেজি সোনা এবং ২০ কোটি টাকা নগদ উদ্ধার করেছে পুলিশ। টাকা গোনার জন্য আনা হয়েছিল ৫টি মেশিন। পুলিশি অভিযানের প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে থাকার সময় মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে পাথর খাদানের পাথর বিক্রি করে ফুলেফেঁপে উঠেছিলেন। শুধু তাই নয়, জেলার ছয়টি পাথর শিল্পাঞ্চলের গেটে সরকারি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। বর্তমানে যেখানে রাজস্ব আদায় হচ্ছে মাসে ৮৩ কোটি টাকা, সেখানে ২-৫ কোটি টাকা দিয়ে বাকি টাকা টুলু মণ্ডল আত্মসাৎ করতেন বলে অভিযোগ। পাশাপাশি কয়লা, গোরু, বালি পাচারও তাঁর হাত ধরেই হত বলে মনে করা হচ্ছে। বিজেপির দাবি, সেইসব অবৈধ টাকার ভাগ ক্যামাক স্ট্রিট হয়ে পৌঁছে যেত কালীঘাটে। ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিভিন্ন জনসভায় টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। দিনকয়েক আগে কয়েক লক্ষ সিএফটি অবৈধ বালি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। এবার টাকা-সোনার হদিস মিলল।

টুলু মণ্ডল ছিলেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ। এমনকি অনুব্রত একাধিকবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে টুলু মণ্ডলের হয়ে সাফাই গেয়েছিলেন। ফলে একাধিক অপরাধে নাম জড়ালেও এতদিন পুলিশ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। গোরু ও কয়লা পাচার মামলায় টুলু মণ্ডলের মহম্মদবাজার এবং সিউড়ির বাড়িতে সিবিআই এবং ইডি তদন্ত চালিয়েছিল। বেশ কয়েকবার তাঁকে কলকাতার নিজাম প্যালেসে ডেকে পাঠানো হয়েছিল।

মিনার মণ্ডল একসময় সরকারি বাসের চালক ছিলেন। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই চাকরি ছেড়ে টুলু মণ্ডলের সঙ্গে অবৈধ ব্যবসায় যোগ দেন। এরপর থেকে তার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। রাজনৈতিক ডামাডোলে দিশাহারা হয়ে টুলু মণ্ডল টাকা ও সোনার গয়না গচ্ছিত রাখত মিনার মণ্ডলের কাছে। সেই টাকাই বুধবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উদ্ধার করে বলে দাবি বিজেপি সূত্রের।

এই অভিযান নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, 'বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযানে আমাদের পুলিশ প্রশাসন প্রশংসনীয় কাজ করেছে। এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ উন্মোচিত হয়েছে। বীরভূম জেলা পুলিশকর্মীদের তাঁদের দ্রুত, পেশাদার এবং সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপের জন্য আমি গভীরভাবে প্রশংসা করি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিকে পথপ্রদর্শক নীতি হিসেবে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে। এটা দ্ব্যর্থহীনভাবে স্পষ্ট করা হচ্ছে, কলঙ্কিত অতীত থাকা সত্ত্বেও যারা সরকারি সম্পদ শোষণ করে এবং তৎকালীন শাসক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আঁতাত করে সম্পদ গড়ে তুলেছে, তাদের কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না।'

মিনার মণ্ডলের বাড়িতে পুলিশ। বুধবার ডেউচা গ্রামে।

- মঙ্গলবার রাতে মহম্মদবাজার থানার ডেউচা গ্রামে টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মিনার মণ্ডলের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ
- অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নীলেশ শ্রীকান্ত গায়কোয়াড়
- বুধবার বিকাল পর্যন্ত ১৫ কেজি সোনা এবং ২০ কোটি টাকা নগদ উদ্ধার করেছে পুলিশ

রামপুরহাটের বিজেপির বিধায়ক ধ্রুব সাহা বলেন, 'এই টাকাতেই তৃণমূলের দল চলত। আমরা বারবার বলে এসেছি বীরভূমের তোলাবাজির টাকায় চলছে তৃণমূল। অবিলম্বে টুলুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

স্কুলে ৩ বছরের গ্র্যান্ট ফেরাল শুভেন্দু সরকার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৯ জুলাই : 'শুধু উড়ালপুল, রাস্তা বা আবাসন বানিয়েই রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিক্ষার আধুনিকীকরণ না হলে সরকারি স্কুল পিছিয়ে পড়বে।' গুরুপূর্ণিমার পূণ্যলগ্নে নবান্ন থেকে এই ভাষাতেই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

দীর্ঘ প্রায় তিন বছর পর রাজ্যের ৮০,৩৭৫টি সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল পেল কম্পোজিট গ্র্যান্ট। এজন্য নবান্নের তরফে বরাদ্দ করা হয়েছে ২৯৬.৬৪ কোটি টাকা। ক্ষমতার পরিবর্তনের পর রাজ্য কেন্দ্রের সব প্রকল্প মেনে নেওয়ায় ফের চালু হল এই অনুদান।

শুধু অনুদান প্রদানই নয়, অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে চাকরিপ্রার্থীদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী জানান, অতীতের ওবিসি সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা হয়েছে, ফলে নিয়োগে আর বাধা নেই। চলতি শিক্ষাবর্ষেই রাজ্যে প্রায় ৫০ হাজার নতুন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করা হবে। ৩১ অগাস্টের মধ্যে এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সরকার জোরকদমে কাজ করছে বলে আশ্বস্ত করেছেন স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। এসএসসি-তে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ বন্ধ করার অঙ্গীকার করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ৪২,১৯২ জন পার্শ্বশিক্ষকের মাসিক বেতন ৫,০০০ টাকা বাড়ানো হচ্ছে।

এছাড়া ২০২০-র জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলাজুড়ে স্মার্ট ক্লাস, পিএম ভি-বিদ্যা চ্যানেলে উচ্চমানের অডিও ভিজুয়াল টিউটোরিয়াল এবং ১২০০-র বেশি স্কুলে ডিজিটাল শিক্ষা সহায়িকা চালু হচ্ছে। ১,০০০টি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে তৈরি হবে অটল টিঙ্কারিং ল্যাবরেটরি। উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং ও ডেটা সায়েন্সের মতো আধুনিক বিষয়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১৪ অগাস্ট 'কন্যাশ্রী' দিবসে রাজ্য 'কন্যারত্ন' দিবস হিসেবে পালন করবে। এছাড়া 'সবুজ সাথী' প্রকল্প তুলে দিয়ে 'সারথী' প্রকল্পে পড়ুয়াদের সাইকেল দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, চলতি শিক্ষাবর্ষের মধ্যে ৫০ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করবে তাঁর সরকার।

গুরুপূর্ণিমায় বেলুড় মঠে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার কলকাতায় দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

সুমিতের মায়ের হাতে নোটিশ পুলিশের

কলকাতা, ২৯ জুলাই : জমি দখল সংক্রান্ত অভিযোগে এখনও বেপাত্তা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। এরই মধ্যে বিষ্ণুপুর থানা এলাকায় সেবাশ্রয়ের জন্য রিসর্ট ভাড়া নিয়ে টাকা না দেওয়ার অভিযোগে তাঁর নিউ আলিপুরের বাড়িতে পৌঁছোল পুলিশ। বুধবার বিষ্ণুপুর ও বেহালা থানার পুলিশ আধিকারিকরা যৌথভাবে সুমিতের বাড়ি গিয়ে নোটিশ ধরিয়ে আসে। প্রায় দশ মিনিট তাঁর বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করার পর দরজা খোলেন সুমিতের মা। তাঁর হাতেই নোটিশ দেওয়া হয়। তাঁর মা বলেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্যা মিটে যাক।' তবে ছেলে কোথায় রয়েছে সেই সম্পর্কে কোনও জবাব দেননি তিনি।

সুমিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেবাশ্রয়ের জন্য রিসর্ট ভাড়া নিয়েও টাকা মেটাননি তিনি। তাই রিসর্ট মালিকের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন সুমিতের খোঁজে তাঁর বাড়িতে আসে পুলিশ। তবে সার্চ ওয়ারেন্ট না থাকায় বাড়ির ভিতরে তল্লাশি চালানো হয়নি। ইতিমধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল। তৎকালীন জেলা শাসক, দুজন সিএমওএইচ ও অভিযোগকারী বিজেপি নেতাকে তলব করতে চলেছে কাউন্সিল।

এর আগেও জমি দুর্নীতির অভিযোগে ক্যামাকস্ট্রিটের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে এসে তল্লাশি চালায় শালবনি থানার পুলিশ। প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরা এই ঘটনায় আগেই গ্রেপ্তার হয়েছেন। কিন্তু এখনও খোঁজ মেলেনি সুমিতের। জানা গিয়েছে, এসটিএফের তরফে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সুমিতের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও লুকআউট নোটিশ জারি করে নিম্ন আদালত। হাইকোর্টে তাঁর আগাম জামিনের মামলা চলছে। এদিন আপাতত বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চ সুমিতকে মৌখিক রক্ষাকবচ দিয়েছে। যতদিন না মামলার শুনানি শেষ হচ্ছে ততদিন কড়া পদক্ষেপ না করতে বলেছে আদালত। শুক্রবারের মধ্যে সুমিতের মামলায় রায় দেবেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। তবে রাজ্যের আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার সওয়াল করেছেন, ২০০৭ সাল থেকে সরকারি জমি বিক্রির চক্র শুরু হয়েছিল। তার অন্যতম মাস্টারমাইন্ড হয়ে উঠেছিলেন সুমিত। ভুয়ো নথির মাধ্যমে জমি বিক্রি হত। সেই টাকা সংগ্রহ করে সুজয় হাজরা পাঠাতেন সুমিতের কাছে। যদিও সুমিতের আইনজীবী জানান, জমি দখল মামলায় তদন্ত শুরুর পর ক্যামাকস্ট্রিটে গিয়ে তল্লাশি চালিয়েছিল সিআইডি। কিন্তু কিছুই উদ্ধার হয়নি। সিসিটিভি ক্যামেরা, ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ, সুজয়ের মোবাইল চ্যাট থেকেও সুমিতের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। ফলে একদিকে জমি দুর্নীতি, অন্যদিকে তোলাবাজির অভিযোগে বিদ্ধ সুমিতের চাপ আরও বাড়ল। এই বিষয়ে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের দাবি , 'যাঁদের নামে বিভিন্ন অভিযোগ উঠছে, তাঁদের উচিত পুলিশকে তদন্তে সাহায্য করা, নাহলে গ্রেপ্তার হবে।'

নাম সরল

সিঙ্গুর, ২৯ জুলাই : রাজ্যে পালাবদলের পর নাম বদলের ঝড়ে এবার উড়ে গেল সিঙ্গুর আন্দোলনে নিহত তাপসী মালিকের নাম। সম্প্রতি সিঙ্গুরের কৃষি মান্ডি থেকে তাপসীর নাম সরিয়ে রাখা হয়েছে সিঙ্গুর কৃষক বাজার। নাম পরিবর্তনের ঘটনায় তাপসী মালিকের বাবা মনোরঞ্জন মালিক বলেন, 'এই নামটা বদল করা উচিত হয়নি। আমাদের মনে আঘাত লেগেছে।'

আসল তৃণমূল কারা, কমিশনকে চিঠি মমতার

কলকাতা, ২৯ জুলাই : কালীঘাটপন্থী না ঋতব্রত, কারা আসল তৃণমূল কংগ্রেস সেই সংক্রান্ত বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তির আর্জি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে ফের চিঠি দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার ওই চিঠিতে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো দাবি করেছেন, নির্ধারিত সময়সীমা পার হয়ে গেলেও 'আসল তৃণমূলের' বিধায়ক তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে কোনও জবাব জমা পড়েছে কি না, তা তাঁদের জানায়নি কমিশন। এমনকি ঋত শিবিরের পক্ষ থেকে কোনও জবাব জমা পড়লেও, তার কোনও প্রতিলিপিও কালীঘাট তৃণমূলকে দেওয়া হয়নি।

কালবিলম্ব না করে দ্রুত নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাতে কমিশনকে আর্জি জানিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, কমিশন প্রথমে ৬ জুলাইয়ের মধ্যে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে জবাব দিতে বলেছিল। পরে দু'দফায় সময়সীমা বাড়ানো হলেও, ২৫ জুলাইয়ের পরও ওই শিবিরের কোনও উত্তর সামনে আসেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, একাধিকবার সুযোগ দেওয়ার পরও জবাব না এলে, বিরোধী পক্ষের অভিযোগ ও দাবিকে গ্রহণযোগ্য বলে ধরা উচিত নয়। তাই আর সময় নষ্ট না করে ২ জুলাইয়ের নির্দেশ অনুযায়ী তদন্তের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। তৃণমূল নেত্রীর অভিযোগ, বারবার সময়সীমা বাড়ানোর সুযোগ নিয়ে বিরোধী শিবির নতুন করে ভুয়ো প্রমাণ ও ভিত্তিহীন দাবি তৈরির চেষ্টা করছে। তাঁর বক্তব্য, ৬ জুলাইয়ের পর ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁর শিবিরের নতুন কোনও অভিযোগ বা দাবি গ্রহণ করা উচিত নয়।

গুরুপূর্ণিমায় চলে গেলেন অমিয়রঞ্জন

কলকাতা, ২৯ জুলাই : ১০০-য় পা রাখার দিনেও ৪০ মিনিট ধরে বেহাগ গেয়েছিলেন, শুনেছিলেন অজস্র শ্রোতা, কিন্তু পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়ার পর আর সামলাতে পারলেন না-- গুরুপূর্ণিমার দিন চলে গেলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রবাদপ্রতিম কণ্ঠসংগীত শিল্পী অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। পড়ে গিয়ে হিপ বোন ভেঙে গিয়েছিল। পুত্র শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,'গুরুপূর্ণিমার দিনটাতেই বাবাকে চলে যেতে হল। হিপ বোন ভাঙার পর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সেরেও উঠেছিলেন। চিকিৎসকদের কথাতেই বাবা বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু ইনফেকশন হয়ে গিয়েছিল। তখন এসএসকেএমে ভর্তি করা হয়। কিন্তু ভেন্টিলেশনে ছিলেন। বুধবার দুপুরে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে সব শেষ হয়ে গেল।' বুধবারই কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

ভারতে শাস্ত্রীয় সংগীতের পরম্পরা বিশ্ববন্দিত এবং সে ঐতিহ্যে বিষ্ণুপুর ঘরানা 'নিজ অঙ্গে বহে নিজ নাম'। এই ঘরানারই পথিকৃৎ ছিলেন অমিয়রঞ্জন। সংগীতের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে পিএইচডি করেছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তালিম দিয়েছেন বহু ছাত্রছাত্রীকে, তৈরি করেছেন পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের। তার মধ্যে অন্যতম পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী।

সাংবাদিক নিগ্রহে রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ২৯ জুলাই : নিট প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে বামপন্থীদের মিছিলে সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় রাজ্যের রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। ওই দিনের ঘটনায় কী পদক্ষেপ করেছে রাজ্য তা তিন সপ্তাহের মধ্যে জানানোর নির্দেশ দিলেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। এই ধরনের সভা বা মিছিলে অপরাধমূলক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে গাইডলাইন তৈরির বিষয়েও রাজ্যের অবস্থান জানতে চেয়েছেন বিচারপতি। ওই দিনের ঘটনায় তদন্ত কোন পর্যায়ে রয়েছে তা জানাতে হবে রাজ্যকে।

ধর্মতলার ঘটনায় একাধিক সাংবাদিক আহত হন। এমনকি হাসপাতালেও চিকিৎসা করাতে হয় তাঁদের। অশান্তি ও সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় ধৃত ১৬ জন মঙ্গলবার জামিন পেয়ে যান। ওই দিনের ঘটনা উল্লেখ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন এক আক্রান্ত সাংবাদিক। তাঁর আইনজীবী জয়দীপ কর অভিযোগ করেন, এই ধরনের ঘটনায় এসওপি তৈরি হওয়া উচিত। যাতে রাজনৈতিক দলগুলির দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহি চাওয়া হবে। নয়তো মাঠেময়দানে নেমে খবর সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। শেষ মুহূর্তে ওই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক অনুমতি ছিল না। রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য জানান, এই ধরনের মিছিল বা সমাবেশ পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট কোনও গাইডলাইন এই মুহূর্তে নেই। তবে রাজ্য শহরের স্বাভাবিক গতি বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছে। আদালত অনুমতি দিলে রাজ্য রিপোর্টে জানাতে পারবে যে, এই ধরনের মিছিল, বিক্ষোভ বা আন্দোলনের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করার প্রস্তাব থাকবে। রাজ্যের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই এই বিষয়ে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেবেন বিচারপতি।

হাউ মাউ খাউ। আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসে কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

তারাতলাকাণ্ডে বাতিল লাইসেন্স

কলকাতা, ২৯ জুলাই : তারাতলাকাণ্ডে বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল কলকাতা পুরসভা। দায়িত্বপ্রাপ্ত আর্কিটেক্ট সুপ্রতিম চৌধুরীর লাইসেন্স বাতিল করা হল। এরফলে তিনি কলকাতা পুর এলাকা তো বটেই রাজ্যের অন্য কোনও প্রান্তে আর্কিটেক্ট হিসেবে আর কাজ করতে পারবেন না। গত ২৪ জুন তারাতলার ট্রান্সপোর্ট ডিপো রোডে নির্মীয়মাণ গুদাম ভেঙে ১৬ জন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে। ঘটনার তদন্তে নেমে একাধিক নির্মাণ সংক্রান্ত বেনিয়মের অভিযোগ সামনে আসে। ১৭ জুলাই ওই নির্মাণ কাজের মূল আর্কিটেক্টকে নিয়ে শুনানি শুরু করে কলকাতার পুরপ্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে। বিল্ডিং ও আইন দপ্তরের আধিকারিকরাও এই শুনানি প্রক্রিয়ায় ছিলেন। সকলের মতামতের ভিত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করল কলকাতার ছোট লালবাড়ী।

আধার, প্যান প্রমাণ নয় : হাইকোর্ট

রিমি শীল

কলকাতা, ২৯ জুলাই : আধার, প্যান, ভোটার কার্ড, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পাসবুক থাকলেই যে ভারতের নাগরিক তা চূড়ান্ত প্রমাণিত হয় না। ডিটেনশন সেন্টারে আটকে থাকা এক ব্যক্তির মামলায় এমনটাই জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মুর্শিদাবাদের লালগোলা ডিটেনশন সেন্টারে নাসির মোল্লা নামে এক ব্যক্তিকে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক রাখা হয়েছে। তাঁকে মুক্ত করতে তাঁর কাকার পরিচয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন সুমন মোল্লা নামে এক ব্যক্তি। নাসিরের স্বপক্ষে ভারতীয় হিসেবে সমস্ত প্রমাণপত্র দেওয়া হয়। কিন্তু বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'ভোটার বা আধার কার্ড দেখিয়ে দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। পরিচয়পত্র এবং নাগরিকত্বের প্রমাণ এক জিনিস নয়।'

এই মামলার রায় দিতে গিয়ে ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, ভোটার তালিকায় নাম থাকার অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভোটাধিকার পেয়েছেন। কিন্তু এটি নাগরিকত্বের চূড়ান্ত নথি নয়। ২০১৬ সালের আধার আইনানুযায়ী, আধার কার্ড মূলত ভারতে বসবাসকারী ব্যক্তির স্বতন্ত্র পরিচয়পত্র ও ঠিকানার পরিচয়পত্র। তা কোনওভাবে নাগরিকত্ব বা ডোমিসাইল অধিকার নিশ্চিত করে না। প্যান কার্ড ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বই আর্থিক লেনদেন ও আয়কর ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। তাতেও নাগরিকত্বের প্রমাণ হয় না। ফরেনার্স অ্যাক্ট অনুযায়ী কারও নাগরিকত্ব নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলে তা প্রমাণের প্রাথমিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরই।

পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি'র দপ্তরে মদন

কলকাতা, ২৯ জুলাই : প্রথমবার পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বুধবার ইডির দপ্তরে হাজিরা দিলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। আগেই তাঁর দুই ছেলে ও স্ত্রী ইডি'র মুখোমুখি হয়েছিলেন। এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সমনে সাড়া দিয়ে বেলা ১২টায় পৌঁছোলেন মদন। সিজিও কমপ্লেক্সে ঢোকার মুখে তিনি বলেন, 'আমি কোনওভাবে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নই। ইডি ডেকেছে। যা বলার তাদেরই বলব। ইডি যাকে মনে করবে ডাকতে পারে।' সাংবাদিকদের নানাবিধ প্রশ্নের মুখে পড়ে একসময় মেজাজও হারান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের তৃণমূল নেতা। মদন বলেন, 'আমার দেরি হয়ে গেলে বলব আপনারা যেতে দেননি। এভাবে একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে আমাকে আহত করে দিলে আমি কারও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না।'

এদিন পরণে সাদা পাঞ্জাবি, পাজামা ও চোখে সানগ্লাস পরে গাড়ি থেকে নামেন মদন। পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত অয়ন শীলের সূত্র ধরে নাম উঠে আসে মদনের। কামারহাটি ও টিটাগড় পুরসভায় বেআইনি নিয়োগে নাম জড়িয়েছে মদনের। নিয়োগের বিনিময়ে অবৈধ কোনও লেনদেন হয়েছিল কি না তা খতিয়ে দেখছে ইডি। ব্যাংকেরও কিছু নথিপত্র নিয়ে আসতে বলা হয় মদনকে। তবে বিধায়ক জানিয়েছেন, তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন তিনি। যা যা নথি চাওয়া হয়েছিল, সবটাই তিনি নিয়ে এসেছেন।

> আমি কোনওভাবে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নই। ইডি ডেকেছে। যা বলার তাদেরই বলব। ইডি যাকে মনে করবে ডাকতে পারে।
>
> মদন মিত্র

গত মে মাসে বিধায়কের একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। ভবানীপুরের বাড়ি থেকে বেশকিছু ব্যাংক লেনদেনের তথ্য ইডির হাতে এসেছে। এমন দুটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে, যার লেনদেন সন্দেহজনক বলে মনে করছে ইডি। সেই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে চাইছেন তদন্তকারীরা। ধৃত অয়নের সম্পর্কেও জানতে চাওয়া হয়। এদিন দুই দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রীকে। পরিবারের বয়ানের ভিত্তিতে দ্বিতীয় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় মদনকে। তবে মদনকে ইডির তলব প্রসঙ্গে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'যে যা কর্ম করেছে সে তার ফল ভোগ তো করবেই। অন্যায় না করলে ভয়ের কোনও কারণ নেই।'

বৃষ্টিভেজা মহানগর। বুধবার ধর্মতলায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

তথ্য কমিশন থেকে ইস্তফা

কলকাতা, ২৯ জুলাই : রাজ্য তথ্য কমিশনের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিলেন তৃণমূল সাংসদ রাজীব কুমারের স্ত্রী সঞ্চিতা কুমার। মঙ্গলবার মেয়াদ শেষ হওয়ার দেড় বছর আগে রাজ্যপাল আরএন রবির কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন তিনি। প্রশাসন সূত্রে খবর, পদত্যাগপত্র পেশের পর দিল্লি গিয়েছেন সঞ্চিতা। বর্তমানে রাজ্যসভার অধিবেশনের জন্য সেখানেই রয়েছেন তাঁর স্বামী রাজীব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে রাজ্যের তথ্য কমিশনের সদস্য হিসেবে সঞ্চিতা কুমারকে মনোনীত করা হয়েছিল। পালাবদলের পর পূর্বতন সরকারের মনোনীত পদাধিকারীদের বড় অংশ ইস্তফা দিয়েছেন। এবার সেই তালিকায় নাম জুড়ল সঞ্চিতা কুমারের।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৭৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৩ শ্রাবণ ১৪৩৩

দুর্নীতিবিরোধী দাওয়াই

না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা...। কেন্দ্রে ক্ষমতা দখলের পর এই ভাষায় দুর্নীতিবিরোধী যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারপর কেটে গিয়েছে ১২ বছর। দেশ থেকে দুর্নীতি মুছে গিয়েছে- এমনটা নয়। বরং বহু দুর্নীতি প্রচারমাধ্যম এবং লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যায়। আবার অযোধ্যার রাম মন্দির থেকে প্রণামি চুরির মতো নিন্দনীয় এবং লজ্জাজনক ঘটনাও সামনে চলে আসে।

চুরি, দুর্নীতির আঁধার পশ্চিমবঙ্গের আকাশেও রয়েছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে গত বিধানসভা ভোটে বিজেপির প্রচারের অন্যতম প্রধান ইস্যুই ছিল দুর্নীতি। পালাবদলের পর একের পর এক চুরি, দুর্নীতির ফাইল খোলা হচ্ছে। শেষপর্যন্ত কতগুলি অভিযোগের নিষ্পত্তি হবে এবং প্রকৃত দোষীর শাস্তি হবে- সেটা অবশ্য অনিশ্চিত।

তবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার বাংলাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে যে পদক্ষেপগুলি করছে, তা জনসাধারণের প্রত্যাশাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। দুর্নীতি রুখতে একগুচ্ছ টোল ফ্রি ফোন নম্বর চালুর সিদ্ধান্ত এবং কাটমানি, অবৈধ টোল কিংবা বেআইনি মদের ঠেকের বিরুদ্ধে বিজেপি সরকারের কঠোর পদক্ষেপকে নবান্নের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বলাই যায়।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসকের স্বচ্ছতা ও সততাই শেষ কথা। তৃণমূল জমানায় শাসকদলের একাধিক নেতা-মন্ত্রীর বিরুদ্ধে একের পর এক চুরি ও দুর্নীতির অভিযোগ সাধারণ মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছিল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, সরকারি সুযোগসুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে কাটমানি এবং তোলা আদায়ের সংস্কৃতি জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছিল সিন্ডিকেটরাজের রমরমা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার। পাড়ায় পাড়ায় সাধারণ মানুষের মুখে তৃণমূলের মামুলি জনপ্রতিনিধিদেরও সম্পত্তি রাতারাতি ফুলেফেঁপে ওঠার অভিযোগ শোনা যেত। প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিংবা জনকল্যাণমুখী প্রকল্প, ত্রাণ বা সাধারণের হকের অর্থ লুটে নেওয়ার মতো সীমাহীন দুর্নীতিই পূর্বতন শাসকদলের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল।

বিজেপি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। এই প্রেক্ষাপটে নতুন সরকারের শুরু থেকেই দুর্নীতিবিরোধী ভাবমূর্তি গড়ে তোলা জরুরি ছিল। পোড়খাওয়া রাজনীতিক মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ভালোই জানেন, বাংলার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির যে জাল বিস্তার করে আছে, তা উপড়ে ফেলা সহজ নয়। টোল ফ্রি নম্বর চালু করে সাধারণ মানুষের অভিযোগ শোনার ব্যবস্থা রাতারাতি ম্যাজিকের মতো সব দুর্নীতি বন্ধ করে দেবে না।

বরং এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে হাজারো প্রশ্ন উঠতে পারে, সংশয় থাকতে পারে। কিন্তু দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এই মানসিকতা এবং প্রথম দিন থেকে কড়া পদক্ষেপ করার জেদ নিঃসন্দেহে সাধুবাদযোগ্য। অন্তত দুর্নীতিবাজদের মনে যা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হবে। সেটা সুশাসনের প্রথম শর্ত। আর্থিক দুর্নীতি বা ঘুষ নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু যখন দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয় বা রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে, তখন তা সমাজের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।

নতুন বিজেপি সরকার এই রাহুগ্রাস থেকে বাংলাকে মুক্ত করতে সচেষ্ট। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করুন বা না করুন, পরিবর্তনের পক্ষে মানুষের রায় এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। টোল ফ্রি নম্বর চালু বা কন্ট্রোল রুম তৈরি শুভেন্দুর একটি দীর্ঘ লড়াইয়ের সূচনা মাত্র। ক্ষমতার অলিন্দে থাকা মানুষ যাতে পুনরায় পুরোনো অভ্যাসের দাস না হয়ে পড়েন, তা নিশ্চিত করা হবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

দুর্নীতিমুক্ত বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে হলে প্রশাসনকে রাজনৈতিক প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে হবে। টোল ফ্রি নম্বরের মাধ্যমে সরাসরি আমজনতার অভিযোগ শোনার প্রয়াস ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্বচ্ছতার প্রতীক। এই ধারা বজায় থাকলে এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই ব্যবস্থার ওপর নজরদারি চালাতে পারলে হয়তো বাংলার প্রশাসনিক সংস্কৃতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

অমৃতধারা

ঈশ্বর সব মানুষের মধ্যেই আছে, কিন্তু সব মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রভাব থাকবে, সেটার প্রয়োজনীয়তা নেই। এইজন্যই আমরা মানুষ নিজের দুঃখে পীড়িত আছি। যদি আপনি কর্ম করেন, তাহলে নিজের কর্মের প্রতি ভক্তির ভাব থাকা অতি আবশ্যক। তখন সেই কর্ম একমাত্র সার্থক হতে পারে। একজন সাংসারিক মানুষ, যিনি কিনা সৎভাবে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত নন, তার জীবনে কোনো আশা রাখাই উচিত নয়। যদি আমাদের ঈশ্বরের দেওয়া শক্তিকে সৎ এবং ভালো কাজে ব্যবহার করতে হয় তাহলে ঈশ্বরের কৃপা পাওয়ার জন্য নিজেদের জীবনকে সমাজের ভালো কাজের জন্য ব্যয় করা উচিত। নৌকাকে সর্বদা জলের উপরেই থাকা উচিত কিন্তু জলকে নৌকার উপর থাকা উচিত নয়।

- রামকৃষ্ণ

রবীন্দ্রনাথের সমবায় ভাবনা ও বর্তমান

কৃষকের মুক্তির স্বপ্নে গড়া সমবায় আজ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে সংকটের কঠিন প্রশ্নে।

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

ফিরে দেখা।। শিলাইদহে কৃষকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দরিদ্র কৃষকদের সুদখোর মহাজনের হাত থেকে চিরতরে রক্ষা করার জন্য আজ থেকে প্রায় ১২১ বছর আগে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জমিদারি সেরেস্তা অধুনা বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার পতিসরে 'পতিসর কৃষি সমবায় ব্যাংক' স্থাপন করেছিলেন। তৎকালীন গ্রামীণ সমাজে মহাজনদের শোষণ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে কৃষকদের মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ স্থির করেছিলেন যে, কৃষকদের স্বনির্ভর করে তুলতে হবে। তিনি আত্মীয়স্বজন এবং শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে ধারদেনা করে ব্যাংকের প্রাথমিক মূলধন জোগাড় করেন। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর নোবেল পুরস্কারের প্রায় সমস্ত অর্থটাই, যা সে সময় প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ছিল, এই ব্যাংকের মূলধন হিসেবে জমা করেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বই বিক্রির রয়্যালটির টাকা এবং বিদেশে বক্তৃতা করে প্রাপ্ত নয় হাজার টাকাও ব্যাংকের মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করেন। দরিদ্র কৃষকদের উদ্দেশে আবেগপ্রবণ হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল এসে যায়। এরা সবাই আমার বৃহৎ পরিবারের লোক।' নামমাত্র সুদে ঋণদানের পাশাপাশি নিরক্ষর দরিদ্র কৃষকদের শিক্ষিত করে তোলার কাজটিও তিনি এই ব্যাংকের মাধ্যমে শুরু করে দেন। প্রায় ৬০০টি গ্রামকে ব্যাংকের আওতায় এনে গোটা কালীগ্রাম পরগনার অধিবাসীদের মহাজনি ঋণজাল থেকে মুক্ত করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কেবল একজন স্বপ্নদ্রষ্টাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সার্থক রূপকার। বাংলার কৃষকদের স্বনির্ভর করার এই যে মডেল তিনি তৈরি করেছিলেন, তা সমকালীন ভারতবর্ষে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। তাঁর এই দূরদৃষ্টি আজও সমবায় আন্দোলনের গবেষকদের কাছে এক বিস্ময়। এর অনেক পরে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কোঅপারেটিভ ব্যাংক স্থাপিত হয়, যা এখন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংক নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত অবিভক্ত বাংলার প্রথম সমবায় ব্যাংকটি দীর্ঘ কুড়ি বছর অভাবনীয় সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে গিয়েছে।

গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে কবিগুরুর সমবায় ভাবনার শিকড় এতটাই গভীরে প্রোথিত ছিল যে, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কেবল অর্থ দিলেই কৃষির উন্নতি সম্ভব নয়, প্রয়োজন আধুনিক শিক্ষার। তাই ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে কৃষি ও সমবায় সম্পর্কে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ নিতে সুদূর আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন। সেই যুগে এমন বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনা ছিল সত্যিই বিরল। উচ্চশিক্ষা লাভের পর দেশে ফিরলে কবিগুরু তাঁদের পতিসরে কৃষিকাজ ও সমবায় ব্যাংক পরিচালনার দায়িত্ব দেন। এই পদক্ষেপ প্রমাণ করে সমবায় ব্যবস্থাকে তিনি কতটা গুরুত্ব দিতেন।

স্বাধীনতা লাভের পর গান্ধিজির গ্রাম স্বরাজ ভাবনার আধারে সমবায় ব্যবস্থাকে গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম হাতিয়ার করে তোলা হয়। মহাত্মা গান্ধিও ঠিক এই কথাই বলতেন যে ভারতের আত্মা তার গ্রামগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে। কংগ্রেস আমলে সমবায় গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশের পাশাপাশি দরিদ্র মানুষের সঙ্গে একাত্মতা গড়ে তোলার মাধ্যম হয়ে ওঠে। তখন সমবায় সমিতিগুলির পরিচালকমণ্ডলী গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বোর্ডের হাতে থাকত। কিন্তু ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যে বাম শাসনের শুরু থেকে অবস্থাটা পালটে যেতে থাকে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত বোর্ড ভেঙে দলীয় নেতা অথবা সরকারি প্রশাসক বসানোর প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন থেকেই। নতুন নির্বাচন হলেও পেশিশক্তির জোরে ক্ষমতাসীন দল ছাড়া অন্য কাউকে দাঁড়াতেই দেওয়া হত না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল, রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সমবায়ের মতো এমন একটি পবিত্র ও জনকল্যাণমুখী ব্যবস্থাকে কলুষিত করতে পিছপা হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালে দরিদ্র কৃষকদের মহাজনদের হাত থেকে বাঁচাতে পতিসর কৃষি সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিজের নোবেল পুরস্কারের অর্থও তিনি সেখানে বিনিয়োগ করেন। স্বাধীনতার পর সমবায় আন্দোলন গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি হলেও, বর্তমানে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও ব্যাপক দুর্নীতির কারণে এই ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসের মুখে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় সমবায়ের করুণ অবস্থা চোখে পড়ার মতো। লক্ষ লক্ষ কৃষকের বদলে সামান্য কিছু মানুষ এর সুবিধা পাচ্ছেন, আর কোটি কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারি গোটা ব্যবস্থাকেই চরম সংকটের মুখে ফেলেছে।

২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে অবস্থার আরও বেশি অধঃপতন হল। সরকার অগণতান্ত্রিকভাবে সমবায় ব্যবস্থা থেকে নির্বাচন প্রথাটাই তুলে দিল। নির্বাচিত কমিটির পরিবর্তে প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠানে অনুগত আমলা এবং দলের নেতাদের প্রশাসক নিযুক্ত করে গণতন্ত্রের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটাল সরকার। আমলারাই হলেন এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রথম এবং শেষ কথা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতোই কায়েমি স্বার্থ আর দুর্নীতি গ্রাস করল গোটা সমবায় ব্যবস্থাকে। রাজ্য সরকার প্রশাসনকে দিয়ে নানা কৃষিবহির্ভূত প্রকল্প চাপিয়ে দিতে থাকল ব্যাংকগুলির ওপর। রাজ্য সমবায় ব্যাংক মূলত প্রাথমিক সমিতিগুলোকে ঋণ দানের জন্য নাবার্ড থেকে স্বল্প সুদে ঋণ পায়। অথচ রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যাংক থেকে বিনা জামানতে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড ও ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের ভার চাপানো হল, যার সঙ্গে কৃষকদের কোনও সম্পর্কই নেই। এইসব ঋণের বেশিরভাগ অনাদায়ী হয়ে ব্যাংকের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে সমবায় ব্যাংকগুলো একসময় কৃষকদের বিপদের বন্ধু ছিল, আজ সেগুলো পরিণত হয়েছে রাজনৈতিক দলদাসের আস্তানায়। এই বিপুল পরিমাণ অনাদায়ী ঋণ ভবিষ্যতে গোটা ব্যাংকিং পরিকাঠামোকে খাদের কিনারায় ফেলে দিতে পারে। পাশাপাশি রাজ্যের ৪১৭০টি সমিতিকে কম্পিউটার সিস্টেমের আওতায় আনতে নাবার্ডের ৭৮ কোটি টাকার প্রকল্প নিয়েও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, যেখানে দপ্তরের বড় বড় আমলাদের নাম জড়িয়েছে।

আশার কথা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সমবায় দপ্তরের কর্মী নিয়োগ ও দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে সিবিআইকে ছাড়পত্র দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে ২০০৯ সালে পরিচালন কমিটির শেষ নির্বাচন হয়েছিল। ২০১২ সালে নির্বাচিত বোর্ড ভেঙে প্রশাসক নিযুক্ত করার পর আজ পর্যন্ত আর নির্বাচন হয়নি। ৮৮ শতাংশ প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিগত সরকারি দলের প্রতিনিধিরা বোর্ড পরিচালনা করছেন। অন্য দলের প্রতিনিধিদের দাঁড়াতেই দেওয়া হয় না।

দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক আধিপত্যের ফলে পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলন কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের কথাই ধরা যাক, যেখানে কাজ করে রাজ্য সমবায় ব্যাংকের কোচবিহার আঞ্চলিক দপ্তর। গত চল্লিশ বছর ধরে ব্যাংকের শাখা মাত্র ছয়টি। দুই জেলার প্রায় ৫০ লক্ষ জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ কৃষিকাজে যুক্ত থাকলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ২০ লাখ। অথচ এই বিপুল কৃষিজীবীর মধ্যে মাত্র ১ লক্ষ ৩১ হাজার মানুষকে সমবায়ের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ২২৪টি নিবন্ধীকৃত সমিতির মধ্যে মাত্র ১২৮টিতে ঋণ দান করা হচ্ছে। বর্তমানে মাত্র ৭২ হাজার মানুষ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন। গত পাঁচ বছরে গড়ে মাত্র ১৭ থেকে ১৮ হাজার মানুষ নিয়মিত ঋণ নেওয়া-দেওয়া করেছেন। স্বাধীনতার পর যে সমবায় আন্দোলন জাতীয় নেতাদের চোখের মণি ছিল, আজ তার সদস্য হতে বছরে মাত্র ছয়-সাতশো মানুষ আগ্রহ প্রকাশ করছেন। সমিতিগুলোকে স্বাবলম্বী করতে দুই জেলায় ৬২টি মিনি ব্যাংক গড়া হলেও চালু আছে মাত্র ৩৫টি। বাম আমলের শেষ দিক থেকে মহিলা পরিষেবামূলক সমিতির মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে দেওয়া লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণের বড় অংশ আজও অনাদায়ী। ব্যাংকের নির্লিপ্ততায় কয়েকটি সমিতি ভয়ংকর আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে। তুফানগঞ্জের একটি পরিষেবামূলক সমিতির মাধ্যমে ব্যাংকের ৯৮ লক্ষ টাকা ঋণের পুরোটাই তছরুপ হয়ে যায়। তৎকালীন রাজ্যপালের কাছে অভিযোগের প্রেক্ষিতে ভিজিল্যান্স তদন্ত হয়। তদন্তের ভিত্তিতে ২০১৩ সালের ৬ জুন ওই সমিতির সম্পাদক ও দুই কর্মীর বিরুদ্ধে তুফানগঞ্জ থানায় সরকারিভাবে এফআইআর দায়ের হয়। কিন্তু গ্রেপ্তার এড়াতে অভিযুক্তরা এক তৃণমূল নেতার হাত ধরে ক্ষমতাসীন দলে যোগ দেয়। মামলা ওখানেই শেষ হয়ে যায় এবং অভিযুক্তরা বুক ফুলিয়ে ঘুরছেন। যেখানে রবীন্দ্রনাথ নিজের গাঁটের টাকা খরচ করে কৃষকদের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন, সেখানে আজ মানুষের করের টাকা নয়ছয় করা হচ্ছে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায়। সাধারণ কৃষকরা ব্যাংকের দরজায় ঘুরে ঘুরে হতাশ হচ্ছেন, অথচ প্রভাবশালীরা টাকা লুট করে বহালতবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই বৈষম্য সমবায়ের মূল আদর্শকেই আজ চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

২০২০

আজকের দিনে প্রয়াত হন শিল্পী সোনম শেরিং লেপচা।

১৯৭৩

গায়ক সোনু নিগমের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

জাতীয় দলের সঙ্গে আমার সময় শেষ। আমি ইতিহাস তৈরি করেছি। নিজের রক্ত, নিজের জীবন দিয়েছি। আমি খুব খুশি ছিলাম। হলুদ জার্সির জন্য সবসময় লড়াই করেছি। তবে আ আমি লড়তে চাই না। ম্যাচের প বলেছিলাম, আমরা এতটা গা-ছাড়া মনোভাব দেখাতে পারি না।

- নেইমা

ভাইরাল/১

জনপ্রিয় হরিয়ানভি গায়িকা কাজল চৌধুরী তাঁর ৯০ বছর বয়সি শাশুড়ি কাঁওয়ারে বসিয়ে প্রায় ২৫০ কিলোমিট পথ হেঁটেছেন। উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারের পবিত্র 'হর কি পৌড়ি' থেকে গঙ্গার জল নিয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন কাজল।

ভাইরাল/২

'মোক্ষ' লাভের আসায় তিরুভান্নামালাইয়ে মোক্ষমার্গে দুই পাথরের সংকীর্ণ পথে হামাগুড়ি দিয়ে বের হতে গিয়ে আটকে পড়েন অন্ধ্রপ্রদেশের এক মহিলা। শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় তিনি চিৎকার করতে থাকেন। আশপাশের পুণ্যার্থীরা তাঁকে উদ্ধার করেন।

জনমন জনমত

উন্নয়নেও প্রশ্ন সৌজন্য নিয়ে

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বর্ধমান রোডের ফ্লাইওভার উদ্বোধনের পর স্বভাবতই খুশি শহরবাসী। একথা অস্বীকার করার কারণ নেই যে, শহরের যানজট সমস্যা দূর করতে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প যার রূপায়ণে মন্ত্রী হিসাবে এবং শিলিগুড়ির মহানাগরিক হিসাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন গৌতম দেব। সৌন্দর্যায়ন পরিকল্পনা সহ ফ্লাইওভারের নীচে পার্কিং, শিশুদের খেলার জায়গা ও প্রবীণদের বসার জায়গা তৈরির পরিকল্পনাও তাঁরই করা। নতুন সরকার সেই পরিকল্পনা সমূহ অব্যাহত রাখবে, না এতে পরিবর্তন আনবে- সময়ই তার জবাব দেবে।

আমার বক্তব্য, সোমবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গৌতম দেবের উপস্থিতি শহরের একটা বড় অংশের মানুষের কাছে প্রত্যাশিত ছিল। এই প্রকল্পের সঙ্গে যার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, উদ্বোধনে তাঁর ডাক না পাওয়ার কারণ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কি না তা অবশ্য জানা নেই। তবে আমরা আশা করতেই পারি, এবার অন্তত রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে সৌজন্যবোধটা ফিরে আসুক।

প্রদ্যুৎকুমার সেন
আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলেজপাড়া।

গঙ্গারামপুরে বাইপাস বা উড়ালপুল চাই

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে জানতে পারলাম, গাজোল থেকে হিলি পর্যন্ত ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্য ডিপিআর তৈরির কাজ শুরু হতে চলেছে। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ হোক জেলার নাগরিক হিসেবে আমরাও সমর্থন করছি, কিন্তু দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর গঙ্গারামপুর কালীতলা থেকে কালদিঘি পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা শহরের প্রাণকেন্দ্র। এই রাস্তাটি আগে ছিল গ্রামীণ সড়ক, পরবর্তীতে রাজ্য সড়ক এবং তারপরে জাতীয় সড়কে রূপান্তরিত হয়।

বর্তমান পরিস্থিতি অনুসারে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ করতে হলে শহরের পাশ দিয়ে বিকল্প বাইপাস রাস্তা অথবা কালীতলা থেকে কালদিঘি পর্যন্ত ওভারব্রিজ না করলে শহরের হাজার হাজার মানুষের রুটিরুজি বন্ধ হয়ে যাবে। জাতীয় সড়ক পরিবহণ দপ্তর ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে গঙ্গারামপুর নাগরিক কমিটির তরফে আবেদন, জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণে গঙ্গারামপুর শহরের পাশ দিয়ে বাইপাস অথবা উড়ালপুল করে রাস্তার সম্প্রসারণ করা হোক। তাতে যেমন শহর বাঁচবে, বাঁচবে শহরের হাজার হাজার মানুষের রুটিরুজি।

প্রাণগোপাল সাহা
গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

স্বশাসনের ক্ষমতা কার হাতে?

স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে গিয়ে স্থানীয় স্বশাসনের সাংবিধানিক পরিসর সংকুচিত হচ্ছে কি না বলে প্রশ্ন উঠছে।

শেখর সাহা

প্রতীকী।

ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃত শক্তি নিহিত রয়েছে দেশের প্রায় আড়াই লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতে। মহাত্মা গান্ধির গ্রাম স্বরাজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে ১৯৯২ সালের ৭৩তম সংবিধান সংশোধন এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে গৃহীত হয়, যা ১৯৯৩ সাল থেকে কার্যকর হয়। সংবিধানের নবম অংশ এবং অনুচ্ছেদ ২৪৩-জির মাধ্যমে পঞ্চায়েতকে কেবল সরকারের একটি শাখা নয়, বরং প্রকৃত স্বশাসনের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার সাংবিধানিক অঙ্গীকার করা হয়। একাদশ তফশিলে অন্তর্ভুক্ত উনত্রিশটি উন্নয়নমূলক বিষয়ের মাধ্যমে উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা স্থানীয় মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়। এটি কেবল কোনও প্রশাসনিক রুটিন সংস্কার ছিল না। বরং বলবন্ত রায় মেহতা কমিটি থেকে শুরু করে এলএম সিংভি কমিটির নীতিগত সুপারিশকে মাথায় রেখে ভারতের গণতন্ত্রকে আরও অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও স্বায়ত্তশাসিত করার এক সচেতন প্রয়াস ছিল।

এই দীর্ঘদিনের সাংবিধানিক চেতনার প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের আর্থিক ক্ষমতায় প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর নতুন আইনি ও প্রশাসনিক উদ্যোগ এক গভীর আলোচনার জন্ম দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে মূল যুক্তি হল আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ, সরকারি তহবিলের সঠিক সুরক্ষা এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। বাস্তবতার নিরিখে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে গ্রামীণ স্তরে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অর্থ বণ্টন ও ব্যবহারে আর্থিক অনিয়মের অজস্র অভিযোগ সামনে এসেছে।

তবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক কঠোরতা বাড়াতে গিয়ে মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সম্পূর্ণ আমলাতন্ত্রের হাতে কেন্দ্রীভূত করা কতটা যৌক্তিক, সেই প্রশ্নটিই এখন রাজনৈতিক সচেতন মহল ও সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মুখে ঘুরপাক খাচ্ছে। গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনিক আধিকারিক উভয়েরই ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং একে অপরের পরিপূরক। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের অভাব-অভিযোগ ও অগ্রাধিকার বুঝে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করেন, অন্যদিকে প্রশাসনিক আধিকারিকরা সরকারি বিধি, আইন ও আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে তা বাস্তবায়ন করেন। কিন্তু যদি আর্থিক ক্ষমতা বা তহবিলের চূড়ান্ত অনুমোদন সম্পূর্ণভাবে সরকারি আধিকারিকদের হাতে চলে যায়, তবে জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা কেবল নামমাত্র হয়ে পড়ার চরম ঝুঁকি থাকে, যা সংবিধানের মূল দর্শনকে দুর্বল করে তুলতে পারে।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এবং ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রী কমিশনের সুপারিশও স্পষ্ট করে দেয় যে স্থানীয় সরকারে স্বায়ত্তশাসন খর্ব না করেও স্বচ্ছতা আনা সম্ভব। দ্বিতী প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন কিংবা পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে মূল সুরই ছিল স্থানীয় স্বশাসন সংস্থাগুলির আর্থিক সক্ষমত ও জবাবদিহিতা বাড়ানো, তাদের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া নয় পশ্চিমবঙ্গ একসময় নিয়মিত ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন এব স্থানীয় স্তরে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে সমগ্র দেশের সামনে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের এক অগ্রদূত মডেল হিসেবে পরিচিত ছিল। তাই আজকের এই নতুন প্রেক্ষাপটে রাজনৈতি মতভেদের ঊর্ধ্বে উঠে নীতিগত জায়গা থেকে ভাবনাচিন্তা কর অত্যন্ত জরুরি।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা বজায় রাখা যে কোনো কল্যাণকামী সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার হওয়া উচিত, কি সেই কাজ করতে গিয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সাংবিধানি অধিকার খর্ব করা দীর্ঘমেয়াদে স্থানীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলে নড়বড়ে করে তুলতে পারে। সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত দুর্নীতির উৎস বন্ধ করা, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার গণতান্ত্রি কাঠামোকে সংকুচিত করা নয়। ই-টেন্ডারিং, কঠোর নিরপেক্ষ অডিট, প্রতিনিধি ও কর্মীদের সঠিক প্রশিক্ষণ এবং গ্রামসভা শক্তিশালী করার মাধ্যমে স্বচ্ছতা অর্জিত হতে পারে। ভারতে গণতন্ত্রের সাফল্য কেবল প্রশাসনিক ভবনে নির্ধারিত হ না, তা বজায় থাকে দেশের প্রতিটি প্রান্তিক গ্রামের নির্বাচি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে। তাই গ্রামের মানুষের হাতেই গ্রামে উন্নয়নের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা বর্তমান পরিস্থিতির সবচেয়ে পরিপক্ব ও গণতান্ত্রিক সমাধান।

(লেখক প্রাবন্ধিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫১০

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। অনির্দিষ্ট একজন ৩। বাণাসুরে ইষ্টদেবতা ৪। সাহায্য, সহযোগিতা ৫। প্রধা কেন্দ্র ৭। চাবুক-এর আরেক নাম ১০। স্বকীয় আসন ১২। পাকাবাড়ির উপরতলা ঘর ১৪। তা ও দস্তা মিশিয়ে তৈরি ধাতু ১৫। সদ্ভাব, মনের মি ১৬। দরিদ্র, নিঃস্ব, অতিশয় লোলুপ।

উপর-নীচ : ১। পুরাণে বর্ণিত সপ্তলোকের অন্যত ২। ফলবিশেষ, রংবিশেষ, লক্ষ্মীদেবী ৩। ধুলো-এ আরেক নাম ৬। হাতপাখা ৮। শালের পাগড়িবিশে শ্যামবর্ণা কালো ৯। মানভোজন, আহারা ১১। লোকবল, বহুলোক থাকার ফলে অর্জিত ব ১৩। ভঙ্গুর, পাশ্চত্য নৃত্যবিশেষ।

সমাধান ■ ৪৫০৯

পাশাপাশি : ২। বাগ্জাল ৫। জুলাই ৬। জননায় ৮। বোরা ৯। কাকা ১১। কমলকলি ১৩। দার ১৪। বাদসাদ।

উপর-নীচ : ১। অজুহাত ২। বাই ৩। জাহা ৪। জমক ৬। জরা ৭। নাটিকা ৮। বোদাল ৯। কা ১০। বাজিকর ১১। কচাল ১২। কণাদ ১৩। দাদ।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শা-র অপসারণে অনড় রাহুল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : শাসক-বিরোধী স্লোগান, পালটা স্লোগান, ওয়াকআউটের মধ্যেই বুধবার লোকসভায় ধ্বনিভোটে পাশ হয়ে গেল পাবলিক এগজামিনেশন (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) সংশোধনী বিল, ২০২৬ বা সংক্ষেপে প্রশ্নপত্র ফাঁস বিল। এবার সেটি যাবে রাজ্যসভায়। সেখানে আলোচনার জন্য ৭ঘন্টা বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে বিল পাশের আগে তা নিয়ে আলোচনার সময় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বক্তব্যকে ঘিরে তুমুল বিতর্ক বাধে সভাকক্ষে।

বুধবার দুপুরে লোকসভায় যেখানে তিনি থেমেছিলেন সন্ধ্যায় কংগ্রেস দপ্তরে সেখান থেকেই মোদি সরকার এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে নিশানা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। ২০ জুলাই পড়ুয়াদের সংসদ চলো অভিযানে পুলিশি বর্বরতার জন্য অমিত শা-কে কাঠগড়ায় তুলে তিনি বলেছেন, 'অমিত শা-কে অবিলম্বে সরাতে হবে।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশেই পড়ুয়াদের ওপর ছররা গুলি চালানো হয়েছিল বলে লোকসভায় জানান তিনি। তখন কিরেন রিজিজু, জিতেন্দ্র সিং প্রমুখ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতাও করেছিলেন। এমনকি তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে বলেও দাবি করে সরকার পক্ষ। কিন্তু রাহুল সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, 'আমি কিছুতেই ক্ষমা চাইব না।' তাঁকে লোকসভায় বলতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলেই তিনি সাংবাদিক বৈঠক করতে বাধ্য হয়েছেন বলেও দাবি করেন রাহুল।

অমিত শা আদৌ গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা তার কোনও প্রমাণ রাহুল দেখাতে পারবেন কিনা তা জানতে চান রিজিজু। অপরদিকে পিএমও-র প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং বলেন, 'পড়ুয়াদের ওপর শুধমাত্র কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করা হয়েছিল। কোনও ছররা গুলি চালানো হয়নি।' রাহুলের বোধবুদ্ধি নিয়ে কটাক্ষ করে তিনি এও বলেন, গুলি

> স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ ছাড়া এভাবে বলপ্রয়োগ করা যায় না। আমরাও সরকারে ছিলাম। হয় উনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, নয়তো পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের পরামর্শ, অমিত শা-কে সরান।
>
> রাহুল গান্ধি
>
> পড়ুয়াদের ওপর শুধুমাত্র কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করা হয়েছিল। কোনও ছররা গুলি চালানো হয়নি।
>
> জিতেন্দ্র সিং

চালানোর নির্দেশ শুধুমাত্র ম্যাজিস্ট্রেটই দিতে পারেন। পুলিশ দিতে পারে না।

জবাবে সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল বলেন, 'আমাদের পড়ুয়াদের নৃশংসভাবে মারা হয়েছে। ছররা গুলি, শক ব্যাটন, পেরেক লাগানো লাঠি দিয়ে মারা হয়েছে। মহিলা, নাবালকদেরও মারা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ ছাড়া এইধরনের বলপ্রয়োগ করা যায় না। আমরাও সরকারে ছিলাম। হয় উনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। নয়তো উনি পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। হিংসা কারা করেছে? দিল্লি পুলিশ আর র‍্যাফ। দুটোই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আওতায়। যে কারণেই হোক, প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের পরামর্শ, অমিত শা-কে সরান।' অমিত শা-কে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন তার জবাব পাননি বলেও

ধ্বনি ভোটে পাশ প্রশ্নপত্র ফাঁস বিল

জানান রাহুল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দোষী বলেই এদিন তিনি সংসদে আসেননি বলে খোঁচা দেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টের তদারকিতে একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটিকে তদন্ত করানোর দাবি তোলার পাশাপাশি রাহুল এও জানান, 'কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নীরবে ছায়ার মতো পড়ুয়াদের আক্রমণ করছে। হুমকি দিচ্ছে। পড়ুয়ারা কোনও অপরাধ করেনি। কোনও ভুল করেনি।'

ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পর থেকে লাগাতার শা-র বিরুদ্ধে সরব বিরোধী দলনেতা। ছররা গুলি চালানোর বিষয়টি কেন্দ্র যেভাবে অস্বীকার করেছে তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে রাহুল। তিনি বলেন, 'ছররা গুলিতে আহত একজনকে সাংবাদিকদের সামনে হাজির করিয়েছিলাম। এইমসের রিপোর্টেও বলা হয়েছে, তাকে পেলেট গান দিয়ে মারা হয়েছে। এক জন নয়। অনেককেই। কারা মারল? আমি তাহলে মিথ্যা বলছি? ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছি। সরকার কি চায় আমি এবার রাইফেল নিয়ে আসব?'

এদিন লোকসভায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কেন্দ্রকে বিঁধে তাঁর অভিযোগ, ধর্মেন্দ্র প্রধান কেবলমাত্র একজন প্রতীক। দেশের শিক্ষা মন্ত্রকের আড়ালে প্রকৃতপক্ষে আরএসএস-ই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করছে। তিনি বলেন, 'আরএসএস দেশের পড়ুয়াদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে বাধা দিচ্ছে এবং তাদের উপর মনগড়া ইতিহাস চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।' পড়ুয়াদের সাহসের প্রশংসা করে রাহুলের মন্তব্য, 'আমি দেশের পড়ুয়াদের জন্য গর্বিত। ওদের সেই সাহস আছে যেটা ওদের বাবা-মায়েদের নেই।' বিলটিকে কটাক্ষ করে রাহুল বলেন, 'যখন সার্জারির প্রয়োজন তখন ব্যান্ডেড লাগানো হচ্ছে।'

এক পড়ুয়ার সঙ্গে নিজের কথোপকথনের প্রসঙ্গে লোকসভায় টেনে আনেন রাহুল। তিনি বলেন, ওই পড়ুয়া আমাকে জানিয়েছিলেন, সমাজে তিন ধরনের মানুষ রয়েছে, পড়ুয়া, ইডিয়ট (বোকা) এবং অন্ধভক্ত। ওই পড়ুয়া আমাকে বলেছিল, অন্ধভক্ত হলেন এমন একজন, যিনি বিশ্বাস করেন যে, একজন ইডিয়টই ঈশ্বর।' রাহুলের মন্তব্যের সমালোচনা করে রিজিজু বলেন, বিরোধী দলনেতা অসংসদীয় শব্দ ব্যবহার করছেন। আপত্তি জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও। শেষমেশ স্পিকার ওম বিড়লা রাহুলের কিছু শব্দ রেকর্ড থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেন। এদিকে বিরোধী দলনেতার পাশে দাঁড়িয়ে কালীঘাটপন্থী তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেন, 'রাহুল গান্ধি কাউকে ইডিয়ট বলেননি। তিনি একটি শ্রেণির মানুষের কথা বলছিলেন। কিন্তু সরকারপক্ষ চিৎকার করে তাঁকে বক্তব্য শেষ করতেই দিল না। এটাই কি গণতন্ত্র?'

গ্রেপ্তার স্বাভাবিক, সাফাই নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : সিপিএমের সদর দপ্তর একে গোপালন ভবনে দিল্লি পুলিশের অভিযান এবং এসএফআই নেত্রী ঐশী ঘোষকে গ্রেপ্তারের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল সংসদের দু-কক্ষ। মঙ্গলবার একেজি ভবনে পুলিশি অভিযানের প্রতিবাদে সোচ্চার হন বিরোধী নেতারা। বিরোধীদের লাগাতার আক্রমণের মুখে পুলিশি পদক্ষেপকে 'স্বাভাবিক আইনশৃঙ্খলার বিষয়' বলে সওয়াল করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা। তিনি জানান, ছাত্র রাজনীতি বা আন্দোলনে যুক্ত থাকলে এই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য তৈরি থাকতে হয়।

রাজ্যসভায় বিষয়টি উত্থাপন করে সিপিএম সাংসদ জন ব্রিটাস অভিযোগ করেন, সিজেপি-র ব্যানারে যন্তরমন্তরের সাম্প্রতিক বিক্ষোভে যোগ দেওয়াই ছিল ঐশীর 'একমাত্র ভুল'। সেই কারণে ২০২১ সালের পুরোনো একটি মামলাকে ঢাল করে পুলিশ সিভিল পোশাকে নিয়ম

সংসদে হইচই

না মেনে সিপিএমের সদর দপ্তরে ঢোকে। বিরোধীদের সমর্থনে সুর চড়িয়ে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'বিজেপি শাসনে গণতন্ত্র ও সাধারণ মানুষ কোনওভাবেই সুরক্ষিত নয়।' একই সঙ্গে লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র জবাবদিহি দাবি করে বিরোধীরা। সপা প্রধান অখিলেশ যাদব এই দমনপীড়নকে জরুরি অবস্থার থেকেও ভয়াবহ বলে মন্তব্য করেন।

জবাবে নাড্ডা অভিযোগ করেন, বিরোধী দলগুলি একটি স্বাভাবিক পুলিশি পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে অহেতুক রাজনীতি ও উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছে। কংগ্রেস আমলের জরুরি অবস্থার স্মৃতি উসকে তিনি বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এটা খুবই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আমিও ছাত্র আন্দোলন করেছি। জরুরি অবস্থার সময় ক্লাসরুম থেকেই আমাকে বহু বার গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

নাড্ডার সংযোজন, আন্দোলন করতে গিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে পুলিশকে নিয়ম মেনেই পদক্ষেপ করতে হয়। এতে রাজনীতি খোঁজা অনর্থক। তবে রাজনৈতিক কার্যালয়ে পুলিশি অভিযানের অনুমোদনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার দাবি তুলেছেন বিরোধী নেতারা।

আপেল বাগানে চাষীর স্বপ্ন। শিমলায় বুধবার।

মৃত্যুর পর কয়লায় কলঙ্কমুক্ত মনমোহন

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : কয়লা ব্লক বরাদ্দ মামলায় অবশেষে কলঙ্কমুক্ত হলেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। বুধবার শীর্ষ আদালত তাঁর বিরুদ্ধে চলা ফৌজদারি প্রক্রিয়া বন্ধের নির্দেশ দিয়ে নিম্ন আদালতের বিতর্কিত সমন বাতিল করেছে।

২০২৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মনমোহন। মৃত্যুর প্রায় ১৮ মাস পর আসা এই রায়ে শীর্ষ আদালত সিবিআইয়ের পেশ করা 'ক্লোজার রিপোর্ট' গ্রহণ করে তাঁকে সম্পূর্ণ নির্দোষ ঘোষণা করেছে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনার বৃহত্তর বেঞ্চ এদিন জানিয়েছে, 'তদন্তকারী সংস্থার রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে অভিযুক্ত হিসাবে তলব করার কোনও উপযুক্ত ভিত্তি নিম্ন আদালতের ছিল না।' বেঞ্চের পর্যবেক্ষণে আরও বলা হয়, মনমোহন সিং জীবিত না থাকলেও এই মামলার আইনি স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার প্রয়োজন ছিল।

২০১৫ সালে দিল্লির বিশেষ আদালত ওড়িশার তালবিরা-২ কয়লা খনি বিলি নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে মনমোহনকে সমন পাঠিয়েছিল। এদিন তাঁর পক্ষে আইনজীবী কপিল সিবাল সওয়াল করেন, 'আমরা চাই তাঁর বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত প্রতিকূল পর্যবেক্ষণ রেকর্ড থেকে মুছে ফেলা হোক।' আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভিও এই অসম্মানসূচক তকমা মুছে ফেলার দাবি জানান। সুপ্রিম কোর্ট

সেই আবেদন মঞ্জুর করে মামলাটির চিরসমাপ্তি ঘোষণা করেছে।

শিল্পপতি কুমারমঙ্গলম বিড়লা এবং তৎকালীন কয়লা সচিব পিসি পরেখও এই মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন। ক্লিনচিট পেয়েছেন তাঁরাও। বফর্স কেলেঙ্কারিতে রাজীব গান্ধির পর মনমোহন সিং দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী, যিনি রীতিমতো ফৌজদারি অভিযোগ থেকে মরণোত্তর বেকসুর খালাস পেলেন।

কল্যাণের হেঁয়ালি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : লোকসভার স্পিকার এখনও এনসিপিআই-কে স্বীকৃতি না দেওয়ায় বিদ্রোহী ২০ জন এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ হিসেবেই উপস্থিত থাকতে হচ্ছে। এমনকি প্রশ্নপত্র ফাঁস বিরোধী বিল নিয়ে আলোচনার সময়ও এনসিপিআই সাংসদরা লোকসভায় তৃণমূল সাংসদদের পরিচিতি নিয়েই এনডিএ-র তরফে বক্তব্য রাখেন। এই পরিস্থিতিতেই বুধবার কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেঁয়ালিপূর্ণ মন্তব্য, 'আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বড় কিছু ঘটতে চলেছে।' যদিও সেই 'বড় ঘটনা' যে কী, তা স্পষ্ট করেননি তিনি।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে স্পষ্ট, স্পিকারের সিদ্ধান্তের জন্য অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে রাজি নয় তৃণমূল। তাঁর মতে, বিদ্রোহী সাংসদদের দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় আনা এবং এনসিপিআই-এর বৈধতা নিয়ে আইনি লড়াই শুরু করার সময় এসেছে। সেই কারণেই তিনি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বলেও এদিন জানান। তিনি বলেন, 'স্পিকার সিদ্ধান্ত নেননি বলে তো আমরা বসে থাকতে পারি না। আমি পরামর্শ দিয়েছি সুপ্রিম কোর্টে যেতে। আমাদের দলে বড় বড় আইনজীবী আছেন, শেষ পর্যন্ত তাঁরাই সিদ্ধান্ত নেবেন।' তবে বিদ্রোহীদের জন্য তাঁদের দরজা খোলা আছে কিনা জানতে চাওয়া হলে কল্যাণ বলেন, 'আগামী সপ্তাহের পর একটা কিছু দেখতে পাবেন। একটু অপেক্ষা করুন।'

৮৮৮ পয়েন্ট উঠল সেনসেক্স

মুম্বই, ২৯ জুলাই : ফের স্বমহিমায় ফিরল ভারতীয় শেয়ার বাজার। বুধবার সেনসেক্স ৮৮৮.৬৮ পয়েন্ট উঠে ৭৭৬৫৪.৬০ এবং নিফটি ২৬৪.৮৫ পয়েন্ট উঠে ২৪২৫০.২০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। একদিনে লগ্নিকারীদের সম্পদ প্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকা বেড়েছে।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে এআই নিয়ে আশঙ্কার বিরূপ প্রভাব পড়লেও ভারতীয় শেয়ার বাজার এর ব্যতিক্রম। বিপরীত পথে হেঁটে এদিন তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার শেয়ারদরে বড় উত্থান হয়েছে, যা সূচকের ঘুরে দাঁড়ানোয় বড় ভূমিকা নিয়েছে। এর পাশাপাশি বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির শেয়ার কেনায় উৎসাহ, মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা টাকার মূল্যবৃদ্ধিও সূচকের উত্থানে মদত দিয়েছে। সূচক উঠলেও ইরান-আমেরিকা সংঘাত, মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার নিয়ে সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিষয় শেয়ার বাজারে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। তাই লগ্নিকারীদের সতর্ক থাকার পরামর্শই দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

রুশ নিবাসীর বিরুদ্ধেও নিট-মামলা

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : চার মাস ধরে দেশেই নেই, অথচ দিল্লিতে নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁস সংক্রান্ত আন্দোলনে হিংসা ছড়ানোর অভিযোগে অভিযুক্তের তালিকায় নাম উঠে এল তাঁর! এমনই এক তাজ্জব কাণ্ডের জেরে কাঠগড়ায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। আদতে বিহারের বাসিন্দা অমিত কুমারের দাবি, পেশাগত কারণে গত এপ্রিল মাস থেকেই তিনি রাশিয়ায় রয়েছেন, তা সত্ত্বেও ২০ জুলাইয়ের যন্তরমন্তরের ঘটনায় তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র ব্যানারে চলা ওই আন্দোলনে ২০ জুলাই 'চলো সংসদ' অভিযানের সময় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ও হিংসার ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনায় দায়ের করা এফআইআরে অমিতের নাম যুক্ত

করেছে সিবিআই। মস্কো থেকে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় অমিত তাঁর পাসপোর্ট, ভিসা এবং বিমান চলাচলের সমস্ত নথি প্রকাশ করে বলেন, 'আমি চার মাস ধরে দেশে নেই, মস্কোতে চাকরি করছি। ২০ জুলাই দিল্লিতে হিংসায় অংশ নেওয়াতো দূর, আমি শত শত মাইল দূরে ছিলাম। তদন্তকারী সংস্থাগুলি কীভাবে এই ধরনের গুরুতর ভুল করতে পারে?'

ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই তোলপাড় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। বিরোধীরা অভিযোগ করছে, আন্দোলনকারীদের দমন করতে কোনও রকম যাচাই ছাড়াই ঢালাও মামলা দায়ের করা হচ্ছে। অমিত কুমারের আইনজীবী এই মামলা থেকে অবিলম্বে তাঁর নাম বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। সিবিআই-এর তরফে দাবি করা হয়েছে, নামের ভুল নাকি কোনও কারিগরি ত্রুটি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

যতই বৃষ্টি হোক, শিশুকে স্কুলে পৌঁছতেই হবে। বুধবার হায়দ্রাবাদে।

'বন্দেমাতরম'-এর অপমানে কঠিন শাস্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : 'জনগণমন'-এর সমমর্যাদা দেওয়া হল 'বন্দেমাতরম'কে। এবার থেকে ভারতের জাতীয় গানের অপমান করলেই পেতে হবে কঠিন শাস্তি। সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে। বুধবার এইমর্মে প্রিভেনশন অফ ইনসাল্টস টু ন্যাশনাল অনার (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬ পাশ হয়ে গেল রাজ্যসভায়। শুক্রবার বিলটি পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। এবার বিলটি লোকসভায় বিবেচনার জন্য পাঠানো হবে। সেখানে পাশ হলে রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর তা আইনে পরিণত হবে।

এদিন সংসদের উচ্চকক্ষে অধিবেশন শুরু হতেই নিট কাণ্ডে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি বলপ্রয়োগের ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র জবাবদিহি চেয়ে স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধীরা। ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ তার মধ্যেই বিলটি নিয়ে আলোচনা শুরু করার অনুমতি দেন। কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলি এর প্রতিবাদে রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করে। শেষমেশ ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে যায় বিলটি। ১৯৭১ সালের মূল আইনে দেশের জাতীয় পতাকা, সংবিধান এবং জাতীয় সংগীতের অবমাননাকে ফৌজদারি অপরাধের আওতায় রাখা হয়েছে। তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। কিন্তু বন্দেমাতরম এতদিন ওই আইনের আওতায় ছিল না। এবার জনগণমনের সমান আইনি মর্যাদা দেওয়া হল বন্দেমাতরমকেও। চলতি বছর বন্দেমাতরমের সার্ধশতবর্ষ হচ্ছে। বিলে বলা হয়েছে, কেউ

রাজ্যসভায় বিল পাশ

যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বন্দেমাতরম গাইতে বাধা দেন, গানের অপমান বা অসম্মান করার উদ্দেশে কোনও কাজ করেন, তাহলে তা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাইয়ের অভিযোগ, তোষণের রাজনীতি করতে গিয়ে কংগ্রেস দেশের সম্মান এবং বন্দেমাতরম-কে অপমান করছে। তিনি বলেন, 'বন্দেমাতরম বিল কোনও সাধারণ আইন নয়। এটি ভারতের আত্মা, জাতীয় চেতনা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গেও এই গান ওতপ্রোতভাবে জড়িত।' তিনি জানান, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৫ সালে 'বন্দে মাতরম' রচনা করেছিলেন। সেই সময় তিনি বলেছিলেন, একদিন এই গান ভারতের প্রতিটি মানুষের মুখে মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হবে। রাইয়ের অভিযোগ, ১৯৩৭ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু 'বন্দে মাতরম'-কে মাত্র দুটি স্তবকে সীমাবদ্ধ করে দেন। জাতীয় গানের ছয়টি স্তবকই গাওয়ার কথা বলা হয়েছে বিলে। এর আগে ২০২৫ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নির্দেশ দিয়েছিল, সরকারি অনুষ্ঠানগুলিতে, বিশেষ করে যেখানে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হবে, সেখানে জাতীয় গানের পরিবেশনও বাধ্যতামূলক হবে।

বিরোধীদের অভিযোগ, রাজ্যগুলিতে সরকারি অনুষ্ঠান ও বিধানসভায় বাধ্যতামূলকভাবে 'বন্দে মাতরম' গাওয়ার নির্দেশ রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন, আঞ্চলিক পরিচয় এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে। রাজ্যসভায় বিলটি পেশ হওয়ার আগেই সিপিআই(এম)-এর সাংসদ জন ব্রিটাস সরকারকে বিলটি পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

'এক পদ এক গাড়ি' নীতি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : সরকারি অর্থের অপচয় রুখতে এবং ভিআইপি সংস্কৃতিতে রাশ টানতে আমলাদের জন্য 'এক পদ এক গাড়ি' নীতি চালু করল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই কঠোর পদক্ষেপ।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের ব্যয় বিভাগ বিশেষ স্মারকলিপিতে জানিয়েছে, উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা একাধিক মন্ত্রক, দপ্তর বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকলেও একটির বেশি সরকারি গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন না। এমনকি, রাষ্ট্রায়ত্ত বা

ভিআইপি সংস্কৃতিতে রাশ

স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার গাড়িগুলিও অনুমোদিত সরকারি সফর ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

অব্যবহৃত বা অতিরিক্ত যানবাহনগুলি যাতে কোনওভাবে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত না হয়, তার জন্য সেগুলি নিরাপদ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। ব্যয় বিভাগের আধিকারিকদের কথায়, 'সরকারি সম্পদের সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে এবং অপব্যবহার রুখতে এই নিয়ম কঠোরভাবে পালন করা বাধ্যতামূলক।' ২০২২ সালের নীতিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা এই পদক্ষেপের ফলে আমলাতন্ত্রে স্বচ্ছতা আসবে এবং যাতায়াত বাবদ সরকারি কোষাগারের বিপুল খরচ একধাক্কায় অনেকটাই কমবে।

কোয়ান্টাসের ২৪ ঘণ্টার ম্যারাথন উড়ান

মেলবোর্ন, ২৯ জুলাই : অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন থেকে ফ্রান্সের তুলুজে অবিরাম ২৪ ঘণ্টা ২৪ মিনিটের ম্যারাথন উড়ান চালিয়ে আকাশপথে নয়া বিশ্বরেকর্ড গড়ল কোয়ান্টাস এয়ারওয়েজের বিশেষভাবে নির্মিত এয়ারবাস এ৩৫০-১০০০ইউএলআর বিমান।

কোয়ান্টাসের 'প্রোজেক্ট সানরাইজ'-এর অংশ হিসাবে ২৩,০৭৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এই উড়ান ২০০৫ সালের ২২ ঘণ্টা ৪২ মিনিটের পুরোনো রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। আগামী বছর সিডনি থেকে লন্ডন ও নিউ ইয়র্কে সরাসরি পরিষেবা চালুর লক্ষ্যেই এই সফল পরীক্ষা চালানো হল। অতিরিক্ত জ্বালানি ট্যাংক ও বিশেষ 'ওয়েলনেস জোন' সমৃদ্ধ এই বিমানটি যাত্রীস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞ পিটার সিসটুলির কথায়, 'এটি পৃথিবীর বুকে ভ্রমণের চূড়ান্ত সীমানা।' ফ্লাইটরাডার২৪ প্ল্যাটফর্মে প্রায় ৩৬ লক্ষ মানুষ এই ঐতিহাসিক সফরটি সরাসরি দেখার সুযোগ পান, যা ট্র্যাকিংয়ের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এয়ারবাসের পাইলট জেভিয়ার পেপিনের মতে, পাইলটদের ক্লান্তি দূর করতে বিশেষ শিফটের মাধ্যমে এই ম্যারাথন উড়ান পরিচালনা করা হয়েছে।

প্রতি পরিবারে সাঁতারু, ২০০০-কে বাঁচিয়ে বার্তা শ্রবণের

গুয়াহাটি, ২৯ জুলাই : অসমে মঙ্গলবার আরও সাতজনের মৃত্যুতে বন্যাজনিত কারণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭৫। ক্ষতিগ্রস্ত ৩ লক্ষ ৩২ হাজার। এই পরিস্থিতিতে জীবন বাজি রেখে নজির গড়লেন শিবসাগরের বাসিন্দা শ্রবণ কুমার। উদ্ধার করেছেন দু'হাজার দুর্গতকে। তাঁর পরামর্শ, 'প্রত্যেক পরিবারে অন্তত একজন ভালো সাঁতারু থাকা দরকার।' শ্রবণ এটাই বোঝাতে চেয়েছেন, সাঁতার জানলে বন্যার সময় সরকারি সাহায্যের অপেক্ষায় থাকতে হবে না। নিজেদের জীবন নিজেরাই রক্ষা করতে পারবে সাধারণ মানুষ।

স্কুলছুট শ্রবণ কুমার পেশায় দিনমজুর। উদ্ধার কাজের প্রশিক্ষণ নেই। নেই সরঞ্জাম, উদ্ধারকারী নৌকা। সাধারণ ডিঙি নৌকাই তাঁর সম্বল। কিন্তু নদীর মতিগতি ভালো চেনেন। পাথরখাদানে দিনমজুরির পাশাপাশি বর্ষায় ফুলেফেঁপে ওঠা নদীতে ভেসে আসা কাঠের গুঁড়ি, গাছপালা সংগ্রহ করেন। বাড়িতে নেই রান্নার গ্যাস, কাঠকুটরো দিয়ে

অসমে বন্যায় মৃত বেড়ে ৭৫

উনুন ধরানো হয়। ১৯ জুলাই ভোররাতে কাঠের গুঁড়ি সংগ্রহ করতে তিনি গিয়েছিলেন ডিকহো নদীর পাড়ে। তখনই বিপদের আঁচ পান। কয়েকঘণ্টার মধ্যে রাক্ষুসে হয়ে ওঠে ডিকহো। গ্রামে ঢুকে পড়ে নদীর জল। প্রথমে হাঁটু, তারপর কোমর সমান। কিছুক্ষণের মধ্যে ডুবে যায় একতলা। চারিদিকে শুরু

হয় আর্ত চিৎকার। কালক্ষেপ না করে ঝাঁপিয়ে পড়েন শ্রবণ। সঙ্গে নেন রাজকুমার রাজগড়, মামু দাসের মতো কয়েকজন সঙ্গীকে। ছটি ডিঙি নৌকায় দিনরাত এক করে পাঁচটি গ্রাম থেকে উদ্ধার করেন শিশু, বয়স্ক, গর্ভবতীদের।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বন্যায় মৃতদের পরিবার পিছু ৯ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন। বন্যাদুর্গত জেলাগুলিতে উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়াদের বই কেনার জন্য এক হাজার, স্নাতকস্তরের শিক্ষার্থীদের তিন হাজার ও স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঁচ হাজার টাকা অনুদান দেবে রাজ্য সরকার। স্কুলগুলিতে বিনামূল্যে পাঠ্যবই এবং ইউনিফর্ম কেনার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির যেসব ছাত্রছাত্রীর শংসাপত্র ও মার্কশিট জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে তারা বিনামূল্যে প্রতিলিপি পাবে। প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। খোলা হয়েছে বহু ত্রাণশিবির। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে গ্রামে ফেরার পর বদলে গিয়েছে শ্রবণের জীবন। হাজার হাজার মানুষকে বন্যার কবল থেকে বাঁচানো ত্রাণকর্তার নিজের বাড়িই ভেসে গিয়েছে বন্যার জলে। তাঁর গোটা গ্রামই এখন জলের তলায়। তবে সময়মতো নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে পারেছেন শ্রমণের পরিবারের সদস্যরা। জল নামলে আবার শুরু হবে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার লড়াই। এখন তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন অগুনতি মানুষের প্রাণ বাঁচানো জীবনযোদ্ধা।

বর্ষাভ্রমণ

বর্ষাকে কেউ ভালোবাসে, কেউ আবার একটু ভয় পায়। ভেজা রাস্তা, কাদা, হঠাৎ বৃষ্টিতে আটকে পড়া- এসবের ঝক্কি তো আছেই। অথচ সত্যিটা হল, বাংলার প্রকৃতিকে যদি সবচেয়ে সুন্দর কোনও ঋতুতে দেখতে হয়, তবে সে নিঃসন্দেহে বর্ষা। এই সময় পাহাড় যেন নতুন করে জন্ম নেয়, জঙ্গলের পাতায় পাতায় সবুজের বিস্ময়, নদীগুলো ফিরে পায় তাদের যৌবন। মেঘ নেমে আসে মানুষের চোখের সমান উচ্চতায়। দূরের গ্রাম থেকে ভেসে আসে ভিজে মাটির গন্ধ। মনে হয়, পৃথিবী যেন একটু ধীরে হাঁটছে। বর্ষার ভ্রমণ মানেই শুধু ছাতা হাতে ছবি তোলা নয়। বরং এ এক অন্যরকম অনুভব। জানলার কাচে বৃষ্টির ফোঁটা গুনতে গুনতে ট্রেনযাত্রা, পাহাড়ি রাস্তার ধারে গরম চায়ের কাপ, জঙ্গলের ভেতর বৃষ্টিভেজা নীরবতা কিংবা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে জলস্রোতের গর্জন শোনা- এসবই বর্ষার ভ্রমণকে আলাদা করে তোলে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, এই বর্ষায় কোথায় কোথায় ঘুরে আসতে পারেন, চলুন দেখে নেওয়া যাক।

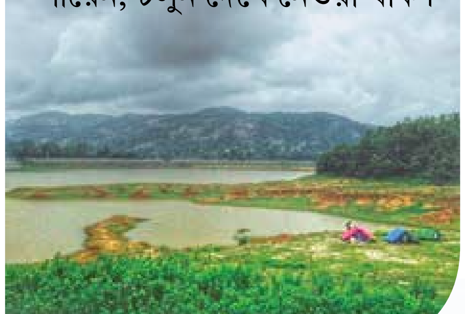

নির্জনতায় ক'টা দিন

দার্জিলিংয়ের নাম সবাই জানেন। কিন্তু বর্ষায় যদি একটু নির্জনতা চান, তাহলে লেপচাজগৎ, তাকদা কিংবা লামাহাটার মতো জায়গাগুলোর তুলনা নেই। এখানে বর্ষা মানে কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া রাস্তা, পাইনবনের গায়ে বৃষ্টির শব্দ আর দূরের পাহাড়ে ভেসে থাকা মেঘের দল।

ভোরবেলা জানলা খুলতেই হয়তো দেখা মিলবে সাদা মেঘের সমুদ্র। আর যদি ভাগ্য ভালো থাকে, কয়েক মুহূর্তের জন্য মেঘের আড়াল সরিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘাও উঁকি দিতে পারে। সন্ধ্যায় হোমস্টের বারান্দায় বসে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে চুমুক। এই আনন্দের কোনও বিকল্প নেই।

যাত্রার আগে কয়েকটি কথা

বর্ষার সৌন্দর্য উপভোগ করতে গেলে কিছু সতর্কতাও জরুরি। পাহাড়ে ভূমিধসের খবর আগে থেকেই জেনে নিন। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে রওনা হওয়াই ভালো। সঙ্গে অবশ্যই রাখুন রেইনকোট, জলরোধী ব্যাগ, অতিরিক্ত পোশাক এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ। পাহাড়ি ঝোরা বা ফুলে ওঠা নদীতে অযথা নামার ঝুঁকি নেবেন না।

বর্ষার সবুজ মহাকাব্য

ডুয়ার্সকে বর্ষায় না দেখলে তার প্রকৃত সৌন্দর্য বোঝা যায় না। গরুমারা, চাপড়ামারি, ঝালং- সব জায়গাই তখন যেন নতুন রঙে রাঙানো। জলঢাকা নদীর ধারে দাঁড়ালে মনে হবে, পাহাড় আর নদী মিলে যেন এক অন্তহীন গল্প লিখছে। বক্সার জঙ্গল বৃষ্টিতে আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে। যদিও বর্ষাকালে অনেক জাতীয় উদ্যান সাফারির জন্য বন্ধ থাকে, তবু ডুয়ার্সের সৌন্দর্য কমে না। বরং রাস্তার দুই পাশে চা বাগান, পাহাড়ি ঝোরা আর বৃষ্টিভেজা জঙ্গলই হয়ে ওঠে ভ্রমণের আসল আকর্ষণ।

মেঘের সঙ্গে আলাপচারিতা

যাঁরা ভিড় এড়াতে চান, তাঁদের জন্য কালিম্পং বর্ষার অন্যতম সেরা গন্তব্য। ডেলো পাহাড়, দুরপিনদারা, ক্যাকটাস নার্সারি কিংবা ছোট ছোট ক্যাফে বর্ষায় অন্য এক আবহ তৈরি করে। এখানে সময় যেন একটু ধীরে চলে। পাহাড়ি রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই দেখা মিলতে পারে রংধনুর। আবার কখনও মেঘ এসে পুরো শহরটাকে ঢেকে দেবে। এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই বর্ষার সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য লুকিয়ে।

এবার তবে শেষ করি

আসলে ভ্রমণ শুধু জায়গা দেখা নয়, নিজের ভেতরটাকেও নতুন করে আবিষ্কার করা। বর্ষা সেই সুযোগটাই সবচেয়ে বেশি করে দেয়। এই ঋতু শেখায় ধীরে চলতে, থেমে শুনতে, ভিজে যেতে। শেখায়, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য অনেক সময় কোনও বিখ্যাত দর্শনীয় স্থানে নয়, বরং এক কাপ গরম চায়ের ধোঁয়ায়, জানলার কাচ বেয়ে নেমে আসা একফোঁটা বৃষ্টিতে কিংবা পাহাড়ের গায়ে হেলে থাকা একটুকরো মেঘে। তাই এ বর্ষায় খুব দূরে যাওয়ার দরকার নেই। বাংলার বুকেই ছড়িয়ে রয়েছে অগণিত সবুজ গল্প। শুধু একদিন সকালে ব্যাগটা কাঁধে তুলে বেরিয়ে পড়ুন। কে জানে, পথের বাঁকেই হয়তো অপেক্ষা করছে আপনার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর বর্ষাভ্রমণ।

বৃষ্টির সুরে পাহাড়ি গ্রাম

মূর্তি নদী, সবুজ চা বাগান আর পাহাড়ি ঝরনাকে একসঙ্গে দেখতে চাইলে চলে যান সামসিং বা সুনতালেখোলা। বর্ষায় এখানকার প্রতিটি পথ যেন জলরঙে আঁকা। ছোট ছোট কাঠের সেতু, পাহাড়ি নদীর কলকল শব্দ আর পাখির ডাক মিলিয়ে এক অপার্থিব পরিবেশ। শহরের কোলাহল ভুলে কয়েকটা দিন কাটানোর জন্য এর চেয়ে ভালো জায়গা খুব কমই আছে।

লাল মাটির ভেজা রূপ

উত্তরবঙ্গের বাইরে যদি কোথাও যেতে চান, তাহলে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় বর্ষায় অন্য মাত্রা পায়। শুকনো মরশুমে যে পাহাড় খানিক রুক্ষ লাগে, বর্ষার জলে সেই পাহাড়ই হয়ে ওঠে সবুজের রাজ্য। বামনি ফলস, টুর্গা ফলস কিংবা মার্বেল লেক- সব জায়গাতেই তখন জলের উচ্ছ্বাস। লাল মাটির পথ ধরে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটার আনন্দ আলাদা।

ইতিহাসের গায়ে বৃষ্টির ছোঁয়া

যাঁরা ইতিহাস ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য বর্ষার বিষ্ণুপুর এক অন্য অভিজ্ঞতা। টেরাকোটার মন্দিরগুলো ভিজে লালচে রঙে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বৃষ্টির দিনে রাসমঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হবে, কয়েকশো বছর আগের বাংলায় ফিরে গিয়েছেন। সঙ্গে অবশ্যই চেখে দেখতে পারেন বিখ্যাত মেচা সন্দেশ।

জল আর আকাশের মিলন

বর্ষায় কংসাবতী জলাধার যেন সমুদ্রের রূপ নেয়। চারদিকে শুধু জল আর সবুজ পাহাড়। নৌকাভ্রমণের সময় মনে হবে, আকাশ আর জল যেন একে অপরকে ছুঁয়ে আছে। যাঁরা নিরিবিলি সময় কাটাতে চান, তাঁদের জন্য মুকুটমণিপুর এখনও আদর্শ গন্তব্য।

জঙ্গলের নীরবতা

বর্ষায় ঝাড়গ্রামের শাল-পিয়ালের জঙ্গল আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বেলপাহাড়ির লাল মাটির পথ, ছোট ছোট ঝরনা আর আদিবাসী গ্রাম এই সময় অন্য রূপে ধরা দেয়। প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে এটি নিঃসন্দেহে একটি অনন্য অভিজ্ঞতা।

চোখ জুড়োক সমুদ্রে

বর্ষায় সমুদ্রের রূপও কম আকর্ষণীয় নয়। যদিও উত্তাল সমুদ্রে নামা উচিত নয়, তবে সৈকতে বসে বৃষ্টির সঙ্গে ঢেউয়ের লড়াই দেখা এক অসাধারণ অনুভূতি। মন্দারমণি, তাজপুর কিংবা শঙ্করপুর- এই তিন সমুদ্রসৈকত বর্ষার দিনে অনেকটাই নিরিবিলি থাকে। ভেজা বালির উপর হাঁটতে হাঁটতে বুঝবেন, সমুদ্রেরও একাকিত্ব আছে।

মেঘে-সবুজে টেমি

টইটই

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

আমার ছুটি বলে কিছু নেই। ষাটের পর থেকেই বন্ধনহীন জীবন ছুটে চলেছে নির্ঝরের মতো। এক জায়গায় থিতু হয়ে বসতে পারি না বেশিদিন।

গত ডিসেম্বরে গিয়েছিলাম পেলিংয়ে। পেলিং, রাবাংলা, নামচি অনেকেই যান। এবার তার সঙ্গে যোগ করে নিয়েছিলাম টেমি। যাঁরা আগামী পুজোর ছুটিতে সিকিম বেড়ানোর কথা ভাবছেন, মূলত তাঁদের জন্যই এই প্রতিবেদন।

দু'রাত আরামে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য সিকিমের একমাত্র চা বাগান টেমির কোনও জুড়ি নেই। টেমির অভিজ্ঞতা দারুণ! মনে হয়, এত সুন্দর করে এত নিবিড়ভাবে আগে কখনও দেখা হয়নি কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। মৃদুমন্দ বাতাসে আন্দোলিত গাছের পাতার কোমল শব্দ আর অচেনা কিছু পাখির ডাক ছাড়া অন্য কোনও শব্দ প্রবেশ করে না টেমিতে। নিরিবিলি, দূষণমুক্ত নির্জন পরিবেশ। দু'দিনের জন্য ঘুরে এলে সত্যি ভালো লাগবে। হেমন্তের শেষে শীতের মেঘমুক্ত আকাশে টেমি চা বাগানের উন্মুক্ত সবুজ প্রান্তর থেকে পাখা মেলে উড়ে গিয়ে শ্বেতশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ছুঁয়ে আসতে ইচ্ছে করছিল বারবার। এখানে সূর্যোদয় হয় একটু দেরিতে। আসলে সূর্যকেও তো অনেক পাহাড় ডিঙিয়ে আসতে হয় টেমিতে! সকাল সাড়ে ছ'টা। নীল আকাশ আর সবুজ পাহাড়ের মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া দিগন্তরেখায় আবিরের রং ছড়িয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে আসেন সুয্যিমামা। তখন উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রতিবিম্বিত কোমল আলোকচ্ছটায় একটু একটু করে বদলে যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার রং। রোদ বাড়তেই মৃদু আলোর জড় চাদরের আড়মোড়া ভেঙে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে রুপালি কাঞ্চনজঙ্ঘা। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা টেমি চা বাগানে কোনও ছায়াবৃক্ষ নেই। গোটাটাই সবুজ গালিচায় ঘেরা উন্মুক্ত প্রান্তর। তার ঠিক মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আছে 'চেরি রিসর্ট'। নেটে ওই রিসর্টটির ছবি দেখেই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। একদা সিকিম সরকারের পর্যটন বিভাগ পরিচালিত ওই রিসর্টটি এখন লিজে চলছে। ডাবল বেডেড অ্যাট্যাচট টয়লেট ঘরের ভাড়া ৩৮০০ টাকা। খাবারদাবার আলাদা। দারুণ আতিথেয়তা এবং রান্নাবান্না। টেমিতে এই একটিই রিসর্ট। আর আছে 'সারিকাস হোমস্টে'। সেটি একটু নীচের দিকে। সেখানে অন্যান্য হোমস্টের মতো প্রতিদিন জনপ্রতি থাকা-খাওয়া সমেত ১৪০০-১৫০০ টাকা করে দিতে হয়। সেটিও মন্দ নয় বলে শুনেছি। আমরা ১৬ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি থেকে সেবক হয়ে সরাসরি চলে গিয়েছিলাম পেলিং-এ। এবার আর হোটেল, রিসর্ট বা হোমস্টেতে থাকিনি। এবার আমরা ছিলাম ফার্মস্টেতে। লোয়ার পেলিং থেকেও পাঁচ কিলোমিটার নীচে নেমে পৌঁছে গেলাম 'নেটল অ্যান্ড ফার্ন ফার্মস্টে'-তে। পাহাড়ের খাঁজে নির্জন নিরিবিলি একটি ফার্মের মধ্যে গড়ে তোলা হয়েছে বিলাসবহুল কাঠের তৈরি এই সুদৃশ্য বাংলো বাড়িটি। ভেতরে স্টার হোটেলের সুবিধা, সঙ্গে কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট। তবে ভাড়াটা একটু বেশিই। তবে সারপ্রাইজটা পাওয়ার জন্য ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হবে। কাকভোরে কাচের জানলার পর্দা সরাতেই পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়া সূর্যের মৃদু আলোতে তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার মোহময়ী রূপ দেখে অবশ্যই অভিভূত হয়ে যেতে হয়! ব্রেকফাস্ট করে স্নান সেরে বেরিয়ে গেলাম স্কাইওয়াকের দিকে। স্কাইওয়াকে হেঁটে, পাশের বুদ্ধমূর্তি দেখে আমরা রওনা হয়ে গেলাম রিম্বি ঝরনার দিকে। ঝরনার শীতল বাতাস গায়ে মেখে চলে গেলাম রিম্বি কমলা বাগানে। ভরা মরশুমে কমলা গাছের পাতা দেখা যাচ্ছে না, শুধুই সোনালি গোলক ঝুলে আছে হাতের কাছে। যত ইচ্ছা দেখো। ছুঁতে মানা! এবার গেলাম আর এক সুদৃশ্য ঝরনা- কাঞ্চনজঙ্ঘা ফলসের দিকে। পশ্চিম সিকিমের এই সুদৃশ্য ঝরনাটির উৎপত্তিস্থল কাঞ্চনজঙ্ঘা গ্লেসিয়ার। সিঁড়ি ভেঙে একটু উপরে উঠে গেলে ঝরনার আসল রূপটি দেখতে পাওয়া যাবে। আপনার অজান্তেই এই নির্ঝরের উড়ন্ত জলকণা হাওয়ায় উড়ে আপনার চোখের পাতা ছুঁয়ে যাবে।

গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেলাম খেছিপেরি লেকের দিকে। টিকিট কেটে কিছুটা হেঁটে এগিয়ে গেলাম লেকের দিকে। লেক ছিঁড়ে তৈরি হয়েছে ছোট্ট একটি জলাশয়। সেখানে মাছেদের অবাধ বিচরণ। এবার এগিয়ে গেলাম মূল লেকের (খেছিপেরি) দিকে। সুইৎজারল্যান্ডের অসংখ্য নয়নাভিরাম লেকের দৃশ্য দেখে আমার প্রত্যাশাটা একটু বেশিই ছিল। তাই একটু আশাহত হলাম। লেকের অনেকটাই শুকিয়ে গিয়েছে। তবু কাছে যাওয়া বারণ। এখানকার মানুষ এই লেকটিকে 'উইশিং লেক' বলে থাকেন। এখানে নাকি যা মানত করা যায় তাই পাওয়া যায়! এবার আমাদের গাড়ি ছুটে চলল দেন্টাম ভ্যালির দিকে।

সাজানো বাড়িঘরের পাশাপাশি গ্রামীণ পরিবেশে জুম চাষের কোলাজ ওপর থেকে দেখে নিলেই চোখ জুড়িয়ে যাবে। এরপর ছাঙ্গি ফলস, শিংশোর ব্রিজ (এশিয়ার দ্বিতীয় উচ্চতম ঝুলন্ত সেতু) দেখে চলে গেলাম ইয়ুকসমে সিকিমের প্রথম রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে। ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে সিকিমের প্রথম রাজা (চোগিয়াল) ফুন্টসং নামগিয়ালের এখানে রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। বর্তমানে এই শহরটি পশ্চিম সিকিমের গেজিং মহকুমার অন্তর্গত। বেলা গড়িয়ে এল। সেদিনের মতো আবার ফিরে এলাম। পরদিন সকালে 'নেটল অ্যান্ড ফার্ন ফার্মস্টে'-কে বিদায় জানিয়ে আমরা চললাম রাবাংলার পথে। পেলিং থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সোজা চলে গেলাম প্রেমিয়াংসে মনাসটেরিতে। ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে লাহাটসুন চেম্পো নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সিকিমের অন্যতম প্রাচীন মনাসটেরিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পেলিং -এর সর্বোচ্চ এলাকায় অবস্থিত। রোদ ঝলমল আকাশ সত্ত্বেও তীব্র বাউন্ডুলে বাতাস ছিল সেদিন। চারদিকের নিস্তব্ধ নীরবতা অনাবিল পবিত্রতা বয়ে আনে প্রাচীন গুম্ফাটির শরীরজুড়ে। সেখান থেকে চলে গেলাম ফিলিং শহরের কাছেই অবস্থিত সিকিমের দ্বিতীয় রাজধানী 'রাবদানসে রুইন্স'-এ। ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে সিকিমের দ্বিতীয় চোগিয়াল, এনসুং নামগিয়াল এই রাজধানী এবং রাজপ্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে এটি একটি জাতীয় পুরাতত্ত্ব স্মারক। বেলা একটু বাড়তেই পেটে হালকা খিদে উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করে। এবার পাহাড় থেকে নেমে সোজা হোটেল এলগিন মাউন্ট প্যান্ডিম। কফি স্ন্যাকস নিয়ে হালকা রোদে হোটেলের সবুজ ঘাসের লনে বসে আবার কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শন। ঘণ্টাখানেক সেখানে কাটিয়ে রওনা দিলাম রাবাংলার দিকে। বেশ চলছিল আমাদের গাড়ি। হঠাৎ করে পাকা রাস্তাটা শেষ হয়ে গেল। প্রথমে গ্রাভেল রোড, বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তার আর কোনও ভূগোল আবিষ্কার করা যাচ্ছিল না! দৈত্যাকারের যন্ত্রপাতি নিয়ে পাহাড় কেটে ধসে হারিয়ে যাওয়া রাস্তাকে আবার খুঁজে বার করার ঐকান্তিক প্রয়াস চালাচ্ছে সিকিম সরকারের পূর্ত দপ্তর। শুধু চড়াই আর চড়াই। মাঝেমধ্যেই পাহাড় থেকে নেমে আসা জল আর কুঁচি পাথরে গাড়ির চাকা নিথর হয়ে যাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত এক সময় রাবাংলা পৌঁছানোর আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমাদের গাড়ির চালক বলল, 'দাদা ঘাবড়াবেন না ঠিক উঠে যাব।' যাই হোক অনেক টানাপোড়েনের পর শেষপর্যন্ত রাবাংলা পৌঁছানো গেল।

রাবাংলা পৌঁছে বুদ্ধ পার্ক দেখে মনটা আনন্দে ভরে গেল। পথের ক্লান্তিটাও ভুলে গেলাম। ঘণ্টা দেড়েক রাবাংলাতে কাটিয়ে এবার চললাম টেমি চা বাগানের দিকে। টেমি পৌঁছাতে সন্ধে গড়িয়ে গেল। যাইহোক, চেরি রিসর্টের দোতলার একটা মাউন্টভিউ ঘরে আমাদের মালপত্র পৌঁছে গেল। রাতেরবেলায় টেমির সৌন্দর্য ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। সন্ধে সাড়ে সাতটার মধ্যেই ডিনার রেডি। আসলে পাহাড়ে সন্ধের পর কারও কিছু করার থাকে না। তাই রিসর্টের ক্লান্ত কর্মীরা আমাদের খাইয়ে দিলেই একটু বিশ্রাম পাবে। ভোরে আবার উঠতে হবে তো। অত সন্ধ্যায় আমাদের চোখে তো আর ঘুম আসে না। গল্পগুজব করে কাটল প্রহর। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই জানলা খুলে অপরূপ কাঞ্চনজঙ্ঘাকে আবার নতুন করে দেখলাম। প্রাতরাশ সেরে সকালের সোনালি রোদ গায়ে মেখে জাতীয় সড়ক ধরে আমরা রওনা দিলাম নামচির উদ্দেশে। টেমি থেকে নামচির দূরত্ব মাত্র ৩০ কিলোমিটার। রাস্তা ভীষণ সুন্দর। নামচি শহরটি ভারী সুন্দর, ব্যস্তও বটে। বাইচুং ভুটিয়া স্টেডিয়ামকে ডান দিকে রেখে শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বর ধাম (বা চার ধাম)। টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকতে হয়। পাহাড়ের উপরে বিশাল আকারের ধ্যানস্থ মহেশ্বরের মূর্তি। তাকে ঘিরে আছে বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ। ২৮,৯৫৮ হেক্টর এলাকাজুড়ে পাহাড়ের উপরে রয়েছে বদ্রীনাথ, রামেশ্বরম, দ্বারকা ও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রেপ্লিকা। প্রচণ্ড পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পবিত্র ধর্মীয় পরিবেশ। অনেকেই পুজো দিচ্ছেন তাদের আরাধ্য দেবতার কাছে। দেড়-দু'ঘণ্টা সময় কোথা দিয়ে কেটে গেল টেরই পেলাম না। এরপরে এখান থেকে চলে গেলাম সামড্রুপস্টে মনাসটেরিতে। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামা এই গুম্ফাটির উদ্বোধন করেন। এখানে অবস্থিত গুরু পদ্মসম্ভবার বিশাল আকারের মূর্তি দর্শন করে পুণ্যার্থীদের হৃদয় আপ্লুত হয়ে ওঠে।

বাজার থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত সাঁইবাবার মন্দির নামচি শহরের অন্যতম আকর্ষণ। ফেরার পথে দু'দণ্ড ঘুরে গেলাম বাইচুং ভুটিয়া স্টেডিয়ামে। সেখানে বিভিন্ন চার্চের প্রতিনিধিত্বকারী যুবকদের মধ্যে প্রি-ক্রিসমাস উদ্দীপনাপূর্ণ ফুটবল টুর্নামেন্টের খেলা চলছিল। বিকেলে আবার ফিরে এলাম টেমিতে। সিকিমের একমাত্র চা বাগান টেমির ফ্লেভার্ড চা এখন বাক্সবন্দি হয়ে বিপুল দামে বিক্রি হচ্ছে। কুড়ি পারসেন্ট লেসে সরাসরি সেই চা বাগানের কর্মচারী সমবায় সমিতির বিপণন কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করলাম। চেরি রিসর্টের কর্মীদের হার্দিক বিদায় অভিনন্দনে আপ্লুত হয়ে পরদিন বেলা দশটা নাগাদ চেরি রিসর্ট থেকে চেক আউট করে ভায়া নামচি সোজা শিলিগুড়ির পথে রওনা দিলাম। দারুণ সুন্দর রাস্তা নামচি থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত। মাঝে আধ ঘণ্টার লাঞ্চ ব্রেক নিয়ে চার ঘণ্টায় সেবক হয়ে পৌঁছে গেলাম শিলিগুড়িতে।

ঘুরতে ভালোবাসেন? আপনার ভ্রমণের স্মৃতি, অভিজ্ঞতা আর গল্পকে শব্দে তুলে ধরতে চান? তাহলে আজই লেখা পাঠান আমাদের 'টইটই' বিভাগে।

লেখা পাঠাতে মেইল করুন ubscholojai@gmail.com-এ। অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন 7908528916 নম্বরে। অবশ্যই ইউনিকোডে টাইপ করে লেখা পাঠাতে হবে।

ছোট তারা

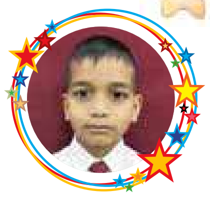

ডনবসকো স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র আদিত্য রায় আঁকতে ও ফুটবল খেলতে ভালোবাসে। সে পড়াশোনাতেও ভালো।

মাকে বাঁচাল ৭ বছরের মেয়ে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : অন্যায়ের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াল সাত বছরের শিশুকন্যা। মঙ্গলবার রাতে গার্হস্থ্য হিংসার কবল থেকে মাকে বাঁচিয়েই থামেনি সে। একরকম জোর করে মাকে টেনে নিয়ে যায় প্রধাননগর থানায়। বাবার নামে লিখিত অভিযোগ দায়েরের পর জবানবন্দি দেয় খোদ ওই শিশু। তার কথায়, 'বাবা ব্যাড কাজ করেছে। বাবাকে পানিশমেন্ট পেতে হবে।'

ঘটনা মঙ্গলবার রাতের। অভিযোগ, কলাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা সুরজ ছেত্রী চড়াও হন তাঁর স্ত্রী প্রতিমা রায়ের ওপর। সেই সময় ঘরেই ছিল তাঁদের ছোট মেয়ে। চোখের সামনে মাকে গলায় ফাঁস দিয়ে মারার চেষ্টা করছেন বাবা। দৃশ্য দেখে আঁতকে ওঠে সে। তবে ভয় না পেয়ে মাকে বাঁচানোর জন্য নিজেই আপ্রাণ চেষ্টা করে। বাবার হাত ছাড়াতে না পেরে প্রতিবেশীদের কাছে ছুটে যায় সাহায্য চাইতে। শেষে তাঁদের হস্তক্ষেপে উদ্ধার করা হয় নির্যাতিতা বধূকে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে।

> বাবা ব্যাড কাজ করেছে। বাবাকে পানিশমেন্ট পেতে হবে।

এদিকে, প্রাথমিক শুশ্রূষার পর কিছুটা স্বাভাবিক হন ওই মহিলা। এরপর তিনি আর বিবাদ বাড়াতে চাননি। পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার কোনও ইচ্ছে ছিল না তাঁর। যদিও একরকম জেদেই মাকে থানায় টেনে নিয়ে যায় মেয়েটি। খুদের জেদ দেখে সাহস পেয়ে যান প্রতিমাও। গোটা ঘটনা জানিয়ে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই বধূ। এরপর রাতেই তড়িঘড়ি অভিযুক্ত সুরজকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাঁর ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

পুলিশ জানিয়েছে, বছক পঁচিশেক আগে বিয়ে হয় সুরজ-প্রতিমার। তাঁদের দুই মেয়ে রয়েছে। বড় মেয়ের বয়স ১৫, ছোট মেয়ের ৭। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় স্ত্রীর ওপর চড়াও হতেন সুরজ। অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়ে পরপর দুই কন্যাসন্তানের জন্মের পর। হেনস্তার উদ্দেশ্যেই সন্তানদের সামনেই নিগ্রহ করা হত প্রতিমাকে। প্রতিদিন এই ঘটনা দেখে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল শিশুটির। এদিন চোখের সামনে ফের মাকে আক্রান্ত হতে দেখে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি সে।

অত্যাচারের শিকার প্রতিমা এদিন বলেন, 'বিয়ের পর থেকেই রাতে মত্ত হয়ে এসে অত্যাচার চালাত সুরজ। সংসারের কথা মাথায় রেখে এতদিন চুপ ছিলাম। মঙ্গলবার রাতেও চুপ করে থাকব ভেবেছিলাম। তবে মেয়েই জোর করল। মেয়ের জোর দেখে আর চেপে রাখতে পারলাম না।'

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় ৯০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। অনেক বিদ্যালয়ের শৌচাগারের হয় দরজা ভাঙা, নয় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। অভিভাবকরা জানাচ্ছেন, মেয়েরা স্কুলের শৌচালয়ে যেতে চায় না। চিকিৎসকরা বলছেন, স্কুলের টয়লেট পরিষ্কার না হলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকছেই। শহরের বিভিন্ন স্কুলের টয়লেটের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

টয়লেটে পড়ুয়াদের ঝুঁকি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : 'স্যর টয়লেটে যাব'। টিচারের অনুমতি পেয়েই ছেলেটি ক্লাস থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। তবে ছেলেটি শৌচালয়ে নয়, ছুটে গেল পাশের ফাঁকা জায়গায়। কারণ টিকিয়াপাড়া এলাকার অরবিন্দ বিদ্যামন্দিরে শৌচালয়ের সুবন্দোবস্ত নেই। কোএড স্কুলটিতে পড়ুয়ার সংখ্যা ৪০ জনের কিছু বেশি। শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য আলাদা আলাদা শৌচালয় থাকার কথা। অথচ এই বিদ্যালয়ে একটিমাত্র শৌচাগার রয়েছে আর সেটাও পড়ুয়াদের ব্যবহারের অযোগ্য। শৌচালয়ের অবস্থা দেখেই কেউ আর সেখানে প্রবেশ করতে চায় না। তবুও ছাত্রীরা বাধ্য হয়ে সেই শৌচাগার মাঝেমধ্যে ব্যবহার করে। ছাত্রদের তাই ছুটতে হয় এদিক-ওদিক।

শিলিগুড়ির একটি স্কুলের শৌচাগারের বেহাল অবস্থা।

- শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শৌচাগারের বেহাল দশা
- বয়েজ প্রাইমারি স্কুলে ৬৬৫ জন পড়ুয়ার জন্য রয়েছে মাত্র দুটি শৌচাগার
- অপরিচ্ছন্ন শৌচাগারের কারণে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে শৌচকর্ম করতে চাইছে না
- চিকিৎসক শঙ্খ সেন সতর্ক করেছেন, এতে পড়ুয়াদের মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে

এই সমস্যা শুধু পড়ুয়াদের নয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্যও শৌচালয়ের তেমন বন্দোবস্ত নেই। তাদের বাড়িতে যেতে হয়। এই সমস্যার কথা একাধিকবার ওপরমহলকে জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় পাল। তবে দরবারই সার। কোনও সমাধান যে হয়নি তা এদিন বিদ্যালয়ে গিয়ে শৌচালয়ের অবস্থা দেখেই বোঝা গেল।

শিলিগুড়ি বয়েজ প্রাইমারি স্কুলে বর্তমানে পড়ুয়ার সংখ্যা ৬৬৫। এত পড়ুয়ার জন্য স্কুলে রয়েছে মাত্র দুটি শৌচাগার। স্বাভাবিকভাবেই শৌচাগারের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। ফলে তা কিছুক্ষণের মধ্যেই নোংরা হয়ে যাচ্ছে, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ দেব বলেন, 'আরও শৌচালয়ের প্রয়োজন রয়েছে। এই বিষয়ে পুরনিগম এবং মহকুমা পরিষদে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তবে আমরা এখনও কোনও জবাব পাইনি।

শিলিগুড়ি শিক্ষাজেলায় ৯০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। অনেক বিদ্যালয়ের শৌচাগারের অবস্থা এখন এমনই। কোথাও দরজা ভাঙা, কোথাও দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, আবার কোথাও একটা-দুটো শৌচাগারের ওপরেই নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে কয়েকশো পড়ুয়াকে। এক্ষেত্রে মনে হতে পারে স্কুল কেন শৌচাগার ঠিকমতো পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করছে না। এই প্রশ্নের উত্তরে উঠে আসছে স্কুলগুলোর আর্থিক দুরবস্থার কথা। স্কুলগুলো বছরে এককালীন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কম্পোজিট গ্র্যান্ট-এর টাকা পায়। তবে এতদিন রাজ্য-কেন্দ্রের দ্বন্দ্বে সব স্কুল সময়মতো সেই টাকা পাচ্ছিল না। কখনও অর্ধেক পরিমাণে টাকা মিলছিল, আবার কখনও ২৫ শতাংশ, কখনও আবার পুরোটা মিলেছে। তবে সেই টাকার যে পরিমাণ তাতে প্রকৃত অর্থে বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব নয়। সমস্যাটা বাধে সেই জায়গাতেই, বলছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার কম্পোজিট গ্র্যান্টে নতুন করে অর্থবরাদ্দের পর জটিলতা কিছুটা হলেও কাটতে পারে বলে আশাবাদী শিক্ষকরা।

শিলিগুড়ি গার্লস প্রাইমারি স্কুলের এক পড়ুয়ার অভিভাবক বলছিলেন, মেয়ে স্কুলের শৌচালয়ে যেতে চায় না। ও বলছিল শৌচালয় নোংরা হয়ে থাকে, দুর্গন্ধ ছড়ায় তাই যেতে চায় না। দৃপ্তি পাল বলছিলেন, 'তাঁর মেয়ে যে স্কুলে পড়ে সেখানেও শৌচাগারের পরিকাঠামো ঠিক নেই। এমন অবস্থায় ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। স্বাস্থ্যবিধির এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তো অবশ্যই দেখা উচিত।'

শিলিগুড়ির বিশিষ্ট চিকিৎসক শঙ্খ সেন বলছেন, 'শৌচালয়ে অনেকের শরীরের বর্জ্য পদার্থই মিশছে। সেটা ভালো করে পরিষ্কার না রাখলে ইউরিন ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। পড়ুয়ারা যেহেতু দিনের অনেকটা সময় বিদ্যালয়ে কাটাচ্ছে তাই শৌচালয় পরিষ্কার থাকাটা ওদের স্বাস্থ্যের জন্য জরুরি।'

শৌচাগারের এই বেহাল অবস্থা নিয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) তরুণকুমার সরকার বলেন, 'বিদ্যালয়গুলোতে শৌচাগারের পরিকাঠামো হয়তো রয়েছে তবে রক্ষণাবেক্ষণে খামতি থাকতে পারে। কম্পোজিট গ্র্যান্ট থেকে যে টাকা এতদিন পাওয়া যেত, তাতে সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব নয়। আগামীদিনে ধীরে ধীরে স্কুলের চেহারা বদলাবে।'

আজ শহরে

- শিলিগুড়ির বাচিক চর্চাকেন্দ্র কথা ও কবিতা-র ১৮ বছর পথ চলার পূর্তি উপলক্ষ্যে দীনবন্ধু মঞ্চে দু'দিনের বাচিক উৎসব 'বরিষ ধরা মাঝে' শুরু হবে বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে রয়েছে একক, দ্বৈত ও সমবেত আবৃত্তি ও সম্মাননা।

পুর দুর্নীতি নিয়ে বিস্ফোরক শংকর

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : ১ অগাস্ট পুর ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের শিলিগুড়িতে আসার কথা। তার আগে পুর এলাকার বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়ে সরব হলেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। বুধবার শংকর অবৈধ বিল্ডিং প্ল্যান, অকুপেন্সি শংসাপত্র ছাড়া ফ্ল্যাট বিক্রি, অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং, অবৈধভাবে সরকারি জমি দখল এবং আরও কয়েকটি বিষয়ে সরব হয়েছেন। সমস্ত দুর্নীতি তৃণমূল আমলে হয়েছে বলে অভিযোগ শংকরের। এইসব দুর্নীতির জন্য তিনি তৃণমূলের নেতা, জনপ্রতিনিধি এবং সেসময় পুরসভার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের কাঠগড়ায় তুলেছেন। প্রতিটি দুর্নীতির তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী।

এর আগে অগ্নিমিত্রা শিলিগুড়িতে বৈঠক করলেও সেখানে শংকর ডাক পাননি বলে দলীয় সূত্রের খবর। তবে এবারে অগ্নিমিত্রার সঙ্গে বৈঠকে প্রতিটি জেলার বিধায়ক ডাক পেয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। সেই সূত্রে বৈঠকে শংকরেরও থাকার কথা বলে খবর দলীয় সূত্রে। রাজ্যের দুই মন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই বৈঠক হতে পারে বলে সূত্রের খবর। শংকর বলেন, 'সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করানো হয়েছে। দেখা গিয়েছে বসবাসের নামে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করানো হলেও, সেই বিল্ডিং বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বিল্ডিং নির্মাণের জমির অনুমতি (এলইউসিসি) নেওয়া হয়েছে এক তৈরি করা হয়েছে আর এক। বারবার বলেছি যাঁরা অন্যায় করবেন আইনত তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' প্রতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

সে সময় শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের হাতেই বিল্ডিং বিভাগের দায়িত্ব ছিল। তাহলে কি গৌতমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে? উত্তরে শংকর বলেন, 'কোনও ব্যক্তির সম্পর্কে কিছু বলব না। যাঁরা যাঁরা এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তাঁদের বিরুদ্ধে নিয়ম অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।' এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নেতাদের একটা তালিকা তাঁর কাছে আছে বলে জানিয়েছেন শংকর।

- কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করানো হয়েছে বলে অভিযোগ শংকর ঘোষের
- অকুপেন্সি শংসাপত্র ছাড়া ফ্ল্যাট বিক্রি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ মন্ত্রীর
- নিয়ম মেনে সমস্ত কাজ হয়েছে বলে দাবি পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেবের

> বিল্ডিং নির্মাণের জমির অনুমতি (এলইউসিসি) নেওয়া হয়েছে এক তৈরি করা হয়েছে আর এক। বারবার বলেছি যাঁরা অন্যায় করবেন আইনত তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> শংকর ঘোষ

এবিষয়ে পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'নিয়ম মেনে সমস্ত কাজ হয়েছে। ওরা তো দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটি তদন্ত করে দেখুক। আপাতত ওঁর (শংকরের) অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও মন্তব্য করব না।'

শংকরের আরও অভিযোগ, অকুপেন্সি সার্টিফিকেট ছাড়া ফ্ল্যাট বিক্রি করেছেন অনেক প্রোমোটার। দুর্নীতিতে যুক্ত অনেক নেতাকে 'আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে' বলেও বিদ্রুপ করেন তিনি। তাঁর দলের কেউ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকলে তাঁদেরও রেয়াত করা হবে না বলে জানিয়েছেন শংকর।

পালাবদলের আগে থেকেই পুরনিগমের মেয়র এবং তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ তোলা হচ্ছে। শংকরের মতোই অমিত জৈন সহ বিজেপির অনেক নেতা তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। কিন্তু পালাবদলের পর প্রায় তিন মাস হতে চললেও বিগত পুর বোর্ডের কারও বিরুদ্ধে এখনও অবধি কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে শংকর বলেন, 'যা যা অভিযোগ রয়েছে সবগুলির তদন্ত হবে। ব্যবস্থা নিতে গিয়ে যাতে নতুন কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা হচ্ছে।'

মুখোমুখি মন্ত্রী, আসছেন অগ্নিমিত্রা

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : শিলিগুড়ি পুরনিগম থেকে উত্তরবঙ্গে নজর রাখতে চাইছেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। ওই লক্ষ্যেই অগাস্ট মাসের প্রথমদিন তিনি উত্তরের পুরসভাগুলি নিয়ে জোড়া পর্যালোচনা বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, শিলিগুড়ি পুরভবনে বসে তিনি পুর পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন জায়গার অভাব-অভিযোগ শুনবেন। 'মুখোমুখি' শীর্ষক কর্মসূচিটি সকাল ১১টা থেকে এক ঘণ্টা চলবে বলে পুরনিগম সূত্রে খবর। এরপরেই মন্ত্রীর উপস্থিতিতে হবে জোড়া পর্যালোচনা বৈঠক। মন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে পুর কর্তৃপক্ষ জোর প্রস্তুতি শুরু করেছে। পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাই বলেন, 'আগামী মাসেই মন্ত্রী আসছেন। বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।'

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, টক-টু-মেয়র কর্মসূচিতে ব্যবহৃত ফোন নম্বর ব্যবহার করেই ১ অগাস্ট মন্ত্রীর 'মুখোমুখি' কর্মসূচি হবে। শুধু শিলিগুড়ি শহর নয়, উত্তরবঙ্গ সহ দক্ষিণের যে কোনও জেলার বাসিন্দারা পুর পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে অভাব-অভিযোগ জানাতে পারেন। যা লিপিবদ্ধ করে রাখা হবে এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। দ্বিতীয় উত্তরবঙ্গ সফরে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শিলিগুড়ি পুরনিগমের সেমিনার হলে পুর পরিষেবা ইস্যুতে পর্যালোচনা বৈঠক সারবেন বলে খবর। ওই বৈঠকে শিলিগুড়ি পুরনিগম সহ দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার পুরসভার কাজকর্ম নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। পরবর্তী বৈঠকে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও কালিম্পং জেলার পুরসভাগুলির কাজকর্ম নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে।

পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'একটা পরিকাঠামো তৈরি করেছিলাম। প্রায় ১৬৭ সপ্তাহ টক-টু-মেয়র কর্মসূচি করেছিলাম। এখন মন্ত্রী সেই ফোন নম্বর ব্যবহার করে মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনবেন, পরিকাঠামোটি কাজে লাগবে, ভালো।'

গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : নৌকাঘাট এলাকায় বুধবার রাতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২৮৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃত কৈলাস সাহানি শহরের টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা। ধৃত স্কুটারে চেপে নকশালবাড়ি থেকে শিলিগুড়ির দিকে আসছিলেন। তখনই তল্লাশি চালানো হলে তাঁর থেকে ব্রাউন সুগার পাওয়া যায়।

প্রতারিত

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : সাইবার প্রতারকদের ফাঁদে পা দিয়ে ৭১ হাজার টাকা খোয়ালেন কদমতলার এক বাসিন্দা। কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী নামে ওই ব্যক্তিকে ইলেক্ট্রিক বিলের রসিদ হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে দেওয়া হবে বলে ফোন করে প্রতারণা করা হয় বলে অভিযোগ।

বুধবার সকালে শিলিগুড়ির বর্ষণ চিত্র। ছবি : দীপ্তেন্দু দত্ত

টাকা ফেরত

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ট্যুরিস্ট হেল্পলাইনে অভিযোগ করে টাকা ফেরত পেলেন অসীম মাইতি নামে এক তরুণ। অসীম জানান, পাহাড়ে ঘুরতে এসে প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে টাকা খোয়াতে হয়েছিল। ট্যুরিস্ট হেল্পলাইনে ফোন করে সেই টাকা ফেরত পেয়েছি।

আশ্বাসে স্বস্তি স্কুলে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : স্কুলগুলিকে নিয়ম মেনে কম্পোজিট গ্র্যান্ট দেওয়ার আশ্বাস দিলেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, 'স্কুলে ছাত্রসংখ্যার ভিত্তিতে কম্পোজিট গ্র্যান্টের টাকা দেওয়া হবে। ১০ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্কুলগুলি গ্র্যান্টের টাকা পাবে।' আগে বড় স্কুলগুলি বছরে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত কম্পোজিট গ্র্যান্ট পেত। কিন্তু তৃণমূল সরকারের শেষ কয়েক বছরে সেই বরাদ্দ অনেক ক্ষেত্রেই কমতে কমতে ২৫ হাজার টাকায় নেমে এসেছিল।

নেতাজি বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজীব ঘোষ বলেন, 'স্কুল চালাতে বিগত সরকারের সময়ে চরম সমস্যা হয়েছে। এবার এক লক্ষ টাকা পেলে খুবই ভালো হবে। তাহলে ভর্তির ক্ষেত্রে কম টাকা নেওয়া হবে।' শুধু নেতাজি বয়েজ নয়, শক্তিগড় বালিকা বিদ্যালয়েও বাড়তি ভর্তি ফি নেওয়ার অভিযোগে ছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুষমা পাল বলেন, 'এক লক্ষ টাকা পেলে স্কুল চালাতে সুবিধা হবে। এতদিন নানা সমস্যার মধ্যে স্কুল চালাতে হয়েছে।' সেই স্কুলে বর্তমানে মাসে প্রায় ১০ হাজার টাকা বিদ্যুৎ বিল আসে। সোলার প্যানেল বসলে তাদেরও সুবিধা হবে।

খেলার মাঠে সৌজন্যের বার্তা মন্ত্রীর

শহরে ফের ডার্বির আশা

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে আবার বাঙালির আবেগের ডার্বির আশা দেখালেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। বুধবার শহরের বাঘা যতীন পার্কের সামনে মোহনবাগান দিবস পালিত হয়। মোহনবাগান ফ্যান ক্লাব শিলিগুড়ি মেরিনার্সের তরফে আয়োজিত এদিনের এই অনুষ্ঠানে শংকর বলেন, 'আগে আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা হয়েছিল। ভবিষ্যতে এই ধরনের আর একটা ডার্বি ম্যাচ হোক আশাকরি। যদিও সেটা কবে হবে আমি বলতে পারব না। সবাই জানেন এই স্টেডিয়ামে একটা সময় নেহরু গোল্ড কাপ, ফেডারেশন কাপ হয়েছে। পোল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন, হাঙ্গেরি অনেক আন্তর্জাতিক দলই খেলে গিয়েছে।'

মোহনবাগান দিবসের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শংকর ঘোষ।

তাঁর মতে, শিলিগুড়ি শহর কখনও বিভাজন দেখতে চায়নি, চিরকাল ঐক্যবদ্ধ থাকতে চেয়েছে। তাই যাঁদের যে সম্মান প্রাপ্য, তাঁদের তা দেওয়া উচিত বলে দাবি করেন তিনি।

পাশাপাশি, বর্তমান প্রজন্মের মাঠে যাওয়ার প্রতি অনীহা নিয়ে আক্ষেপ করেন শংকর। যুবসমাজকে মাঠে ফেরাতে স্কুল ও ক্লাবগুলিকে আরও দায়িত্ব নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। এছাড়া, প্রাক্তন খেলোয়াড়দের যাতে আরও ভালো চাকরির ব্যবস্থা করা যায় সে বিষয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন বলেও এদিন জানান তিনি। এদিন বাঘা যতীন পার্কের সামনে শিলিগুড়ি মেরিনার্সের উদ্যোগে বিশেষ দিনটি সবুজ-মেরুন কেক কেটে পালিত হয়। এছাড়াও মোহনবাগানের পতাকা উত্তোলন করেন শংকর। তাঁর উপস্থিতিতে কিছুক্ষণের জন্য গোটা এলাকা যেন মোহনবাগানময় হয়ে ওঠে। মঞ্চে তাঁর সঙ্গে এক সারিতে বসে থাকতে দেখা যায় দার্জিলিং জেলা (সমতল) তৃণমূলের প্রাক্তন মুখপাত্র বেদব্রত দত্ত এবং চিকিৎসক শঙ্খ সেনকে।

পারিশ্রমিক বাড়ুক

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : গত ১৩ বছর ধরে পারিশ্রমিক ও সুযোগসুবিধা না বাড়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ভোকেশনাল শিক্ষকরা। 'ইউনাইটেড ডব্লিউবি এনএসকিউএফ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর তরফে মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের সভাপতি নিরুপম কোলে বলেন, 'বেসরকারি এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগের কারণে কাজের স্থায়িত্ব নেই এবং নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে।'

ব্যাগ ছিনতাই

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া আন্ডারপাসে ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। বুধবার সকালে বাইকে করে তিন তরুণ এসে টোটোয় থাকা তরুণী ও তাঁর সন্তানের হাতে থাকা ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। তরুণী জানান, ব্যাগে টাকা ও মোবাইল ছিল। ঘটনায় মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

উত্তরে দিশা দেখাতে পারে ফিল্ম ট্যুরিজম

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : একটি সিনেমার একটি দৃশ্যই বদলে দিতে পারে কোনও এলাকার ভাগ্য। পর্দায় দেখা পাহাড়, জঙ্গল কিংবা নদীকে সামনে থেকে দেখতে হাজার হাজার মানুষ ছুটে যান সেই জায়গায়। পর্যটনের এই নতুন ধারার নামই ফিল্ম ট্যুরিজম। বিশ্বের বহু দেশ ও ভারতের একাধিক রাজ্য ইতিমধ্যেই এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পর্যটন ও স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে। অথচ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ উত্তরবঙ্গ এখনও সেই দৌড়ে অনেকটাই পিছিয়ে। বুধবার সেই ফিল্ম ট্যুরিজমের দাবি উঠল রামকিঙ্কর হলে আয়োজিত আন্তর্জাতিক স্পোর্টস ফিল্ম ফেস্টিভালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। সোশ্যাল স্পোর্টস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির সহযোগিতায় শিলিগুড়িতে এই ফিল্ম ফেস্টিভালের আয়োজন করা হয়েছে। পয়লা অগাস্ট পর্যন্ত এই ফিল্ম ফেস্টিভাল চলবে।

সিনে সোসাইটির সম্পাদক প্রদীপ নাগ জানান, উত্তরবঙ্গে ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এখানে অনেক সিনেমা, ওয়েব সিরিজের শুটিং হয়েছে। এখানে ফিল্ম ট্যুরিজমের জন্য তাঁরা পর্যটনমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, জনপ্রিয় সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের শুটিং স্পট চিহ্নিত করে 'ফিল্ম ট্রেল' তৈরি করা গেলে উত্তরবঙ্গে নতুন ধরনের পর্যটনের বাজার তৈরি হতে পারে। স্থানীয় হোটেল, হোমস্টে, গাড়িচালক, গাইড, রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও তার সুফল পাবেন।

আন্তর্জাতিক স্পোর্টস ফিল্ম ফেস্টিভালে কুইজ প্রতিযোগিতায় পড়ুয়ারা।

এ ব্যাপারে সরাসরি কিছু না বললেও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ পড়ুয়াদের খেলাধুলো নিয়ে আরও বেশি আগ্রহী হওয়ার বার্তা দেন। আন্তঃবিদ্যালয় স্পোর্টস কুইজ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এদিনের ফেস্টিভাল শুরু হয়। সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে মোট ১৯টি স্কুলের পড়ুয়ারা কুইজে অংশগ্রহণ করেছে। প্রথম হয়েছে দিল্লি পাবলিক স্কুল, দ্বিতীয় অলিভিয়া স্কুল এবং তৃতীয় বিড়লা দিব্যজ্যোতি স্কুলের পড়ুয়ারা।

কুইজ শেষে মোট ছয়টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি দেখানো হয়েছে। মাউন্টেন ক্লাইম্বিংয়ের ওপর তৈরি বুলগেরিয়ার সিনেমা 'প্যারালাল ওয়ার্ল্ড', ফুটবল খেলার ওপর তৈরি ভারতীয় সিনেমা 'হোপ' দর্শকদের মন জয় করেছে। এদিন ফেন্সিংয়ের ওপর 'আনটাচেবল' সিনেমাটি দেখে দেবাশিস ভট্টাচার্য বলেন, 'খুব সুন্দর একটা সিনেমা দেখলাম। বৃহস্পতিবার মেসির ওপর একটা সিনেমা দেখানো হবে, সেটাও দেখতে আসব।'

এ ধরনের স্পোর্টস ফিল্ম ফেস্টিভালের গুরুত্ব নিয়ে সিনে সোসাইটির সম্পাদক প্রদীপ বলেন, 'নতুন প্রজন্মকে সিনেমার সঙ্গে আরও বেশি জড়িত করতে হবে। স্পোর্টস নিয়ে প্রচুর মানুষের আগ্রহ রয়েছে।' সিনে সোসাইটির প্রীতম ঘোষ আবার মনে করেন, 'অনেক স্কুলে অডিটোরিয়াম রয়েছে। সেগুলো যদি ছুটির দিনে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে সিনেমা নিয়ে আরও বেশি চর্চা করা যায়।'

পৃথিবীর পাঠশালা

আঁশওয়ালা একমাত্র স্তন্যপায়ী

প্যাঙ্গোলিন বা বনরুই হল পৃথিবীর একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী যার পুরো শরীর শক্ত আঁশে ঢাকা থাকে। বিপদে পড়লে এরা নিজেদের শরীরকে গুটিয়ে আস্ত একটি ফুটবলের মতো গোল আকার ধারণ করে। এদের আঁশগুলো আমাদের নখের মতোই কেরাটিন দিয়ে তৈরি। দুঃখের বিষয় হল, চোরাশিকারিদের লোভের কারণে এরা আজ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পাচার হওয়া প্রাণী। এদের মাংস এবং আঁশ মোটা টাকায় বিক্রি হয়।

মন্থরতম প্রাণী

দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে বাস করা স্লথ হল পৃথিবীর সবচেয়ে ধীরগতির প্রাণী। এরা এতই ধীরে নড়াচড়া করে যে এদের শরীরের লোমের ওপর সবুজ শ্যাওলা জমে যায়, যা এদের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করে। এরা সারাজীবন গাছের ডালে উলটো হয়ে ঝুলেই কাটিয়ে দেয়। সপ্তাহে মাত্র একদিন এরা মলত্যাগ করার জন্য গাছ থেকে নীচে নামে। পাতা হজম করার জন্য এদের পাকস্থলীতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগে।

অস্ট্রেলিয়ার ঘুমন্ত প্রাণী

কোয়ালা অস্ট্রেলিয়ার এক অদ্ভুত প্রাণী, যারা সারাদিনে প্রায় বাইশ ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটায়। এদের মূল খাবার হল ইউক্যালিপ্টাস গাছের পাতা। এই পাতায় পুষ্টিগুণ খুব কম থাকে এবং এটি হজম করতে প্রচুর শক্তির দরকার হয়। শক্তি বাঁচানোর জন্যই কোয়ালারা এত বেশি ঘুমায়। এরা জলও প্রায় খায় না বললেই চলে, পাতার রস থেকেই এদের শরীরের জলের চাহিদা মিটে যায়। ছোট ভালুকের মতো দেখতে এই প্রাণীগুলো দারুণ শান্ত স্বভাবের হয়।

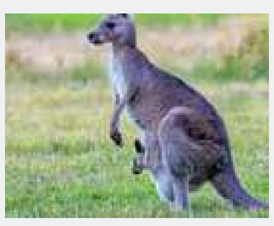

ক্যাঙারুর অদ্ভুত জন্ম

ক্যাঙারুর ছানা জন্মের সময় অবাক করার মতো ছোট হয়। আস্ত একটা পূর্ণবয়স্ক ক্যাঙারুর ছানা জন্মের সময় মাত্র এক ইঞ্চির মতো লম্বা হয়, যা দেখতে একটি ছোট জেলিবিনের মতো লাগে। চোখ না ফোটা এবং লোমহীন এই ছোট ছানাটি জন্মের পরপরই নিজের চেষ্টায় মায়ের পেটের লোম আঁকড়ে ধরে থলির ভেতর ঢুকে যায়। সেখানে বসে টানা কয়েক মাস দুধ খেয়ে তারা বড় হয় এবং পরে থলি থেকে বাইরে বের হয়।

নজিরবিহীন ঘটনা কোচবিহারে, অভিযোগ অস্বীকার বিজেপির

পরপর বাম পার্টি অফিসে হামলা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৯ জুলাই : রাজনৈতিক পালাবদলের পর কোচবিহার জেলায় এর আগেও বহু সন্ত্রাস হয়েছে। তবে একই রাতে সিপিএম, এসইউসিআই ও ফরওয়ার্ড ব্লকের অফিসে ভাঙচুরের ঘটনা নজিরবিহীন। মঙ্গলবার গভীর রাতে কোচবিহার এমন ঘটনারই সাক্ষী থাকল। সিপিএম ও এসইউসিআইয়ের জেলা পার্টি অফিসে হামলা চালানো হয়। আর জাতীয় সড়কের পাশে থাকা ফরওয়ার্ড ব্লকের কার্যালয়ও তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। ভেঙে, ছিঁড়ে মনীষীদের ছবি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে ভাঙচুরের ঘটনা।

তিনটি ঘটনাতেই অভিযোগের তির গিয়েছে বিজেপির দিকে।

যদিও তারা অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। তবে পুলিশ সুপার মণীশ যোশিকে ফোন করা হলেও তিনি তা না ধরায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি। এদিকে, দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পথে নেমেছে বিরোধীরা। তারা বুধবার কোচবিহার শহরে একটি মিছিলও করেছে।

মঙ্গলবার গভীর রাতে সিপিএমের জেলা কার্যালয়ে মুখ ঢেকে কয়েকজন দুষ্কৃতী হামলা চালায়। সেখানকার কাচ ভাঙা হয়। দলীয় পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। পাশেই ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে এসইউসিআইয়ের জেলা কার্যালয়ের দরজা ভেঙে ভেতরে কার্যত লুটপাট চলে। সেখানকার আসবাবপত্র, আলমারি ভেঙে ফেলা হয়েছে। হামলার হাত থেকে বাদ যায়নি মনীষীদের ছবিও। বুধবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবসের জন্য তাঁর সহ আরও কয়েকজন মনীষীর ছবি কার্যালয়ের ভিতরে রাখা ছিল। সেগুলি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। এদিন কার্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল, সেই ছেঁড়া ছবি মাটিতে লুটিয়ে রয়েছে। দলের শহর কমিটির সম্পাদক নেপাল মিত্রের কথায়, ‘শাবল দিয়ে দরজা ভেঙে কার্যালয়ের ভিতরে ঢুকে ভাঙচুর করা হয়েছে।

বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছবি নষ্ট করা হয়েছে। আলমারি, আসবাবপত্র ভেঙে লুটপাট চলে।’ নেপালের প্রশ্ন, ‘বিধানসভার অধ্যক্ষ এখানকার বিধায়ক। তাঁর এলাকাতে এসব হচ্ছে। এখন তাহলে গুন্ডা দমন আইন প্রয়োগ হবে না?’

এই হামলার হাত থেকে ছাড় পায়নি আরেক বিরোধী দল ফরওয়ার্ড ব্লকও। খাগড়াবাড়ি চৌপথিতে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে তাদের কার্যালয়ে একই ঘটনা ঘটেছে। সেখানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সহ মনীষীদের ছবি থেকে শুরু করে আসবাবপত্র সবই ভেঙে ফেলা হয়েছে। বুধবার ঘটনাস্থলে তদন্তে যায় পুলিশ। দলের জেলা সভাপতি দীপক সরকারের কথায়, ‘যারা নেতাজি, ক্ষুদিরাম বসুর ছবি নষ্ট করতে পারে তাদের জেলের ভিতরে ঠাঁই হওয়া উচিত। বিজেপির দুষ্কৃতীরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তাদের কঠোর শাস্তি চাই।’

কয়েকদিন ধরেই রাজনৈতিক সংঘর্ষে কোচবিহার শহর সরগরম। বামেদের সঙ্গে গেরুয়া শিবিরের তর্জায় রক্তাক্ত হয়েছে জেলার রাজনীতি। কখনও এবিএন শীল কলেজের হস্টেলে সংঘর্ষ হয়েছে, আবার কখনও গুঞ্জবাড়িতে কর্মসূচিকে ঘিরে বাম-বিজেপির সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সেই ঘটনার রেশ থেকেই এদিনের ভাঙচুর হতে পারে বলে মনে করছে বিরোধীরা। সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মহানন্দ সাহা বলেন, ‘বিজেপি এখন বামেদের ভয় পাচ্ছে। আমাদের কর্মসূচিতে যেভাবে ভিড় হচ্ছে তাতে বিজেপির রাতের ঘুম উড়েছে। তাই কয়েকদিন ধরেই ওরা আমাদের উপর আক্রমণ করছে। যেভাবে তিনটি দলীয় কার্যালয়ে হামলা হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।’

আর ফরওয়ার্ড ব্লকের দাবি, নেতাজিকে নিয়ে কুমন্তব্য করার জন্য মঙ্গলবার বিকেলে তারা বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়ের পদত্যাগ ও শাস্তির দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিলেন। তারই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই হামলা হতে পারে।

যদিও সমস্ত অভিযোগই উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি। দলের জেলা সহ সভাপতি বিরাজ বসুর কথায়, ‘৪ মের পর কিছু তৃণমূল ও বামেদের লোকজন কপালে গেরুয়া টিকা দিয়ে বিজেপি সেজে অশান্তি চালাচ্ছে। এরা বিজেপির কেউ নয়। ভাঙচুরের ঘটনায় বিজেপি যুক্ত নয়।’ তিনি আবার এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আর পুলিশকে তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।

কোচবিহারের খাগড়াবাড়িতে ভাঙচুর হওয়া ফরওয়ার্ড ব্লকের কার্যালয়।

- মঙ্গলবার গভীর রাতে সিপিএমের জেলা কার্যালয়ে মুখ ঢেকে কয়েকজন দুষ্কৃতী হামলা চালায়
- পাশেই ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে এসইউসিআইয়ের জেলা কার্যালয়ের দরজা ভেঙে ভেতরে কার্যত লুটপাট চলে
- খাগড়াবাড়ি চৌপথিতে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে ফরওয়ার্ড ব্লকের কার্যালয়ে একই ঘটনা ঘটেছে

কেন্দ্রকে লভ্যাংশ এলআইসির

মুম্বই, ২৯ জুলাই : ভারত সরকারকে ১২,২০৭.২৫ কোটি টাকার ডিভিডেন্ড বা লভ্যাংশ তুলে দিল লাইফ ইনসুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এলআইসি)। এদিন এলআইসি-র সিইও এবং এমডি আর দোরাইস্বামী এই বিপুল অঙ্কের চেকটি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের হাতে তুলে দেন।

গত ২৭ জুলাই বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডাররা সরকারের এই লভ্যাংশে অনুমোদন দিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠার ৭০ বছর পূর্ণ করতে চলা দেশের শীর্ষ এই জীবনবিমা সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ গত ৩১ মার্চ পর্যন্ত ছিল ৫৯.০৩ লক্ষ কোটি টাকা। চেক হস্তান্তরের সময় অর্থমন্ত্রক ও এলআইসি-র পদস্থ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

ফের ১৪ দিন শ্রীঘরে উদয়ন

আদালত থেকে পুলিশ ভ্যানে তোলা হচ্ছে উদয়নকে। -ফাইল চিত্র

দিনহাটা, ২৯ জুলাই : জামিন নাকচের জেরে প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহর জেল বিড়ম্বনার মেয়াদ ফের বাড়ল। বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডে আটদিনের জেল হেপাজত শেষে বুধবার দিনহাটা আদালতে তাঁর ভার্চুয়ালি শুনানি হয়। ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান সহ পাঁচটি মামলায় জামিনের শুনানি হলে বিচারক উদয়নের সবক'টি জামিনের আবেদনই নাকচ করে দেন। এর জেরে প্রাক্তন মন্ত্রীকে আগামী ১৪ দিন বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারেই কাটাতে হচ্ছে।

সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় বর্মনের কথায়, ‘বুধবার উদয়নের পাঁচটি মামলার শুনানি হয়। সেখানে যেমন পুরসভার ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশ কাণ্ড রয়েছে, তেমনি রয়েছে শিশু মঙ্গল সমিতি, আবাস কেলেঙ্কারি, বেলা গুহ দুঃস্থ সমিতি, দিনহাটা উৎসবের মতো মামলা। এদিন পাঁচটি মামলার জামিনের শুনানি শেষে বিচারক পাঁচটি মামলাতেই জামিন নাকচ করে দেন। আগামী ১১ অগাস্ট ফের মামলাগুলির শুনানি রয়েছে।’

উদয়নের বয়স ও শারীরিক অবস্থার বিষয়টি বিবেচনা করে বিচারক জেল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের চিকিৎসা ও সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর সেকারণেই উদয়নকে কোচবিহার জেল থেকে বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে পাঠানো হয়। সেখানে পরিস্রুত পানীয় জল, স্বাস্থ্যকর খাবার থেকে শৌচাগারে কমোডের ব্যবস্থা রয়েছে। যদিও মন্ত্রীর চাহিদা অনুযায়ী শোওয়ার জন্য বিছানার ব্যবস্থা করা হয়নি। তবে সে বিষয়টিও জেল কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখছে।

১৭ জুন কলকাতার ফুলবাগান এলাকার নিজস্ব ফ্ল্যাট থেকে পুরসভার আবাস কেলেঙ্কারি মামলায় গ্রেপ্তার হন উদয়ন। এরপর ১৮ জুন তাঁকে দিনহাটা আদালতে তোলা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা জুড়তে থাকে। সেখানে শিশু মঙ্গল সমিতি দুর্নীতি থেকে, দিনহাটা উৎসবের মতো পাঁচটি মামলা যুক্ত হয়। আর একের পর এক মামলার জেরে ইতিমধ্যে উদয়নকে ৪২ দিন জেল ও পুলিশ হেপাজতে কাটাতে হয়েছে।

একসময় হাই প্রোফাইল জীবন কাটাতেন উদয়ন। তাঁর আগে-পিছে একাধিক গাড়ির সঙ্গে অন্তত পঞ্চাশজন তরুণ নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে রাখতেন। এখন অবশ্য তাঁর নিত্য যাতায়াত পুলিশের প্রিজন ভ্যানে। বাড়ির বদলে তাঁর ঠিকানা এখন আদালত আর সংশোধনাগারের চার দেওয়াল। ক্ষমতার শিখর থেকে তাঁর সংশোধনাগারের এই জীবন চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

শ্লীলতাহানি

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : রাতের শহরে কাজ সেরে ফেরার পথে বার গায়িকা ও তাঁর সঙ্গীদের শ্লীলতাহানির অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনায় মঙ্গলবার রাতে মাটিগাড়া থানায় চারজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগকারী ওই বার গায়িকার কথায়, ‘রবিবার রাতে বারের প্রোগ্রাম শেষ করে আমি সহ আমার সঙ্গীরা বারের দেওয়া গাড়ি করে মেডিকেল মোড়ের দিকে যাচ্ছিলাম। ওই সময়ই চারজন তরুণ গাড়িতে করে এসে আমাদের গাড়ি আটকান। এরপর আমাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে নিজেদের গাড়িতে জোরপূর্বক ঢোকানোর চেষ্টা করেন।’ তাঁর আরও অভিযোগ, অভিযুক্তদের হাতে ধারালো অস্ত্র ছিল।

থানায় নালিশ

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নেতা বিমল গুরুংয়ের নাম করে টাকা তোলার অভিযোগে শিলিগুড়ির সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হল। অভিযোগ, জনৈক ব্যক্তি নিজেকে বিমল গুরুং পরিচয় দিয়ে অনেককে ফোন করে টাকা দাবি করেছেন। সেই ফোন নম্বর উল্লেখ করে সাইবার থানায় শিলিগুড়ির বাসিন্দা প্রদীপ ছেত্রী অভিযোগ জানান। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জরিমানার জেরে জঞ্জালমুক্ত স্কুল

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : শ্রেণিকক্ষ হোক বা খেলার মাঠ, স্কুল চত্বরে প্লাস্টিকের প্যাকেট বা জঞ্জাল ফেললে জরিমানা হিসাবে ২০ টাকা করে খেসারত দিতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। কর্তৃপক্ষের কড়া নজরদারি এবং অভিনব ব্যবস্থার হাত ধরে শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগর এলাকার মুরালিগঞ্জ হাইস্কুলের ছবিটাই বদলে গিয়েছে। জরিমানার অঙ্কটা সামান্য হলেও এর প্রভাব যে সুদূরপ্রসারী তা মানছেন অভিভাবকরা। একসময় যে স্কুল প্রাঙ্গণে টিফিনের পর প্লাস্টিকের মোড়ক, কাগজের টুকরো কিংবা অন্যান্য বর্জ্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যেত, তা এখন একবারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মূলত প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম এই জরিমানা ও মার্কশিটের উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

প্রধান শিক্ষক বলেন, ‘আমাদের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু জরিমানা আদায় করা বা ছাত্রদের শাস্তি দেওয়া নয়। আমরা চেয়েছি পড়ুয়ারা যেন ছোটবেলা থেকে পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সচেতন হয়।’ তাঁর সংযোজন, ‘স্কুল শুধু লেখাপড়া শেখার জায়গা নয়। সুঅভ্যাস ও শৃঙ্খলা গড়ে তোলার অন্যতম জায়গা।’

প্রধান শিক্ষক জানালেন, এখনও পর্যন্ত ২০ জন পড়ুয়াকে জরিমানা করা হয়েছে। সেই দেখে এখন আর কোনও পড়ুয়া যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলে না। নিয়ম চালু হওয়ার পর থেকে পড়ুয়াদের মধ্যে নিজেদের স্কুলকে পরিষ্কার রাখার এক চমৎকার স্বতঃস্ফূর্ততা তৈরি হয়েছে। টিফিনের পর খাবারের প্যাকেট বা অন্য আবর্জনা ফেলা হচ্ছে নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে। কেউ স্কুল চত্বর নোংরা করলে পড়ুয়ারাই অভিযোগ জানাচ্ছে শিক্ষকদের।

অভিভাবক থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দা সকলে মুরালিগঞ্জ হাইস্কুলের সময়োপযোগী পদক্ষেপকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। অভিভাবকদের একাংশের দাবি, স্কুল স্তরে পাওয়া এই পাঠ ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবনে এক দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

অন্যদিকে, অভিভাবকদের থেকে মার্কশিট নিচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রত্যেক অভিভাবককে দেওয়া হচ্ছে একটি করে ফর্ম।

অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : সরকারি জমি দখলের প্রতিবাদ করায় অফিসে ঢুকে মারধরের অভিযোগে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন আইনজীবী অঞ্জন বর্মন। ঘটনাটি কাওয়াখালির বিধানপল্লির। বিজেপির মাটিগাড়া-১ পঞ্চায়েত মণ্ডল সভাপতি প্রদীপ দেবনাথ ও মাম্পি সরকার সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে তিনি মেডিকেল ফাঁড়িতে অভিযোগ জানান। আইনজীবী বলেন, ‘২৬ জুলাই আমার অফিসে ঢুকে হামলা করা হয়েছিল। এরপর মেডিকেল ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়েরও করেছিলাম। পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করছে না। সিসিটিভি ক্যামেরা থেকে শুরু করে কোনও কিছুই পরীক্ষা করা হচ্ছে না। বিজেপি নেতা বলেই ছাড়া দেওয়া হচ্ছে কি না, জানি না।’

পালটা মঙ্গলবার অঞ্জনের বিরুদ্ধে স্থানীয়দের মিছিল বের হয়। অঞ্জনের অভিযোগ উড়িয়ে প্রদীপ বলেন, ‘আমি ওইদিন ঘটনাস্থলেই ছিলাম না। হয়তো ব্যক্তিগত কোনও সমস্যার কারণে আমার নাম জুড়ে দিচ্ছে।’ বিজেপি নেত্রী রিঙ্কু বিশ্বাসও অঞ্জনের বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ দায়ের করেছেন।

জিএলপি-দের চাকরি

প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন মিছিল, মিটিং সামলেছে। বিমলকেও সব সময় ঘিরে রাখতেন জিএলপির জনা ২০ তরুণ-তরুণী।

জিএলপি নিয়োগ নিয়ে সেই সময় শুধু পাহাড় নয়, রাজ্যজুড়ে হইচই হয়। ‘গোর্খাল্যান্ড পুলিশ’ নামে তৎকালীন রাজ্য সরকার আপত্তি জানিয়েছিল। পাশাপাশি জিএলপি-দের ঠিক কী প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তা জানতে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা শাখা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পরিস্থিতির চাপে বিমল জিএলপি-দের ‘গোর্খাল্যান্ড পুলিশ’-এর বদলে ‘গোর্খাল্যান্ড পার্সোনেল’ নামকরণ করেন। যদিও পরবর্তীতে জিএলপি-দের নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সম্মতি দেয়নি। ফলে ধীরে ধীরে সংখ্যা কমেছে। তরুণ-তরুণীরা চাকরির আশা ছেড়ে অন্য পেশায় বা বাইরে কাজে চলে গিয়েছেন।

বুধবার দলের সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরিকে নিয়ে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন বিমল। সেই বৈঠকে পরিবহণ তথা শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আলোচনায় বিমলের প্রাধান্য ছিল জিএলপি নিয়ে। তাঁর বক্তব্য, এখনও প্রায় ১৪০০ জিএলপি রয়েছেন। তাঁদের সরকারি কাজে নিয়োগের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি। তিনি রাজি হয়েছেন।

বিমল দাবি করেছেন, ‘রাজ্য সরকার জিটিএতে দ্রুত প্রশাসক নিয়োগ করবে। তার পরেই জিটিএ এলাকায় জিএলপি-দের গ্রিন ভলান্টিয়ার হিসাবে নিয়োগ করা হবে। যোগ্যতার ভিত্তিতে কিছু জিএলপি কনস্টেবল পদেও চাকরি দিতে মুখ্যমন্ত্রী রাজি হয়েছেন।’ রাজ্য সরকার ১৫ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি বাতিলের নির্দেশিকা দেওয়ায় পাহাড়ে প্রচুর মানুষ সমস্যায় পড়েছেন বলে বিমল এদিন বৈঠকে দাবি করেছেন। তাঁর দাবি, পাহাড়ের সিংহভাগ মানুষেরই পুরোনো গাড়ি ফেলে দিয়ে নতুন গাড়ি কেনার সামর্থ্য নেই। তাই জিটিএ এলাকার জন্য এই নিয়মে শিথিল করার দাবি জানিয়েছেন মোর্চা প্রধান। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সোমবার পরিবহণমন্ত্রী পাহাড়ে আসবেন বলেও বিমল জানিয়েছেন। সিঙ্কোনা প্রকল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা এবং অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগ নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এই দাবিও দ্রুত বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রায় দেড় ঘণ্টার বৈঠকে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের (পিপিএস) বিষয়টিও উঠেছে। বিমলের দাবি, পিপিএস নিয়ে কেন্দ্র রাজ্য একযোগে কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রীকেও আলোচনার রাস্তা খোলার দাবি জানানো হয়েছে। আগামী ৭ অক্টোবর গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রতিষ্ঠা দিবস। সেই বিশেষ দিনে মুখ্যমন্ত্রীকে দার্জিলিং যাওয়ার বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিমল। মুখ্যমন্ত্রীও সেই আমন্ত্রণে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন।

‘স্বপ্নের ফ্লাইওভারে’

প্রথম পাতার পর

বুধবার সকালে এয়ারভিউ মোড়ে যান পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা, ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ সহ ট্রাফিক পুলিশের শীর্ষকর্তারা। দীর্ঘক্ষণ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পর বৈঠকও করেন তাঁরা। এরপর দুপুর থেকে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে কিছু পরিবর্তন আনা হয়।

বর্ধমান রোড থেকে এয়ারভিউমুখী কোনও গাড়ি এয়ারভিউ মোড় হয়ে সেবক রোডের দিকে ঘুরতে চাইলে মানা করে দেওয়া হচ্ছে। যানজট

বাড়লে বর্ধমান রোড থেকে এয়ারভিউ মোড় হয়ে হিলকার্ট রোড বা সেবক রোডমুখী গাড়িগুলিকে ঘুরিয়ে গুরুংবস্তি দিয়ে যেতে বলা হচ্ছে। এতে ক্ষুব্ধ বহু চালক। গাড়িচালক মহেন্দ্র রায় বলেন, ‘আমি তো ভেবেছিলাম, ফ্লাইওভার হওয়ায় যানজটের আর কোনও সমস্যা হবে না। এখন তো দেখছি সেই গুরুংবস্তি মোড় থেকে ঘুরে আসতে হচ্ছে।’

সমাধানের পথ খুঁজতে ফ্লাইওভারকে ওয়ান ওয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, ‘যানজট সমস্যার সমাধানে ফ্লাইওভার ওয়ান ওয়ে করার ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।’ তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এয়ারভিউমুখী গাড়ির চাপই বেশি হওয়ায় শুধু ওয়ান ওয়ে করলেই সমস্যার পুরো সমাধান হবে না। তার ওপর বর্ধমান রোডে বাসস্টপ থাকায় বাসের বড় অংশ এখনও ফ্লাইওভার ব্যবহার করছে না। ফলে উড়ালপুলের কার্যকারিতাও প্রশ্নের মুখে।

ফ্লাইওভারের পরিকল্পনা নিয়ে ওঠা প্রশ্নের জবাবে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, ‘আমি এব্যাপারে অবগত নই। সমস্যার কীভাবে সমাধান করা যায়, সেটা দেখা হচ্ছে।’ আর প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, ‘পূর্ত দপ্তর ওই ফ্লাইওভার বানিয়েছে। পূর্ত দপ্তর প্ল্যানিং করেছে। আমার কাছে প্ল্যানিংয়ের যাবতীয় কাগজপত্র রয়েছে।’

তাহলে কী এই সমস্যা মিটবে না? নয়া ফ্লাইওভার যানজট যন্ত্রণার গোদের ওপর বিষফোড়া হয়েই রয়ে যাবে? পুলিশের এক কর্তা অবশ্য আশ্বস্ত করলেন। বললেন, ‘সমস্যা সমাধানে কিছুটা সময় লাগবে। দিনের বিভিন্ন সময় ধরে ফ্লাইওভারে গাড়ির যাওয়া-আসার তথ্য সংগ্রহ করা হবে। কখন কেন এই যানজট সমস্যা তৈরির সম্ভাবনা থাকছে, সেটা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নতুন ফ্লাইওভার হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও কিছুটা বিভ্রান্তি রয়েছে। সেই বিভ্রান্তিও দূর করার চেষ্টা চলছে।’

ডিম খাওয়াবে রাজ্য

প্রথম পাতার পর

শুধু ডিম নয়, স্কুলের শিক্ষকরা অনেক সময় চাঁদা তুলে মাংসও খাওয়ান পড়ুয়াদের। ইসকন দায়িত্বে থাকলে সেই সুযোগ আর থাকবে কি না, তা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছিল। সেই অনিশ্চয়তায় জল ঢেলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রীই। শুধু তাই নয়, ইসকন দায়িত্ব নিলে মিড-ডে মিল রান্নার সঙ্গে যুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা সদস্যারা কর্মচ্যুত হবেন বলে যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল, শুভেন্দুর কথায় তাও দূর হল।

তিনি বুধবার বলেন, ‘ছাত্রছাত্রীরা আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। তাদের প্রোটিনযুক্ত সম্পূর্ণ আহার দেওয়ার ব্যবস্থাই করা হল। মিড-ডে মিলের জন্য হাইস্কুলে ও উচ্চপ্রাথমিক স্কুলে ১০ টাকা ও প্রাইমারি স্কুলে ৬.৭৮ টাকা বরাদ্দ ছিল এতদিন। আমরা প্রাইমারি স্কুলেও বরাদ্দ বাড়িয়ে ১০ টাকা করে দিয়েছি।’ মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে স্পষ্ট, ইসকনের খাবারে প্রোটিনের ঘাটতি হবে না বলে দাবি থেকে সরকার পিছিয়ে গেল।

পুষ্টি ও বিকাশে যে আশঙ্কা করেছিলেন পুষ্টিবিদরা তা যে একেবারে অমূলক নয়, তা বুঝেই সিদ্ধান্ত বদল করতে হল। সরকারের ইসকন নির্ভরতার পক্ষে ছিল না আরএসএস। সরকারকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার পরামর্শ দিয়েছিল তারা। আরএসএস প্রভাবিত অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের রাজ্য সম্পাদক বলেন, ‘ইসকন যেহেতু শুধু নিরামিষ দেবে, তাই বাচ্চাদের পুষ্টির কথা মাথায় রেখে স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের ডিম দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।’

প্রধান শিক্ষকদের সংগঠনের (এএসএইচএম) সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, ‘যতক্ষণ না অর্ডার জারি হচ্ছে ততক্ষণ বলা কঠিন। আমরা চাই, বাচ্চারা পুষ্টিকর খাবার পাক।’ নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সহ সভাপতি সুকুমার পাইন বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর কথা বাস্তবে প্রতিফলিত হবে কি না, তা নিয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। তবে কারও কর্মসংস্থানে বা শিশুদের পুষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটলে আমরা লড়াইয়ে নামব।’

ককরোচ জনতা পার্টির

প্রথম পাতার পর

সমস্যা রয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার এসএফআই-এর সর্বভারতীয় নেত্রী ঐশী ঘোষকে ধরতে পুলিশ দিল্লিতে সিপিএমের সদর দপ্তর একেজি ভবনে মঙ্গলবার হানা দিয়েছিল। ঐশী যন্তরমন্তরের আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সিপিএম নেতৃত্বের কট্টর প্রতিরোধে ঐশীকে গ্রেপ্তার না করেই পুলিশ ফিরে যায়। কিন্তু অনেক জায়গায় পুরোনো মামলায় ককরোচের আন্দোলনে যুক্তদের হেনস্তা করার অভিযোগ উঠছে।

শুধু হেনস্তা নয়, সাধারণ মানুষের দাবি আদায়ে মোদি সরকারকে চারদিক থেকে গণ আন্দোলনের চাপে ফেলার জন্য তরুণ সমাজ ও কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করার এই প্রয়াস। আন্দোলনের রূপরেখা এবং কৃষক-ছাত্র-তরুণদের সংগঠিত করার কৌশল নিয়ে মঙ্গলবারের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। ওই বৈঠকে উপস্থিত ককরোচ জনতা পার্টির অন্যতম মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা বলেন, ‘আমরা আশা করছি, কৃষক, ছাত্রছাত্রী এবং তরুণ প্রজন্ম একসঙ্গে কাজ করে মোদি সরকারকে সব দিক থেকে ঘিরে ধরবে।’

তাঁর দাবি, বৃহত্তর জনমঞ্চ গড়ে উঠলে সরকারের ওপর আরও কার্যকর চাপ সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের গুরুত্বপূর্ণ দাবিদাওয়া আদায় করা সম্ভব হবে। রাঙ্কার কথায়, ‘এদেশে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র এবং তরুণদের পতঙ্গের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। এখন তা বদলাবে। সরকার আর আমাদের উপেক্ষা করতে পারবে না।’ এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারও ঘর সামলাতে তৎপর।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্যপূরণে বিভিন্ন মন্ত্রকের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক করেছেন। অন্যদিকে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা দফায় দফায় নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছেন। মঙ্গলবার গভীর রাতেও গোয়েন্দা সংস্থা আইবি-র অধিকর্তা মহেশ দীক্ষিত এবং স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহনের সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতা নিয়ে তাঁর বৈঠক হয়েছে। সরকারের উদ্বেগ আরও বেড়েছে সংযুক্ত কিষান মোর্চা ন্যূনতম সহায়কমূল্যের আইন এবং কৃষিঋণ মকুব সহ সাত দফা দাবি নিয়ে ১০ অগাস্ট বিক্ষোভের ডাক দেওয়ায়।

নভেম্বরের শেষদিক থেকে নয়াদিল্লি সহ দেশের ১০০টি জায়গায় দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের হুমকি দিয়ে রেখেছেন কৃষক নেতারা। তরুণ সমাজ ও কৃষকদের মধ্যে এই সমঝোতার প্রভাব ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পড়েছে। মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে প্রায় দু'হাজার কৃষক পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙেছেন মুগ ডালের শতভাগ সরকারি ক্রয়ের নিশ্চয়তা এবং বিতর্কিত ই-টোকেন ব্যবস্থা বাতিলের দাবিতে। এই আন্দোলনে ব্যাপক সংখ্যায় জেন জেড-এর অংশগ্রহণ রয়েছে।

সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের বাসভবন অভিমুখে পদযাত্রা করতে তাঁরা ভোপাল শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছেছেন। একইভাবে কর্ণাটকের বিদারীতে প্রস্তাবিত উপনগরী প্রকল্পের বিরুদ্ধে তরুণদের উদ্দেশে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কৃষকরা। ওই আন্দোলন ৫০০ দিন ধরে চলছে। প্রায় ১০ হাজার একর উর্বর জমি রক্ষার দাবিতে এই আন্দোলন।

মেচির হোটেলে তৃণমূল নেতাদের

প্রথম পাতার পর

নির্দিষ্ট শতাংশের হারে মোটা কমিশন কেটে নিয়ে সেই টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে ফেরত পাঠাচ্ছেন। নেপালের ওই ব্যবসায়ীর হোটেলে সাধারণ পর্যটকদের আনাগোনা থাকলেও, তার পেছনের আসল কারবারটি সম্পূর্ণ আলাদা। ভিভিআইপি স্যুটের আড়ালে চলে এই ব্ল্যাক মানি ম্যানেজমেন্ট।

লেনদেনের এই রহস্যময় মায়াজাল এতটাই নিখুঁতভাবে বোনা হয়েছে যে, সাধারণ ব্যাংকিং ব্যবস্থার কোনও ছায়াই এর মধ্যে নেই। পুরোটাই চলছে বিশ্বাস এবং কোড ওয়ার্ডের ওপর ভিত্তি করে। আর এই অবৈধ লেনদেনের জন্য শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া, কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা এবং তুফানগঞ্জে চারটি গোপন ঘাঁটি আছে। ওই ডেরাগুলো থেকেই হাওয়ালার কোটি কোটি টাকা এপার-ওপার হচ্ছে। চার ডেরার মধ্যে শিলিগুড়ির সেবক রোড পানিট্যাঙ্কি মোড়ের কাছে থাকা ঘাঁটিটিই প্রধান। চারটির তিনটি ঘাঁটিই চালাচ্ছেন অবাঙালি ব্যবসায়ীরা। তুফানগঞ্জের ডেরা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে আছেন একজন বাঙালি। তিনি একসময় বাংলা থেকে অসমে ঢোকা পণ্যবাহী ট্রাকের ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স এজেন্ট হিসাবে কাজ করতেন। যিনি টাকা গচ্ছিত রেখেছেন তিনি তাঁর সুবিধা অনুযায়ী যে কোনও ডেরা থেকে লেনদেন করতে পারেন।

সূত্রের খবর, শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার বর্তমান এবং সদ্য প্রাক্তন তৃণমূল নেতা ও তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী মিলিয়ে আটজনের কোটি কোটি টাকা গচ্ছিত রয়েছে নেপালে। শিলিগুড়ির এক হেভিওয়েট নেতা আবার নজর এড়ানোর জন্য স্থানীয় হাওয়ালাদের বদলে উত্তরপ্রদেশের হাওয়ালার মাধ্যমে কাঁকরভিটার তহবিলে টাকা জমা করেছেন। শিলিগুড়ি শহর ও শহরতলিতে একসময় দাপিয়ে বেড়ানো কেজিএফ গ্যাং-এর মাথা এক নেতাও ভোটের পর মোটা টাকা গচ্ছিত রেখেছেন নেপালে। নেপালের ওই হোটেলে চালু আছে ক্যাসিনো। কলকাতার এক প্রভাবশালী প্রাক্তন মন্ত্রীর ডান হাত হিসাবে পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে শিলিগুড়ির প্রাক্তন এক প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধি ভোটের পর দু'বার ওই হোটেলে গিয়েছিলেন। হোটেল থেকে আসা গাড়িতেই তাঁরা শিলিগুড়ি থেকে কাঁকরভিটায় যাতায়াত করেছেন। একাধিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত ওই প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভোটের ফল প্রকাশের পর একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে। শিলিগুড়ির প্রভাবশালী প্রাক্তন জনপ্রতিনিধির মাধ্যমেই ওই মন্ত্রী ছাড়াও কলকাতার আরও তিন প্রাক্তন মন্ত্রী ও দুই ব্যবসায়ীর টাকা নেপালে গিয়েছে।

গোয়েন্দা সূত্রের খবর, কলকাতার একটি অবাঙালি মালিকের সংস্থার (অলিখিতভাবে গোটা রাজ্যে যেখান থেকে রাস্তা তৈরির বিটুমেন, ক্যাটনিক ইত্যাদি সরবরাহ হত এবং তারজন্য কোটি কোটি টাকা কাটমানি তোলা হত) হিসাববহির্ভূত মোটা টাকা শিলিগুড়ির হাওয়ালা ডেরার মাধ্যমে নেপালে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে পলাতক জলপাইগুড়ির এক নেতার টাকা বেশ কয়েকবছর আগে থেকেই নেপালে গচ্ছিত ছিল বলেই জানা গিয়েছে। জেলার এক নেত্রীর বালি পাচারের কারবারের টাকা ওদলাবাড়ির এক বালি মাফিয়ার মাধ্যমে সরাসরি নেপালে পৌঁছে গিয়েছে।

খদ্দের সেজে নেপালের ওই হোটেলে ঢুকে জানা গিয়েছে চাঞ্চল্যকর আরও কিছু তথ্য। আলিপুরদুয়ারের এক নেতা এবং বালি মাফিয়ার নিয়মিত ওই হোটেলে যাতায়াত আছে। কোচবিহারের তৃণমূলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক ব্যবসায়ী সম্প্রতি দু'বার ক্যাসিনোর নামে মোট ছয় লক্ষ টাকার প্যাকেজে হোটেলে বুক করেছিলেন। ওই ব্যবসায়ী প্রাক্তন এক মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ। সেই মন্ত্রীর টাকা নেপালে গচ্ছিত থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বেআইনি লেনদেনে তিন রহস্যময়ী নারীর কথা বারবার সামনে এসেছে। ওই তিন নারী হাওয়ালার ডেরাগুলির সঙ্গে নেপালের সমন্বয় রাখেন।

ইতিমধ্যেই এই কালো কারবারের কথা পৌঁছে গিয়েছে প্রশাসন ও পুলিশের বিভিন্ন স্তরে। এক পুলিশকর্তার কথা, ‘অনেক কিছু জানা গেলেও সেসবের প্রমাণ মিলছে না। আমাদের ধারণা, বিপুল পরিমাণ অর্থের সবটা আদৌ নেপালেই থাকছে না। সেখান থেকে অন্য কোনও দেশের ব্যাংকে জমা হচ্ছে।’ আন্তর্জাতিক এই হাওয়ালাচক্রের রহস্যময় লেনদেনের পর্দা ফাঁস হলে রাজ্য রাজনীতি আরও একবার তোলপাড় হবে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরাও।

র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে শুভমান-ঈশান

এক লাফে ২৩০ ধাপ এগোলেন বৈভব!

দুবাই, ২৯ জুলাই : ফের ওডিআই ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে শুভমান গিল।

নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেলকে সরিয়ে সিংহাসন দখল ভারত অধিনায়কের। আইসিসি-র গত র‍্যাংকিং তালিকায় মিচেলের থেকে মাত্র ১ পয়েন্ট পিছিয়ে ছিলেন শুভমান। ইংল্যান্ড সিরিজে ব্যক্তিগত সাফল্যের হাত ধরে সেই ব্যবধান মুছে সবার আগে 'পাঞ্জাব কা পুত্তর'।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের তিন ম্যাচের দুটিতেই অর্ধশতরান করেছিলেন শুভমান। যার সুবাদে ৮০১ পয়েন্টে পৌঁছে যান। ৭ পয়েন্ট পিছিয়ে মিচেল (৭৯৪) তালিকার 'সেকেন্ড বয়'। মিচেলের ঠিক পিছনে বিরাট কোহলি (৭৬৭) ও রোহিত শর্মা (৭৫৮)। সেরা পাঁচে জায়গা করে নিয়েছেন আফগানিস্তানের ইব্রাহিম জাদরানও (৭১২ পয়েন্ট)। ছয়ে পাকিস্তানের বাবর আজম।

এদিন প্রকাশিত আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে সবচেয়ে বড় চমক বৈভব সূর্যবংশী। ইংল্যান্ড সিরিজ খারাপ কাটলেও জিম্বাবোয়ের মাটিতে ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। তিন ম্যাচের দ্বৈরথে সিরিজ সেরার সম্মানও পেয়েছেন। সাফল্যের প্রতিফলন আইসিসি-র টি২০ ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে। এক লাফে ২৩০ ধাপ এগিয়ে হাফডজন ম্যাচ খেলেই সেরা পঞ্চাশে ঢুকে পড়েছেন 'ইউনিভার্সাল বেবি বস'। ৫৩৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ৪৮তম স্থানে ভারতের তরুণ তুর্কি।

উলটো ছবি বৈভবের ওপেনিং পার্টনার অভিষেক শর্মার। জিম্বাবোয়ে সফরে তিন ম্যাচের অভিষেকের সংগ্রহ ১, ৮ ও ২। তিন ব্যর্থতার ধাক্কায় র‍্যাংকিংয়ে এক ধাপ পিছিয়ে তিন নম্বরে আছেন। অভিষেকের পয়েন্ট ৮১৯। তিলক ভার্মা অপরদিকে ২ ধাপ এগিয়ে ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছেন। ঈশান কিষান অবশ্য শীর্ষস্থান আরও মজবুত করে নিয়েছেন। এদিন প্রকাশিত তালিকায় ৯১০ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে ঈশান। অনেকটা পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে পাকিস্তানের সাহিবজাদা ফারহান (৮৪৮ পয়েন্ট)। ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট ও শ্রীলঙ্কার পাথুম নিশাঙ্কা টি২০ ব্যাটিং তালিকায় যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে।

এদিকে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ টেবিলের শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া (৮৭.৫০ শতাংশ জয়)। ৮টি টেস্ট খেলে ৭টিতেই তারা জিতেছে। হার একটাতে। দ্বিতীয় স্থানের লড়াইয়ে কাঁটায় কাঁটায় টক্কর দক্ষিণ আফ্রিকা (৭৫.০০ শতাংশ) ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে (৭২.২২ শতাংশ জয়)। অনেকটা পিছিয়ে ভারত (৪৮.১৫ শতাংশ) পাঁচ নম্বরে। ৯টি টেস্টে ৪টি জয় ও সমসংখ্যক ম্যাচ হেরেছে শুভমানের দল। বাকি ম্যাচ ড্র। দৌড়ে ভারতের আগে রয়েছে বাংলাদেশও (৫৮.৩৩ শতাংশ)।

জিম্বাবোয়েতে ভালো পারফরমেন্সের পুরস্কার পেলেন বৈভব সূর্যবংশী।

সূর্যবংশীকে নিয়ে ডিগবাজি অশ্বীনের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : 'আপাতত কিছুদিন সতীর্থদের জন্য জল বওয়ার দায়িত্ব সামলাক। দলের সঙ্গে থেকে, মাঠের বাইরে বসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কী সেই সম্পর্কে একটা ধারণা করুক। তারপরই খেলানো উচিত বৈভব সূর্যবংশীকে।' কয়েক সপ্তাহ কাটতে না কাটতে বৈভবকে নিয়ে নিজের পুরোনো অবস্থান থেকে ডিগবাজি খেলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

দাবি করেছেন, বৈভবকে ছোট করার জন্য এটা বলেননি। বয়স অল্প। তাই বৈভবকে নিয়ে তাড়াহুড়ো না করে কিছুটা সময় দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীনের সাফাই, 'আমি মূলত বলতে চেয়েছি দলের সঙ্গে আগে কিছুটা সময় কাটাক ও। বাইরে থেকে দেখে শিখুক, বুঝুক। ওকে বাদ দেওয়া বা বসিয়ে রাখা নিয়ে মন্তব্য করিনি। দ্রুত শিখতে পারে। মাঠের বাইরে বসে দেখা, পর্যালোচনায় লাভবান হবে। নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত প্রতিভা। এনিয়ে কখনও সন্দেহ ছিল না আমার।'

> আমি মূলত বলতে চেয়েছি দলের সঙ্গে আগে কিছুটা সময় কাটাক ও। বাইরে থেকে দেখে শিখুক, বুঝুক। ওকে বাদ দেওয়া বা বসিয়ে রাখা নিয়ে মন্তব্য করিনি। দ্রুত শিখতে পারে। মাঠের বাইরে বসে দেখা, পর্যালোচনায় লাভবান হবে। নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত প্রতিভা। এনিয়ে কখনও সন্দেহ ছিল না আমার।
>
> -রবিচন্দ্রন অশ্বীন

শর্টবলে দুর্বলতা নিয়েও বৈভবের হয়েই ব্যাট ধরলেন। অশ্বীনের যুক্তি, 'শর্ট বলে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যাটার আমার মতে রিকি পন্টিং। পন্টিংও শর্ট বলে আউট হয়েছে। প্রত্যেক ক্রিকেটারের শক্তি-দুর্বলতা থাকে। মূল কথা নিজের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দুর্বলতাকে ঢেকে দেওয়া। আর আর্চারের বিরুদ্ধে প্রথমবার তো ট্রেন্ট ব্রিজে খেলল। অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ। একটু ধৈর্য ধরতে হবে।'

অশ্বীনের মতে প্রতিপক্ষ বোলার নয়, আকাশচুম্বী প্রত্যাশাই সবচেয়ে বড় কাঁটা বৈভবের। বলেছেন, 'আমরা চাই, প্রতি ম্যাচে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার মতো খেলবে বৈভব। এটা সম্ভব নয়। জীবনের মতো ক্রিকেটেও ওঠাপড়া থাকে। পারফরমেন্স এর বাইরে নয়। সবাইকে এটা বুঝতে হবে।'

এদিকে, শ্রীলঙ্কা টেস্ট সফরে চার স্পিনার খেলানোর পরামর্শ দিচ্ছেন অশ্বীন। বলেছেন, 'রবীন্দ্র জাদেজা নিশ্চিতভাবে খেলবে। শেষ টেস্টে মানব সুথার ৭ উইকেট নিয়েছিল। আর কুলদীপ যাদবকে সবসময় খেলানো উচিত। তিন স্পিনার নিশ্চিত। আমার মতে, সারাংশ জৈনও সাত নম্বরে পারফেক্ট চয়েস। পাঁচ ব্যাটার শুভমান গিল, যশস্বী জয়সওয়াল, দেবদত্ত পাড়িক্কাল, বি সাই সুদর্শন ও ঋষভ পন্থ। বাকি দুজন পেসার।'

ফ্রান্সের জন্য সব প্রস্তাব ছাড়েন জিদান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ জুলাই : ফ্রান্সের কোচ হওয়ার জন্য বহু ক্লাবের লোভনীয় প্রস্তাব ফিরিয়েছেন জিনেদিন জিদান। গত সোমবার দিদিয়ের দেশঁর জায়গায় তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়েছে হেড কোচ হিসাবে। তারপরেই নিজেই জানান একথা।

বিশ্বকাপজয়ী এই মিডফিল্ডার যদিও একথা বলছেন কিন্তু গত পাঁচ বছর ধরে তাঁর হাতে কোনও কাজ নেই। শেষ কোচ হিসাবে কাজ করেছেন রিয়াল মাদ্রিদে। তবে এরপরেও তাঁর সঙ্গে নানা ক্লাবের নাম জুড়েছে। যার মধ্যে আছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডও। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন, 'গত চার-পাঁচ বছরে আমার কাছে বহু ক্লাবের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু ফ্রান্স জাতীয় দলের কোচ হব বলে কোনওটাই আমি গ্রহণ করিনি। রিয়াল মাদ্রিদের পর এই একটা কাজই আমি করতে চেয়েছি।' তিনি আরও বলেছেন, 'ফ্রান্স দলটাকে একজন সমর্থকের দৃষ্টি দিয়ে চিরকাল লক্ষ্য করেছি। একইসঙ্গে নিজেকে ভবিষ্যৎ কোচের ভূমিকাতেও বসিয়ে দেখেছি। আর সেই জন্যই কোনও ক্লাবের প্রস্তাব আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। রিয়াল মাদ্রিদের পর আমি নিজেকে বলতাম যে সব দল থেকে দূরে থাকো। দারুণ দারুণ সব প্রোজেক্ট ছিল আমার হাতে। হয়তো দুই-তিন বছর করতেও পারতাম। কিন্তু ২০২৫ সালেই যখন দেশঁ সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্বকাপের পর ছেড়ে দেওয়ার, তখন থেকেই আমার পাখির চোখ ছিল তাঁর উত্তরসূরি হওয়া।'

২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই তিনি যে ফ্রান্স ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির সঙ্গে দেখা করেন সেকথাও জানান তিনি। আপাতত হঠাৎই পরিবর্তন না করে দেশঁ-র ছকেই খেলানোর কথা ভাবছেন বলে জানান জিদান।

কথামতো বিশ্বকাপ জিতে কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তের মুখ হাতে ট্যাটু করালেন স্পেনের ডিফেন্ডার মার্ক কুকুরেল্লা।

এশিয়াডের হকি দল ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : এশিয়ান গেমসকে সামনে রেখে ২০ সদস্যের পুরুষ হকি দল ঘোষণা করল ভারত। জাপানের আইচি-নাগোয়া এশিয়াডে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নামবে ভারতীয় হকি দল। বিশ্বকাপের দলে থাকা খেলোয়াড়দের ওপরই মূলত ভরসা রেখেছেন নির্বাচকরা। দলে মাত্র একটি পরিবর্তন করা হয়েছে। তরুণ খেলোয়াড় আদিত্য অর্জুন লাগালের পরিবর্তে সুযোগ পেয়েছেন অভিজ্ঞ রাজকুমার পাল। দলের নেতৃত্বে হরমনপ্রীত সিং। দল নির্বাচন প্রসঙ্গে ভারতের হেডকোচ ক্রেগ ফুলটন বলেছেন, 'এশিয়ান গেমসের জন্য নির্বাচিত এই স্কোয়াড অত্যন্ত অভিজ্ঞ। জাপানের মাটিতে এই চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য আমরা মুখিয়ে আছি। টুর্নামেন্টের বিজয়ী দল সরাসরি ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য।'

ভারতীয় হকি দল

গোলকিপার : মোহিত এইচএস, সুরজ কারকেরা।

ডিফেন্ডার : জারমনপ্রীত সিং, হরমনপ্রীত সিং (অধিনায়ক), অমিত রোহিদাস, যুগরাজ সিং, সঞ্জয়, সুমিত, যশদীপ সিওয়াচ।

মিডফিল্ডার : রাজিন্দার সিং, রাজকুমার পাল, হার্দিক সিং, মনপ্রীত সিং, নীলকান্ত শর্মা, বিবেক সাগর প্রসাদ।

স্ট্রাইকার : দিলপ্রীত সিং, শিলানন্দ লাকড়া, সুখজিৎ সিং, মনদীপ সিং ও অভিষেক।

প্রয়াত কোচ রমাকান্ত আচরেকারকে গুরুপূর্ণিমায় শ্রদ্ধা শচীন তেন্ডুলকারের।

পূর্বাঞ্চলের সহ অধিনায়ক বৈভব, নেতা ঈশান

দলীপ ট্রফি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুলাই : দলীপ ট্রফি দিয়ে শুরু হচ্ছে ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুম। শুরু ২৩ অগাস্ট।

তার আগে বুধবার সন্ধ্যায় সিএবি-তে হয়ে গেল পূর্বাঞ্চলের দল নির্বাচন। প্রত্যাশিতভাবেই অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন ঝাড়খণ্ডের ঈশান কিষান। তাঁর ডেপুটি হয়েছেন বিস্ময় কিশোর বৈভব সূর্যবংশী। ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়ে যাওয়া বৈভবকে পূর্বাঞ্চলের সহ অধিনায়কের ভূমিকায় দেখে অবাক ক্রিকেটমহল। সূত্রের খবর, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে আগামীদিনে বৈভবকে 'লিডারশিপ' গ্রুপে নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে। ঠিক সেই কারণেই বৈভবকে পূর্বাঞ্চল সহ অধিনায়ক করা হয়েছে।

অভিমন্যু ঈশ্বরণ, শাহবাজ আহমেদ, মহম্মদ সামি, সুদীপ ঘরামি, মুকেশ কুমার, সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল সহ বাংলার মোট ছয়জন ক্রিকেটার রয়েছেন পূর্বাঞ্চলের স্কোয়াডে। চোট থাকায় অভিষেক পোড়েল ও আকাশ দীপের নাম বিবেচনা হয়নি। তাঁরা আপাতত বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ১৫ সদস্যের পূর্বাঞ্চল দল অনেকটাই প্রত্যাশিত। দলের কোচ হয়েছেন ঝাড়খণ্ডের রতন দাস।

জানা গিয়েছে, দল নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সাম্প্রতিক অতীতের ফর্মকে। পাশাপাশি আগামীর লক্ষ্যে এগিয়ে চলার কারণেই বৈভবকে দলের সহ অধিনায়ক করা হয়েছে বলে খবর। আজ সন্ধ্যার ঘণ্টা দেড়েকের দল নির্বাচনি বৈঠকের পর পূর্বাঞ্চলের নির্বাচকরা সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করেন। তাঁর সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের ক্রিকেট নিয়ে দীর্ঘসময় আলোচনা হয়েছে। যদিও সেই আলোচনা নিয়ে কেউই মুখ খুলতে চাননি।

স্ট্র্যাটেজিস্টের ভূমিকায় কেকেআরে ফিরলেন রায়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুলাই : ভারত ছাড়লেন। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাশিতভাবেই কলকাতা নাইট রাইডার্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন। রায়ান টেন ডোসেট নিয়ে আগামীর সাফল্যের স্বপ্ন দেখতে ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন কেকেআরের সমর্থকরা।

২০২৪ সালে গৌতম গম্ভীরের ডাকে সাড়া দিয়ে রায়ান টেন যোগ দিয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ায়। ভূমিকা ছিল সহকারী কোচের। মাঝের দুই বছরে ক্রিকেটে অনেক কিছু বদলেছে। আর সেই বদলের সাক্ষী হিসেবে ভারত ছেড়ে ফের কেকেআর সংসারে ঢুকে পড়লেন রায়ান। কেকেআরের তরফে আজ দুপুরের দিকে সরকারিভাবে দলের 'হেড অফ ক্রিকেট স্ট্র্যাটেজিস্ট' হিসেবে রায়ানের নাম ঘোষণা হয়েছে। জানা গিয়েছে, কেকেআরের পাশাপাশি শাহরুখ খানের দুনিয়ার নানা প্রান্তে বাকি যেসব ফ্র্যাঞ্চাইজি দল রয়েছে, তাদেরও স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসেবে কাজ করবেন রায়ান। নয়া ভূমিকায় প্রাক্তন নাইটের নাম ঘোষণার পর কেকেআরের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন। কেকেআর সংসারে আগামীর প্রতিভা তুলে আনা, দুনিয়ার নানা দেশে হাজির হয়ে সেখানকার প্রতিভাদের ক্রিকেট দেখার মতো রকমারি দায়িত্ব রয়েছে ডোসেটের।

ভারতের মিশন শ্রীলঙ্কা

দলে ঋষভকে দেখে 'অবাক' ডিভিলিয়ার্স

জোহানেসবার্গ, ২৯ জুলাই : তিনি অবাক। তিনি বিস্মিতও!

গতকালই টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরের দল ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। ১৫ সদস্যের ভারতীয় স্কোয়াডে অফস্পিনার অলরাউন্ডার সারাংশ জৈন ছাড়া তেমন কোনও চমক নেই। জসপ্রীত বুমরাহ ও বি সাই সুদর্শনের ফিটনেস নিয়ে সংশয় রয়েছে এখনও।

আগামী ৪ অগাস্ট কলম্বো উড়ে যাচ্ছে ভারতীয় দল। ৭ অগাস্ট থেকে কলম্বোয় চারদিনের অনুশীলন ম্যাচ রয়েছে শুভমান গিলদের। তার আগে আজ আচমকাই টিম ইন্ডিয়ার মিশন শ্রীলঙ্কার দল নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক এবি ডিভিলিয়ার্স। ঋষভ পন্থকে ভারতীয় স্কোয়াডে দেখে তিনি অবাক হয়েছেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ডিভিলিয়ার্স নিজেই আজ এমন মন্তব্য করেছেন। কারণ, ডিভিলিয়ার্সের মনে ঋষভের ফিটনেস ও ফর্ম নিয়ে রয়েছে সংশয়।

টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে ঋষভের ফিটনেস নিয়ে কোনও সংশয় নেই। বরং সব ঠিকমতো চললে ১৫ অগাস্ট থেকে গলে শুরু হতে চলা সিরিজের প্রথম টেস্টে ঋষভই উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলাবেন। যদিও এবিডি-র ভাবনা ভিন্ন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বুধবার বলেছেন, 'ভারতের শ্রীলঙ্কা সফরের দলে ঋষভকে দেখে আমি অবাক হয়েছি। ওর ফিটনেসের অবস্থা, সাফল্যের খিদে ঠিক কেমন রয়েছে, আমার জানা নেই। শেষ আইপিএলের সময় ঋষভকে মাঠে দেখে মনে হয়নি সেরা ছন্দে রয়েছে বলে।' আইপিএলের শেষে নিউ চণ্ডীগড়ে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে খেলেছেন ঋষভ। প্রথম ইনিংসে ৮১ রানও করেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, দিন কয়েক আগে টিম ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড সফরের সময়ও বিলেতে দেখা গিয়েছিল ঋষভকে। টিম ইন্ডিয়ার উইকেটকিপার ব্যাটারকে নিয়ে অবশ্য মনের মধ্যে সংশয় রয়েই গিয়েছে ডিভিলিয়ার্সের। তাঁর কথায়, 'আমি নিজেও ঋষভের ফ্যান। ওর ম্যাচ জেতানোর দক্ষতা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু ঋষভের বর্তমান অবস্থাটা ঠিক কেমন, সেটা জানা নেই বলেই ভারতীয় দলে ওকে দেখে অবাক হয়েছি।'

ঋষভের পাশে মিশন শ্রীলঙ্কায় টিম ইন্ডিয়ার চমক সারাংশ জৈনকে নিয়েও মুখ খুলেছেন ডিভিলিয়ার্স। ৩৩ বছরের অফস্পিনার দ্বীপরাষ্ট্রে বল হাতে চমকে দিতে পারেন বলেই মনে করছেন এবিডি। শ্রীলঙ্কা সিরিজে টেস্ট অভিষেক হলে সারাংশ কেমন বল করেন, সেদিকে নজর রাখবেন বলেও জানিয়েছেন ডিভিলিয়ার্স।

উত্তরাখণ্ডে প্রকৃতির মাঝে ঋষভ পন্থ।

২০ বিলিয়ন ডলারের গণ্ডি পেরোল আইপিএল!

সবচেয়ে দামি আরসিবি, তিনে কেকেআর

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : ২০০৮ সালে স্বপ্ন দেখিয়ে অভিষেক।

শুধু বাইশ গজে নয়, ক্রিকেট বাণিজ্যেও অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। প্রতি বছরের মতো এবারও ১১.৪ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। যার সুবাদে ২০ বিলিয়ন ডলারের গণ্ডি পেরিয়ে গেল আইপিএলের মূল্য। নতুন আর্থিক পর্যালোচনায় লিগের সামগ্রিক বিজনেস ভ্যালু দাড়িয়েছে ২০.৬ বিলিয়ন ডলারে। ভারতীয় মুদ্রায় ১ লাখ ৯৭ হাজার ২৪ কোটি টাকা!

বিশ্ব বিনিয়োগ ব্যাংক হাউলিহান লোকের সমীক্ষায় আইপিএলের যে আর্থিক সমৃদ্ধির ছবি ধরা পড়েছে। এক্ষেত্রে আরসিবি ও রাজস্থান রয়্যালসের মালিকানা পরিবর্তনের প্রভাবও পড়েছে। ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের গণ্ডি পেরোনোর সুবাদে বিশ্ব ক্রীড়ায় আইপিএলের অবস্থান আরও সুদৃঢ়। ম্যাচ পিছু মূল্যায়নের ভিত্তিতে আইপিএলের আগে শুধু এনএফএল।

স্বতন্ত্র ব্র্যান্ড ভ্যালুর নিরিখে গতবছরের তুলনায় ১০.৩ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটে পৌঁছে গিয়েছে ৪.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে নয়া নজির গত দুইবারের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। প্রথম ক্রিকেট দল হিসেবে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মাইলস্টোন অতিক্রম করল বিরাট কোহলি, রজত পাতিদারদের ফ্র্যাঞ্চাইজি। ২০২৫ সালে আরসিবি-র ভ্যালু ছিল ২৬৯ মিলিয়ন ডলার। ১৬ শতাংশ বেড়ে এবার তা পৌঁছে গিয়েছে ৩১২ মিলিয়ন ডলারে।

বাইশ গজে গত কয়েক বছর সাফল্য না পেলেও মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (২৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে। গতবারের (২৪২ মিলিয়ন ডলার) থেকে ৯.১ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে নীতা আম্বানির ফ্র্যাঞ্চাইজির। কলকাতা নাইট রাইডার্স তৃতীয় স্থানে। ৭.৯ শতাংশ বেড়ে ২৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে গিয়েছে শাহরুখ খান ব্রিগেড।

লিগের সফলতম দল চেন্নাই সুপার কিংসের বৃদ্ধি ঘটেছে। দলের মুখ মহেন্দ্র সিং ধোনি গত লিগে মাঠে নামেননি। দলের পারফরমেন্সও ক্রমশ তলানিতে। তারপরও ৩.৮ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটিয়ে সিএসকের ব্র্যান্ড ভ্যালু ২৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (১৬৮ মিলিয়ন ডলার) ও রাজস্থান রয়্যালস (১৬১ মিলিয়ন ডলার)। শেষ চারে যথাক্রমে পাঞ্জাব কিংস (১৫৮ মিলিয়ন ডলার), গুজরাট টাইটান্স (১৫৭ মিলিয়ন ডলার), দিল্লি ক্যাপিটালস (১৫৬ মিলিয়ন ডলার) ও লখনউ সুপার জায়েন্টস (১২২ মিলিয়ন ডলার)।

আর লড়তে পারব না : নেইমার

ব্রাসিলিয়া, ২৯ জুলাই : বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে গিয়েই ঘোষণা করেছিলেন জাতীয় দল থেকে অবসরের কথা। সেই সিদ্ধান্তে আরও একবার সিলমোহর দিলেন নেইমার জুনিয়ার। স্যান্টোসের হয়ে ৪-২ গোলে ভেনেজুয়েলার ক্লাব ইউনিভার্সিদাল সেন্ট্রালকে হারানোর পর নিজের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার নিয়ে মুখ খুলেছেন নেইমার। তাঁর মন্তব্য, 'জাতীয় দলের হয়ে আমার যাত্রা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি যা পেয়েছি তাতে খুশি।' ১৬ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে যে পরিশ্রম করেছেন সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন ব্রাজিলের জার্সিতে সর্বোচ্চ গোলস্কোরার। তাঁর কথায়, 'হলুদ জার্সির জন্য আমি নিজের সর্বস্ব দিয়েছি। গোটা জীবন দিয়েছি। ঘাম-রক্ত দিয়েছি। ইতিহাস তৈরি করেছি। তবে আর সেই লড়াই চালিয়ে যেতে পারব না।' চলতি বছরের শেষে স্যান্টোসের সঙ্গে নেইমারের চুক্তি শেষ হচ্ছে। ক্লাব ফুটবল চালিয়ে যাবেন কি না সে বিষয়ে অবশ্য মন্তব্য করেননি ৩৪ বছরের ব্রাজিলিয়ান।

মেসিদের যোদ্ধা আখ্যা স্কালোনির

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ জুলাই : অবশেষে মুখ খুললেন লিওনেল স্কালোনি। সমর্থকদের কাছে হাট করে খুলে দিলেন মনের জানলা। স্পেনের বিরুদ্ধে হেরে টানা দুই বিশ্বকাপ জয় অধরা থাকলেও নিঃসন্দেহে আর্জেন্টিনার ফুটবল ইতিহাসে অন্যতম সেরা কোচদের সঙ্গে উচ্চারিত হবে তাঁর নাম। বিশ্বকাপ ফাইনালে হেরে চোখের জলে সাংবাদিক বৈঠক থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তার প্রায় এক সপ্তাহ পর সামাজিক মাধ্যমে প্রথম পোস্ট করলেন। তিনি লিখেছেন, 'আপনারা সবাই জানেন আমি সামাজিক মাধ্যমের ভক্ত নই। তবে এটাই হয়তো আপনাদের কাছে পৌঁছানোর সেরা উপায়।' সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে তিনি বলেছেন, 'প্রথমেই আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। দুঃখিত আপনাদের আর একটা ট্রফি দিতে পারলাম না। ক্ষণিকের জন্য হলেও আপনাদের আনন্দ দিতে পারলাম না।' একইসঙ্গে স্কালোনি ফুটবলারদের নাছোড়া মানসিকতারও কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন সমর্থকদের, 'আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই আমাদের ফুটবলারদের কথা। যারা নির্ভীক যোদ্ধার মতো মাঠে লড়াই করেছে। যখন সবকিছু অসম্ভব মনে হয়, তখনও তারা হাল ছাড়ে না। লড়াই করে যায়। এটাই আসল ট্রফি।'

এদিকে, বিশ্বকাপের ফাইনালের পর প্রথম প্রকাশ্যে এলেন মেসি। নিজের শহর রোজারিওয় তৃতীয় ডিভিশনের ম্যাচ দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন মেসি। তিনি মাঠে আসেন কালো হুডিতে নিজেকে ঢেকে। কিন্তু তারপরেও সমর্থকরা তাঁকে চিনে ফেলেন এবং অনেকেই অটোগ্রাফের খাতা বাড়িয়ে দিয়েছেন মেসির দিকে। তেমনি টেলিভিশন ক্যামেরাও ঘুরে যায় তাঁর দিকে। দর্শকরাও তাঁর নাম ধরে গান গাইতে থাকেন। পরে মেসি বেরিয়ে হাসিমুখে হাত নাড়েন।

বক্সিংয়ে নিশ্চিত আরও ৬ পদক

গুলবীরের হাত ধরে নজির ভারতের

গ্লাসগো, ২৯ জুলাই : প্রীতি পাওয়ার, প্রিয়া ঘাঙ্ঘাসরা পদক নিশ্চিত করায় মঙ্গলবার রাতে স্কটিশ এগজিবিশন সেন্টারের বক্সিং এরিনা নিয়েই ভারতীয়দের বেশি আগ্রহ ছিল। কিন্তু সেখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে স্কটসটোন স্টেডিয়ামে প্রায় নিঃশব্দে ইতিহাস গড়লেন গুলবীর সিং। কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম ভারতীয় পুরুষ হিসেবে ১০ হাজার মিটারে পদক জিতলেন তিনি। ২৭ মিনিট ৪৯.৭৮ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে রুপোর পদক গলায় ঝোলালেন উত্তরপ্রদেশের আতরাউলির এই দূরপাল্লার দৌড়বিদ।

গুলবীরের এই সাফল্য একেবারেই ফ্লুক নয়। চলতি বছরে গুলবীর দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন। এই মরশুমে ১০ হাজার মিটারে বিশ্বের সেরা তিন পারফর্মারের মধ্যে রয়েছেন তিনি। গুলবীরের ব্যক্তিগত সেরা পারফরমেন্সও এই বছরই এসেছে। ফলে পদক জয়ের সব সম্ভাবনা নিয়েই গ্লাসগোতে এসেছিলেন ২০২২ সালের এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জজয়ী ২৮ বছরের গুলবীর। এদিন বৃষ্টিভেজা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অত্যন্ত বুদ্ধি করে দৌড়ান গুলবীর। ৮ হাজার মিটার পর্যন্ত ছয় নম্বরে ছিলেন। তখনও পাঁচের বেশি ল্যাপ বাকি ছিল। শেষ ৯০০ মিটারে এসে গতি বাড়ানোর পর আর পিছনে তাকাতে হয়নি গুলবীরকে। ঐতিহাসিক পদক জিতে গুলবীর বলেছেন, 'ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখেছিলাম। ঈশ্বরকে বলেছিলাম, 'আজ আমার সঙ্গে থেকো। এদিন দৌড়ের জন্য পরিস্থিতি একেবারেই সহজ ছিল না। এই সাফল্যের কৃতিত্ব আমার পরিবার, কোচ ও সর্বভারতীয় অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের।'

কমনওয়েলথ গেমসে পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
১	অস্ট্রেলিয়া	৪৪	২১	৩৩
২	কানাডা	১৩	১১	১৪
৩	ইংল্যান্ড	১২	২৪	১৬
৪	স্কটল্যান্ড	৯	৬	৬
৯	ভারত	২	৮	৩

বুধবার পুরুষদের লং জাম্পে রুপো জিতলেন মুরলি শ্রীশংকর। ৮.০৯ মিটার লাফিয়ে পদক নিশ্চিত করেন তিনি। ২০২২ বার্মিংহাম গেমসেও রুপো জিতেছিলেন শ্রীশংকর। নিজের দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ৮.০৯ মিটার লাফিয়ে তিনি তৃতীয় রাউন্ড পর্যন্ত শীর্ষে ছিলেন। চতুর্থ রাউন্ডে ৮.১৫ মিটার লাফিয়ে শ্রীশংকরকে টপকে সোনা নিশ্চিত করেন জামাইকার টাজাল গেইল।

ভারোত্তোলনের দুরন্ত সাফল্যের শরিক হয়েছেন হরজিন্দার কাউর। মহিলাদের ৬৯ কেজি ওজন বিভাগে রুপো জিতে এবারের কমনওয়েলথে ভারোত্তোলন থেকে দেশকে সপ্তম পদক এনে দিলেন তিনি। ২০২২ সালের বার্মিংহাম কমনওয়েলথে ব্রোঞ্জজয়ী হরজিন্দার এদিন স্ন্যাচে ৯৯ কেজি দিয়ে শুরু করার পর তৃতীয় প্রচেষ্টায় ১০১ কেজি তুলে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিলেন। ক্লিন অ্যান্ড জার্কেও ১২৬ কেজি তুলে মোট ওজন ২২৭ কেজিতে নিয়ে যান হরজিন্দার। কিন্তু কানাডার শার্লট সিমোনিউ (মোট ২৪০ কেজি) ক্লিন অ্যান্ড জার্কে তৃতীয় প্রয়াসে ১৩২ কেজি তুলে ফেলায় হরজিন্দারকে রুপো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

লং জাম্পে রুপো শ্রীশংকরের

বুধবারও কমনওয়েলথ গেমস থেকে ভারতের জন্য ভালো খবর এসেছে। অনিমেষ কুজুর পুরুষদের ২০০ মিটারে ২০.৪৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছেন। শটপাটে তাজিন্দার পাল সিং তুর (২০.১৪ মিটার) ও সমরজিৎ সিং গিল (১৯.৯৫ মিটার) ফাইনালের টিকিট পেয়েছেন। ভারতীয় বক্সাররা তো রীতিমতো এবারের কমনওয়েলথে ফুল ফোটাচ্ছেন। প্রীতি, প্রিয়ার পর এদিন আরও ছয় ভারতীয় বক্সার- সাক্ষী চৌধুরী (মহিলাদের ৫১ কেজি), অরুন্ধতী চৌধুরী (৭০ কেজি), শচীন সিওয়াচ (পুরুষদের ৬০ কেজি), অঙ্কুশ যাদব (পুরুষদের ৮০ কেজি), নরেন্দর বেরওয়াল (৯০ ঊর্ধ্ব কেজি) ও জেসমিন লাম্বোরিয়া (মহিলাদের ৫৭ কেজি) সেমিফাইনালে উঠে নিদেনপক্ষে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেছেন।

কমনওয়েলথে প্রথম ভারতীয় পুরুষ হিসেবে ১০ হাজার মিটারে পদক জয়ের পর তেরঙ্গা নিয়ে গুলবীর সিং।

কোচের পরামর্শে বাজিমাত গুলবীরের

গ্লাসগো, ২৯ জুলাই : কোচের ছোট্ট একটা পরামর্শেই বৃষ্টিভেজা ট্র্যাকেই ইতিহাস গড়লেন ভারতীয় অ্যাথলিট গুলবীর সিং।

বৃষ্টিভেজা ট্র্যাকে দৌড়ানো সবসময়ই কঠিন। স্কটসস্টোন স্টেডিয়ামে পুরুষদের ১০ হাজার মিটার স্প্রিন্ট ইভেন্টে গুলবীর যখন নামলেন, তখন অঝোরধারায় বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু বৃষ্টিভেজা ট্র্যাকে কঠিন দৌড়টাই অতি সহজে শেষ করেছেন গুলবীর। ২৭ মিনিট ৪৯.৭৮ সেকেন্ড সময়ে ফিনিশিং লাইন ছুঁয়ে দেশকে এনে দিয়েছেন ঐতিহাসিক রুপো।

গুলবীরের আগে কমনওয়েলথ গেমসে ১০ হাজার মিটার স্প্রিন্টে কোনও ভারতীয় পদক জেতেনি। সেই আক্ষেপ ঘুচিয়েছেন গুলবীর। কিন্তু এই সাফল্যের রহস্য কী? এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে গুলবীরের কোচ স্কট সিমন্সের একটা ছোট্ট পরামর্শ। পদক জয়ের পর নিজেই সেই কথা জানিয়েছেন ভারতীয় অ্যাথলিট। তিনি বলেছেন, 'কোচ আমাকে আলাদা করে কোনও নির্দেশ দেননি। তিনি আমাকে অন্য রেসারদের অনুসরণ করতে বলেছিলেন এবং শেষ ৪০০ মিটারে নিজেকে নিংড়ে দিতে বলেছিলেন। কোচের বক্তব্য, শেষ ল্যাপেই পদকের ভাগ্য নির্ধারণ হবে। সেখানেই নিজের সেরাটা দাও।'

কোচের পরামর্শ মেনে প্রথম ৪০০০ মিটার প্রথম সারির দৌড়বিদদের সঙ্গেই ছিলেন গুলবীর। কিন্তু ৫৬০০ মিটারের পর থেকে পিছিয়ে পড়া শুরু করেন। তবে হাল ছাড়েননি গুলবীর। পরিকল্পনায় পরিবর্তন না করে নিজের দৌড়ের ছন্দটা ধরে রেখেছিলেন। শেষ ১০০০ মিটারে তিনি চলে আসেন প্রথম সারিতে। শেষ ল্যাপে কোচের নির্দেশে বাজিমাত করেন ভারতীয় অ্যাথলিট।

ইতিহাস গড়েও মাটিতে পা রেখে চলছেন গুলবীর। ব্যক্তিগত রেকর্ডের থেকে দেশের প্রতি দায়িত্ববোধই প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর কাছে। তাঁর কথায়, 'ভারত সরকার ও ক্রীড়ামন্ত্রক আমাদের অনেক সমর্থন করেছে। আমার মাথায় একটাই চিন্তা ছিল, দেশের জন্য পদক নিয়ে যেতে হবে। কমনওয়েলথ গেমসে এটি আমার প্রথম পদক। এই পদকটি নিজের পরিবারকে উৎসর্গ করতে চাই। তবে সবকিছুর ওপরে এই পদক দেশের জন্য, কারণ আমরা দেশের প্রতিনিধিত্ব করি।'

কমনওয়েলথে দ্বিতীয়বার সোনা জয়ের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার নামছেন নীরজ চোপড়া। তাঁর কোয়ালিফিকেশন ইভেন্ট শুরু হবে রাত ২.৫৫ মিনিটে।

সিআইএসএফ ম্যাচে হাবাসের ভাবনায় জোড়া বিদেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুলাই : ডার্বি হারের পরই প্রথম একাদশে একাধিক পরিবর্তনের ভাবনা আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের। সিআইএসএফ ম্যাচের আগে ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে ইঙ্গিত তেমনই।

ডুরান্ড কাপে শুরুটা ভালো হয়নি। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে ম্যাচের সিংহভাগ সময়টাই কোণঠাসা ছিল লাল-হলুদ ব্রিগেড। একেবারেই নজর কাড়তে পারেননি রোহিত কুমার, রোহিত দানু, জয় গুপ্তারা। গোটা ম্যাচ কার্যত নিষ্প্রভই ছিলেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। বেঞ্চে বসে বসে তাঁর আত্মবিশ্বাস রীতিমতো তলানিতে। দ্বিতীয়ার্ধে আধাফিট ড্যানি র‍্যামিরেজ, মহম্মদ বসিম রশিদরা মাঠে আসার পর লাল-হলুদের খেলায় বদল আসে। সেইসঙ্গে কিছুটা হলেও কাজে এসেছিল পিভি বিষ্ণুর অন্তর্ভুক্তি। সম্ভবত সেই কারণেই শুক্রবার সিআইএসএফ প্রোটেক্টরসের বিরুদ্ধে ডুরান্ডের দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁদের নিয়েই ছক কষছেন হাবাস।

নাচো মনসালভে ভারতীয় ফুটবলে একেবারেই নতুন। দুইদিন হল ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন। তাই তাঁকে শুরু থেকে খেলানোর ঝুঁকি নিতে চাইছেন না হাবাস। বুধবার অনুশীলন দেখে যতটুকু আঁচ পাওয়া গেল তাতে সিআইএসএফ ম্যাচে রক্ষণে আনোয়ার আলি, লালচুংনুঙ্গার সঙ্গে দুই সাইডব্যাক হতে পারেন নারিন্দার গেহলট ও সন্দীপ মান্ডি। মাঝমাঠে রশিদের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন জিকসন সিং। বিপিন সিংয়ের খেলাতেও বয়সের ছাপ পড়ছে। তাঁকেও বসতে হতে পারে। ওই জায়গায় এডমুন্ড লালরিনডিকা শুরু করতে পারেন। সেক্ষেত্রে অপর প্রান্তে খেলবেন বিষ্ণু। সিঙ্গল স্ট্রাইকার হিসেবে দেখা যেতে পারে জেসিনকে। একটু পিছন থেকে র‍্যামিরেজকে ব্যবহার করার ভাবনা রয়েছে।

তথাকথিত ছোট দলগুলো সাধারণত লো ব্লক রক্ষণ নিয়েই খেলতে অভ্যস্ত। সিআইএসএফ-ও সেই পথেই হাঁটতে পারে। তাই লো ব্লক ডিফেন্স ভাঙার বিশেষ মহড়াও হল এদিন। দূরপাল্লার শটে লক্ষ্যভেদে জোর দিলেন হাবাস। অনুশীলনে দূরপাল্লার শটে দর্শনীয় গোল করে সতীর্থ, কোচের প্রশংসাও পেলেন রশিদ। এদিকে লাল-হলুদের নতুন স্ট্রাইকার এফিয়ং এনসুঙ্গুসির ভিসা সমস্যা মেটার পথে। আগামী সপ্তাহের শুরুতেই কলকাতায় চলে আসতে পারেন তিনি।

মোহনবাগান দিবসের প্রাক্তনীদের ম্যাচে রহিম নবির সঙ্গে প্রশান্ত চক্রবর্তী। কলকাতায় বুধবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

আবেগে-ফুটবলে মোহনবাগান দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুলাই : মোহনবাগানরত্নের স্রষ্টা তিনি। নিজের সৃষ্টি করা সম্মানে এবার ভূষিত হয়ে তাঁর অনুভূতি কেমন, জানা যাবে না। তবে তিনি যে খুশি হবেন অন্য লোকে বসে, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। তবে ২৯ জুলাই দিনটা যেভাবে পালন করার ভাবনা ছিল তাঁর, এখন সেই আবেগে যেন অনেকটাই ভাটার টান।

এবার আবেগে-শ্রদ্ধায় সমর্থকরা নানা জায়গায় দিনটা পালন করলেও মোহনবাগান ক্লাবের মূল অনুষ্ঠান কিন্তু হল না এদিন। মূলত ক্লাব লনে পতাকা উত্তোলন, ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-কে নিয়ে আসা, প্রাক্তন ফুটবলারদের ম্যাচ খেলানো হলেও মোহনবাগানরত্ন প্রদান অনুষ্ঠান হবে বৃহস্পতিবার। তাও এই অনুষ্ঠান ক্লাবে নয়, হবে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। অঞ্জন মিত্র ছাড়া বিভিন্ন বিভাগে সেরাদের পুরস্কৃত করা হবে। অঞ্জন মিত্র ছাড়াও প্রয়াত গোপীনাথ ঘোষকে দেওয়া হচ্ছে এবারের প্রাক্তন সচিবের নামাঙ্কিত সেরা কর্মকর্তার পুরস্কার। এছাড়া বর্ষসেরা হচ্ছেন আলবার্তো রডরিগেজ, সেরা স্ট্রাইকার লিস্টন কোলাসো, সেরা ক্রিকেটার অভিষেক রমন, সেরা উদীয়মান ফুটবলার সুহেল আহমেদ বাট, বিশেষ পুরস্কার অনুষ্টুপ মজুমদার, সেরা হকি খেলোয়াড় রাহিল মৌসিন এবং সেরা অ্যাথলিট তাহুরা খাতুন হচ্ছেন। এছাড়া জীবনকৃতি পাচ্ছেন প্রতাপ ঘোষ। এদিন একশোর বেশি প্রাক্তন ফুটবলার অংশ নিলেন প্রীতি ম্যাচে। সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়, মানস ভট্টাচার্য, শিলটন পাল, সংগ্রাম মুখোপাধ্যায়, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, ষষ্ঠী দুলে, দীপেন্দু বিশ্বাস, রহিম নবিরা অংশ নেন ম্যাচে। পরে ক্লাব তাঁবুতে বসে ক্লাব সভাপতি দেবাশিস দত্ত অন্য ক্লাবকে খোঁচা দিয়ে বলেছেন, 'অনেক ক্লাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আট-দশ জন ফুটবলারকেই দেখা যায়। সেখানে আমাদের এদিন ১৩৫ জন প্রাক্তন এসে দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখলেন।' মহিলা ফুটবল নিয়ে কেন ক্লাব উদ্যোগী নয়, জানতে চাওয়া হলে আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'আমরা দল গড়ছি না। কারণ এখানে স্বচ্ছতা নেই। আইএফএ সভাপতি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে বসে দল গড়েন।' অজিতবাবুকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এদিকে এদিন মোহনবাগান তাঁবু ছাড়ার আগে তাঁদের সরকার লিওনেল মেসিকে আনার বিষয়ে ভাববে কি না জানতে চাওয়া হলে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছেন, 'আমাদের সরকার পরিকাঠামো তৈরি এবং ইউথ ডেভেলপমেন্টের উপর জোর দেবে, একথা আমরা আগেই বলেছি। আর এদিন মোহনবাগান ক্লাবে এসে দারুণ উপভোগ করলাম। বাংলার ফুটবলে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল হল ঐতিহ্য। আজকের দিনটা অন্যরকম। এর মাহাত্ম্যই আলাদা।' তিনি সম্ভবত বৃহস্পতিবারের অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকবেন। নেতাজি ইন্ডোরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান গাইবেন জয়তী চক্রবর্তী ও সুদেশ ভোঁসলে।

আজ মহমেডানের সামনে সুরুচি

কলকাতা, ২৯ জুলাই : বৃহস্পতিবার কলকাতা লিগে চতুর্থ ম্যাচ খেলতে নামছে। প্রতিপক্ষ সুরুচি সংঘ। লিগে ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট পেয়েছে সাদা-কালো শিবির। এবার সুরুচির বিরুদ্ধে পুরো পয়েন্ট নিতে মরিয়া মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর ছেলেরা।

পদকের রং বদলাতে চান হরজিন্দার

গ্লাসগো, ২৯ জুলাই : বাড়ি থেকে হস্টেল যাতায়াত ও হাতখরচ বাবদ বাবা দিতেন মাত্র ৭০০ টাকা। এর চেয়ে বেশি টাকা চাইতে লজ্জা লাগত হরজিন্দার কাউরের। বাবার এই সামান্য আত্মত্যাগ কিন্তু বৃথা যায়নি।

বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন হরজিন্দার। এবার পদকের গ্লাসগোতে পদকের রং বদলেছে। মহিলাদের ৬৯ কেজি ভারোত্তোলনে হরজিন্দারের ঝুলিতে রুপোর পদক। স্ন্যাচে ১০১ কেজি ও ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১২৬ কেজি, সব মিলিয়ে ২২৭ কেজি ওজন তুলেছেন তিনি।

> বাবা আমাকে হস্টেলে যাতায়াত খরচ হিসেবে দিতেন ৩৫০ টাকা। পকেটমানি হিসেবে দিতেন আরও ৩৫০ টাকা। এর চেয়ে বেশি টাকা চাইতে আমার লজ্জা লাগত।
> -হরজিন্দার কাউর

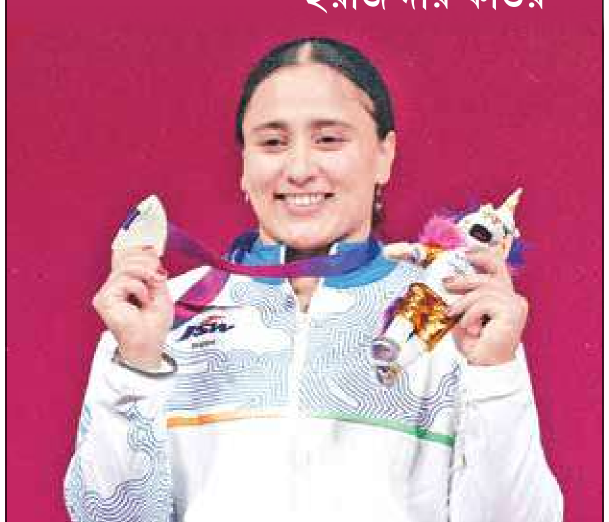
কমনওয়েলথ গেমসে রুপোর পদক গলায় নিয়ে হরজিন্দার কাউর।

প্রবল আর্থিক চাপ সামলে উঠে এসেছেন হরজিন্দার। বাবা তাঁকে খুব বেশি টাকা দিতে পারতেন না। কিন্তু হার মানেননি পঞ্জাবের এই মেয়েটি। পরপর দুটি কমনওয়েলথ গেমসে পদক জিতে পরিবারকে গর্বিত করেছেন। গ্লাসগোতে রুপো জেতার পর হরজিন্দারের মুখে উঠে এসেছে তাঁর পরিবারের কথা। তিনি বলেছেন, 'বাবা আমাকে হস্টেলে যাতায়াত খরচ হিসেবে দিতেন ৩৫০ টাকা। পকেটমানি হিসেবে দিতেন আরও ৩৫০ টাকা। এর চেয়ে বেশি টাকা চাইতে আমার লজ্জা লাগত।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'সাধারণত আমি জেতার পর মাকে ফোন করি। এবারেও তাঁর ব্যতিক্রম হয়নি। তবে দীর্ঘদিন বাড়ি থেকে দূরে থাকায় মায়ের মন একটু হলেও খারাপ রয়েছে। এই পদকটি পরিবারকে উৎসর্গ করছি। একইসঙ্গে ভারতীয় ফেডারেশন ও ভারত সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ।'

তবে এখানেই থামতে চান না হরজিন্দার। তাঁর লক্ষ্য আগামী কমনওয়েলথ গেমসে পদকের রং বদলানো। হরজিন্দারের কথায়, 'বার্মিংহামে রুপো জিতেছিলাম। গ্লাসগোতে লক্ষ্য ছিল পদকের রং বদলানো। সেই লক্ষ্যপূরণ হয়েছে। পরবর্তী কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জেতাই লক্ষ্য।'

হরজিন্দারের কিন্তু ভারোত্তোলক হওয়ার কথা ছিল না। শুরুর দিকে তিনি নিয়মিত কাবাডি খেলতেন। এমনকি কাবাডি অনুশীলন করার জন্য প্রতিদিন ৫ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে অনুশীলন কেন্দ্রে যেতেন। তবে পরিস্থিতি বদলায় হরজিন্দার পঞ্জাব ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর। সেখানেই হরজিন্দারের শারীরিক সক্ষমতা দেখার কোচ তাঁকে ভারোত্তোলনে নামার পরামর্শ দেন। তারপর বাকিটা ইতিহাস।

ভুট্টার ম্যাট থেকে কমনওয়েলথের মঞ্চ

স্বপ্নের উত্থান কুশারের

গ্লাসগো, ২৯ জুলাই : নাসিকের কাছে ছোট্ট গ্রাম দেওগাঁও। এই গ্রামের নাম কমনওয়েলথ গেমস শুরুর আগে সেভাবে কেউ শোনেনি। কিন্তু বর্তমানে রীতিমতো চর্চায় উঠে এসেছে দেওগাঁও।

এই গ্রাম থেকেই উঠে এসেছেন চলতি কমনওয়েলথ গেমসে হাইজাম্পে পদক জয়ী ভারতীয় অ্যাথলিট সর্বেশ কুশারে। প্রথম ভারতীয় হিসেবে হাইজাম্পে রুপো জিতেছেন তিনি। অল্পের জন্য সোনা জেতা হয়নি। ফাইনালে সর্বেশ ২.২৫ মিটার লাফিয়ে রুপো নিশ্চিত করেন।

এবারের কমনওয়েলথে ভারতকে অ্যাথলেটিক্স থেকে প্রথম পদক সর্বেশ কুশারেই এনে দিয়েছিলেন।

সর্বেশ কুশারের গল্পটা গলি থেকে রাজপথে উঠে আসার মতোই। তাঁর বাবা একজন চাষি। সর্বেশের গ্রাম দেওগাঁওতে হাইজাম্প অনুশীলনের জন্য কোনও পরিকাঠামো ছিল না। ভুট্টার খোসা দিয়ে তৈরি কৃত্রিম ল্যান্ডিং পিটের ওপরেই দীর্ঘদিন অনুশীলন করেছেন সর্বেশ। সেখান থেকে গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে পোডিয়াম ফিনিশ। রুপো জয়ের পর সর্বেশ বলেছেন, 'আমি ২.২৫ মিটার লাফিয়ে রুপো পেয়েছি। কিন্তু এটা আমার সেরা লাফ নয়। এর থেকেও উঁচুতে লাফাতে পারি। এখানকার আবহাওয়া খুব একটা অনুকূল নয়।'

হাইজাম্পের ফাইনালে সর্বেশ ছাড়াও ছিলেন আরেক ভারতীয় অ্যাথলিট তেজস্বীন শংকর। তবে হাঁটুতে চোটের কারণে প্রথম প্রচেষ্টার পর তিনি প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ান। বাকি সময়টা তেজস্বীন কিন্তু একজন অভিভাবকের মতো পাশে থেকে সর্বেশকে নানা পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন। পরে সর্বেশ নিজেও বলেছেন, 'আমাদের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে। তেজস্বীন যখন সরে দাঁড়াল, তখন আমার খারাপ লেগেছিল। ও আমাকে সবসময়ই সাহায্য করে। ফাইনালেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।'

বড় মঞ্চে এটাই প্রথম পদক সর্বেশের। এর আগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, অলিম্পিকের মতো প্রতিযোগিতাতে অংশ নিলেও পদক জেতা হয়নি তাঁর। অবশেষে গ্লাসগোতে স্বপ্নপূরণ হয়েছে। এবার লক্ষ্য 'গ্রেটেস্ট শো অফ আর্থের' মঞ্চে পোডিয়াম ফিনিশ। যার নীরব প্রস্তুতি গ্লাসগোর মঞ্চ থেকেই শুরু করে দিয়েছেন সর্বেশ।

রাজ্য ব্যাডমিন্টনে ফাইনালে প্রিয়াংশী, সায়ন, আর্শব

জলপাইগুড়ি, ২৯ জুলাই : জলপাইগুড়ি ইন্ডোর গেমস প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চলছে রাজ্য সাব-জুনিয়ার অনূর্ধ্ব-১৩, অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলে ও মেয়েদের রাজ্য ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ। বুধবার কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনালের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। সিঙ্গলসে না পারলেও ডাবলসে সেমিফাইনালে জিতে ফাইনালে পৌঁছাল জলপাইগুড়ির চার খেলোয়াড়। অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের বিভাগে দার্জিলিংয়ের শ্যারন ছেত্রীকে সঙ্গী করে ফাইনালে পৌঁছাল প্রিয়াংশী বন্দোপাধ্যায়। অনূর্ধ্ব-১৫ মিক্সড ডাবলসে ফাইনালে উঠল জলপাইগুড়ির আর্শব সাহা ও রূপকথা সরকার জুটি এবং দার্জিলিংয়ের চেসজড ফিপন ও জলপাইগুড়ির সায়ন ঘোষ জুটি।

উত্তরের খেলা

জয়ী আমবাড়ি অ্যাকাডেমি

রাজগঞ্জ ও বেলাকোবা, ২৯ জুলাই : রাজগঞ্জ জোন ফুটবল লিগে বুধবার আমবাড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ৩-১ গোলে হারিয়েছে বেলাকোবা ইয়ুথ ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। বেলাকোবা হাইস্কুল মাঠে হ্যাটট্রিক করেন এসনেহাল ওরাওঁ। ম্যাচের সেরাও হয়েছেন এসনেহাল।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে অর্জুন শৈব ও আসাফ দোরজি।

সেমিফাইনালে হুইটন, সিজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : রয়্যাল অ্যাকাডেমির ১৬ দলীয় ১৫তম আরকে মেমোরিয়াল আন্তঃ স্কুল ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল হুইটন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও সিজার স্কুল। বুধবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে হুইটন ১-০ গোলে ডিএভি স্কুলকে হারিয়েছে। গোল করে ম্যাচের সেরা আসাফ দোরজি। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে সিজার ১-০ গোলে আয়োজকদের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করে ম্যাচের সেরা অর্জুন শৈব।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
উত্তর ২৪ পরগনা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগনা - এর একজন বাসিন্দা নয়ন ভট্টাচার্য - কে

20.05.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 97C 70649 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানানোর মতো ভাষা আমার নেই কারণ প্রদত্ত পুরস্কারের অর্থ অনেক বড় এবং এটি সাধারণ মানুষকে আর্থিক অবস্থার দিক থেকে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাতে সাহায্য করে। আমি কিছু বিনিয়োগও করতে পেরেছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।